বেহার-চিত্র

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি, এল্।

১৩২৮

[মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানীর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক
৬৮।৫ রসারোড নর্থ কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

৯৩।১এ বহুবাজার ষ্ট্রীট
চেরী প্রেস লিমিটেড
হইতে শ্রীরজনীকান্ত রায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাঁহার উৎসাহ এবং আদর্শে

আমি বাঙ্গলা রচনায়

প্রথম প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম

আমার সেই পরমাত্মীয়

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

মহাশয়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ

সসম্ভ্রমে

উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

নিবেদন।

"বেহার-চিত্রে"র অধিকাংশ চিত্রই ইতিপূর্ব্বে "বঙ্গদর্শন" (নবপর্য্যায়) এবং "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। কতিপয় আত্মীয় এবং বন্ধু বান্ধবের আগ্রহে ও উৎসাহে সেই গুলি সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

যখন এই চিত্রগুলি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন কোন কোন পাঠক অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, আমি এই সকল চিত্রে বেহারী-চরিত্রের কেবল "অন্ধকার অংশ" মাত্র চিত্রিত করিয়া তাঁহাদের অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহাদের এ অনুযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আমরা পুরুষানুক্রমে বেহার-নিবাসী। বেহার আমাদের মাতৃভূমিতে পরিণত।

"তুমি যে মাটির কীট খাও তারি রস।
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ?"

এ অমর কবিবাক্য আমি একবারও বিস্মৃত হই নাই।

অন্যান্য সকল প্রদেশের মত বেহারও এখন একাগ্রচিত্তে উন্নতি-প্রয়াসী। সুতরাং এই সময়ে আমি বন্ধুভাবে বেহারবাসীর চরিত্রের অপূর্ণতাগুলি হাস্যরসের আবরণে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহারা এই অপূর্ণতাগুলি পরিহার করিয়া পূর্ণ পরিণতি ও কল্যাণ লাভ করুন ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা।

পুস্তকের আকার-বৃদ্ধির ভয়ে সকল চিত্রগুলি এই খণ্ডে প্রকাশিত করিতে সাহস করিলাম না। বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠকবৃন্দের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট চিত্রগুলি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুস্তকের ছাপা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হওয়ায় অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। পাঠকবৃন্দ দয়া করিয়া সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

মুঙ্গের
১৪ই আশ্বিন ১৩২৮।

গ্রন্থকার।

বেহার-চিত্র

হজুর।

১

সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ইব্রাহিমপুর-নিবাসী সৈয়দ সুলতান আহাম্মদ মেহেরবান খাঁ সাহেবকে আজ বড় উদ্বিগ্ন দেখাইতেছিল।

সুশীতল বটবৃক্ষতলে "চারপাইয়ের" উপর উপবিষ্ট খাঁ সাহেব আজ পার্শ্বস্থিত ধূমায়মান তাম্রকুটপাত্রের নীরব আহ্বান সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, কেবল নীরবে আপনার "মেহ্‌দি"-রঞ্জিত দীর্ঘশ্মশ্রু মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন। খাঁ সাহেবের এই দুশ্চিন্তার যে কোন ভিত্তি ছিল না, সত্য ঘটনা-মূলক আখ্যায়িকা লিখিতে বসিয়া, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

প্রখর নিদাঘের অপরাহ্নে সহসা বৃষ্টিপাতজনিত স্নিগ্ধতা অনুভব করিয়া খাঁ সাহেবের লোলুপ রসনা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ "দো-পেয়াজা" এবং "কাচ্চি বিরিয়ানির" রসাস্বাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সহাস্য মুখে এই শুভ বাসনা বিবি সাহেবার নিকট "পেশ" করিতে গিয়া তিনি সভয়ে শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার ভাণ্ডারের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে "দোপেয়াজা"ত দূরের

কথা অচিরে "ঠাণ্ডি পোলাও" এবং "বৈগনের কাবাব"ও তাঁহার পক্ষে দুর্লভ হইয়া উঠিবে।

এ সংবাদের পর পুত্র-কন্যার পিতা কোন্ দায়িত্ববোধসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার থাকিতে পারে? কিন্তু চিন্তায় চিন্তাই বাড়িতেছিল। এই দুরবস্থার অকুল সমুদ্রে মেহেরবান কোনই কুল দেখিতেছিলেন না। "কলিকা"র অগ্নি অভিমানে ভস্মে পরিণত হইতেছিল। এমন সময় দূর হইতে একটী ক্ষীণ আলোক-রশ্মি তাঁহার জ্যোতিহীন চক্ষুমধ্যে সহসা প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। চিরানুগত সেখ আস্‌রাফ আলির স্থূল, খর্ব্ব, ঘনকৃষ্ণ দেহখানি ধীরে ধীরে তাঁহার দৃষ্টি-রেখার মধ্যে সমুপস্থিত হইল।

লক্ষ্ণৌএর নবাব এবং দিল্লীর বাদশাহগণের সঙ্গে খাঁ সাহেবের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই গোপন তত্ত্বটুকু সমস্ত ইব্রাহিমপুরের মধ্যে আস্‌রাফ আলিরই জানা ছিল এবং এই একটী মাত্র শক্তিই এই দুর্দ্দিনে তাঁহার পদোচিত সম্মান রক্ষা করিয়া চলিত। রীতিমত কুর্ণিস না করিয়া সে কখনই তাঁহার সম্মুখীন হইত না এবং কখনই সে স্পর্দ্ধাভরে তাঁহার সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিত না। আস্‌রাফের মস্তিষ্কও বেশ উর্ব্বর ছিল। নানাপ্রকারের জটিল অভিসন্ধি তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে সমুদিত হইয়া খাঁ সাহেবকে সময় সময় একান্ত বিস্মিত করিয়া দিত।

সুতরাং এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অনুগত ভক্তটিকে দেখিয়া খাঁ সাহেবের অন্ধকার চিত্তে আশার ক্ষীণালোক আবার যেন জ্বলিয়া উঠিল।

আস্‌রাফ আলি রীতিমত "কুর্ণিস্" করিতে করিতে খাঁ সাহেবের সম্মুখীন হইয়া সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

খাঁ সাহেব সাগ্রহে তাহার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন এবং এবং একমাত্র বিকলাঙ্গ বৃদ্ধ ভৃত্য রমযানকে "তাওয়া" দিয়া ভাল করিয়া "খাম্বীরা" তামাকু চড়াইতে আদেশ করিলেন।

অনেকক্ষণ অন্যান্য প্রসঙ্গের পর খাঁ সাহেব সহসা বিচলিত হইয়া আসরাফের হাত ধরিয়া করুণস্বরে কহিলেন "আসরাফ, এই বৃদ্ধ বয়সে কি কোন "কামনা"র "মোলাজিম" হইয়া এই কীর্তিধবল বংশ-গরিমায় কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করিতে হইবে?" শুনিয়া আসরাফ জিহ্বা-দংশন করিয়া "তোবা" "তোবা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

খাঁ সাহেব কহিলেন "কিন্তু আর ত কোন উপায় দেখিনা।" শুনিয়া আসরাফ গভীর চিন্তামগ্ন হইল। এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া সুরভি তাম্রকুটপাত্র খাঁ সাহেবের সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া গেল। খাঁ সাহেব দু এক টান মাত্র দিয়াই আলবোলার নল আসরাফের হস্তে প্রদান করিলেন। আসরাফ কুঞ্চিত ললাটে বহুক্ষণ ধরিয়া ধুমাকর্ষণ করিয়া সম্মুখে কুণ্ডলীকৃত মেঘরাশির সৃষ্টি করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে দামিনীর ন্যায় ক্ষীণ হাস্য-রেখা আসরাফের ঘন কৃষ্ণ মুখমণ্ডলকে সহসা প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল।

আসরাফ হাসিয়া বলিল "ইহার একটা উপায় স্থির করিয়াছি। যদি একবার লাগিয়া যায় তাহা হইলে কেয়াবাৎ!"

আসরাফ বহুক্ষণ ধরিয়া নিম্নস্বরে সমস্ত ব্যাপারটা বিশদ ভাবে খাঁ সাহেবকে বুঝাইয়া দিল। শুনিতে শুনিতে পুলকিত খাঁ সাহেবের "মিসি" রঞ্জিত দন্ত শ্রেণী তাঁহার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিল এবং তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া আর তাহাদের সমাবৃত করিতে পারিলেন না!

২

আস্‌রাফের সুপরামর্শ অনুসারে সমুদায় পৈতৃক সম্পত্তি পাঁচ শত টাকায় বন্ধক দিয়া খাঁ সাহেব শুভদিনে ভাগ্য পরীক্ষার্থে—সদরে রওয়ানা হইলেন। চিরানুগত আস্‌রাফ সঙ্গে চলিল।

সদরে আসিয়া আস্‌রাফ খাঁ সাহেবের জন্য একটি ক্ষুদ্র অথচ পরিচ্ছন্ন বাড়ী ভাড়া করিল এবং যথাসম্ভব পরিপাটিরূপে সেটিকে সাজাইয়া ফেলিল।

আস্‌রাফের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে খাঁ সাহেব অতি অল্প দিনের মধ্যেই একজন "রুইস্" বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহার "মসালাদার" পান. "খাম্বিরা" তামাকু এবং "ইত্তর ও গুলাবের" সুরভি অল্প দিনের মধ্যেই বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আকৃষ্ট করিল। আস্‌রাফের সঙ্গীত-বিদ্যা এ বিষয়ে আরও সহায়তা করিল।

আস্‌রাফ গোপনে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে খাঁ সাহেব একজন "লাখপতি" ব্যক্তি ; কিন্তু এমনি তাঁহার বিনয় এবং সারল্য যে দেখিয়া তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃত বাদশাহ হইয়াও খাঁ সাহেব আচারে ব্যবহারে একেবারে ফকির।

শুনিয়া সকলের খাঁ সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল। এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার যশোগাথা সহরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সুযোগ বুঝিয়া আস্‌রাফ উপঢৌকনাদির সাহায্যে স্থানীয় রাজ-পুরুষগণের সঙ্গেও খাঁ সাহেবকে পরিচিত করিয়া দিলেন। স্বয়ং কালেক্টর সাহেব পর্য্যন্ত বাদ গেলেন না।

খাঁ সাহেবের উদ্যান-জাত বলিয়া পরিচিত পরিপুষ্ট কদলী, সুমিষ্ট

আম্র, এবং নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট শাক সব্জি তাঁহারও কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

খাঁ সাহেব প্রতি সপ্তাহে সমুপস্থিত হইয়া সৌজন্য, শিষ্টাচার এবং আদব কায়দায় ক্রমশঃ সাহেবকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। খাঁ সাহেবের রাজভক্তি সাহেবের চক্ষে সকল প্রজার আদর্শস্থানীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইল।

ঠিক এই সময়ে শিক্ষিত প্রজাবৃন্দের রাজ-ভক্তি সম্বন্ধে সাহেবের মনে কিঞ্চিৎ সংশয়ের সঞ্চার হইতেছিল। কিছু দিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিতেছিলেন যে দেশীয় জনমণ্ডলীর ইউরোপীয়দের উদ্দেশে প্রযুক্ত সেলামের দৈর্ঘ্য যেন ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল; দেশীয় ধনবানবৃন্দের মোটর এবং গাড়ীঘোড়া যথা সময়ে সাহেব-সেবায় উৎসর্গীকৃত হইতেছিল না এবং দেশীয় জমিদারেরা সাহেব ম্যানেজারের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ বুঝিয়া লইবার স্পর্দ্ধাকে মনে স্থান দিতে ছিল!

সাহেব দিব্য চক্ষে দেখিতেছিলেন যে এই রাজভক্তির অভাব, রাজদ্রোহী বঙ্গদেশ হইতে সংক্রামিত স্পর্শবিষের কুফলমাত্র। সুতরাং অঙ্কুরেই ইহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

এই উদ্দেশ্যে তিনি ইতিপূর্ব্বেই স্থানীয় হাকিমবৃন্দকে লৌহহস্তে রাজদণ্ড পরিচালনার আদেশ দিয়াছিলেন। কতকগুলি কর্ম্মঠ অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে তাঁহাদের হস্তে আরও শক্তি সঞ্চার করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল।

কিন্তু কোন উপযুক্ত লোক এতদিন তাঁহার নেত্রপথে পতিত না হওয়ায় তাঁহার এই শুভ উদ্দেশ্য এতদিন সুসিদ্ধ হয় নাই।

বিলিয়ার্ড টেবিলের পার্শে, টেনিসক্ষেত্রে, উৎসবব্যাপারে সর্ব্বত্র খাঁ সাহেবের অবিচলিত নিষ্ঠা এবং অক্লান্ত কর্ম্মঠতা দেখিয়া সাহেবের দৃষ্টি তাঁহারই উপর পতিত হইল।

একদিন সাহেব খাঁ সাহেবকে ডাকাইয়া তাঁহাকে দেশের অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিয়া এ বিষয়ে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিয়া খাঁ সাহেব একেবারে ক্রোধে বিরক্তিতে জ্বলিয়া উঠিলেন। "যে সকল বে-তামিজ" বাদশাহ বা বাদশাহের জাতির সম্মানরক্ষা করিতে পারে না তাহারা "কুত্তার অধম। জুতা এবং চাবুকই তাহাদের একমাত্র সুপথ্য। আমার হাতে যদি এরূপ কেহ পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে এমন শিক্ষা দিয়া দি, যে সে জীবনে কখনো তাহা ভুলিতে না পারে।" হৃদয়ের আবেগ গোপন করিতে না পারিয়া খাঁ সাহেব স্বেদার্দ্র হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া তীক্ষ্ণ জ্যোতি এবং নাসা-বিবর দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস মুহুর্মুহু বিনির্গত হইতে লাগিল। কালেক্টর সাহেব দেখিলেন "ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চিরস্থায়ী করিবার জন্য যে প্রকার লোকের আবশ্যক খাঁ সাহেব তাঁহাদের আদর্শ হইবার উপযুক্ত।

সপ্তাহের মধ্যেই খাঁ সাহেব তৃতীয় শ্রেনীর অনরারী ম্যাজিষ্টেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এতদিনে আসরাফের মন্ত্রণা সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিল। খাঁ সাহেব সংসারের অকুল সমুদ্রে সুরম্য কুল দেখিয়া পুলকে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শুধু এই আশাতেই খাঁ সাহেব সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সদরে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন।

গৃহে উৎসবের আনন্দরাগিণী বাজিয়া উঠিল। বন্ধুবর্গ উৎকৃষ্ট

পানাহারে পরিতৃপ্ত হইলেন। বাইজির কলকণ্ঠের সঙ্গীতলহরী সমস্ত রাত্রি ধরিয়া শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল।

৩

আসরাফ আলির তীক্ষ্ণ-প্রতিভা অল্প দিনের মধ্যেই সুকঠিন বিচার কার্য্যকে অত্যন্ত সুসাধ্য করিয়া দিল। সাক্ষ্য সম্বন্ধে সে এমন সুকৌশল আবিষ্কার করিল যে সাক্ষ্যের গুরুত্ব নির্দ্ধারণে আর কোনই সন্দেহের অবসর রহিল না।

আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার পর সে উভয় পক্ষকেই গোপনে গৃহে ডাকাইয়া পাঠাইতে লাগিল। এবং সেই খানেই আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের প্রকৃত মূল্যের "যাচাই" করাইতে লাগিল।

আশরাফ প্রথমে এক পক্ষকে গোপনে কোন নিভৃত কক্ষে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিত "তুমহারা সবুদ কেয়া?" সে তাহার সাধ্যা-স্বরূপ অর্থ দেখাইলে অপর পক্ষকে ডাকাইয়া সেইরূপ প্রশ্ন করিত। সে তাহার সাধ্যমত অর্থ দেখাইলে আবার পূর্ব্ব পক্ষকে ডাকিয়া পাঠাইত। এইরূপে যাহার অর্থের পরিমাণ অধিক হইত আসরাফের বিবেচনায় তাহারই সবুদ "বহুৎ মজবুত" বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। সুতরাং সেই পক্ষেই রায় দিবার জন্য সে খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করিত। "রায়" লিখিবার জন্য আশরাফ একজন প্রবীণ মোক্তারকে নিযুক্ত করিয়াছিল। তিনিই বাড়ীতে বসিয়া ফরমাইস মত রায় লিখিয়া দিতেন।

কোন মোকদ্দমায় সাহেব আসামী বা ফরিয়াদি থাকিলে, অবশ্য, বিচার ফল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিত। এস্থলে সাহেব ফরিয়াদি হইলে আসামীর গুরুতর দণ্ডবিধান এবং সাহেব আসামী হইলে

তাহাকে সম্মানের সহিত মুক্তিদান স্বতঃসিদ্ধ ছিল। এস্থলে অর্থের মোহিনীশক্তি সম্পুর্ণ নিস্ফল হইত।

স্থানান্তরে কোথাও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন ঈঙ্গিত থাকিলে সে ঈঙ্গিত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত।

অল্পদিনের মধ্যেই খাঁ সাহেবের যশোকাহিনী সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার নির্ব্বাচনের সফলতা দেখিয়া গভীর আত্মপ্রসাদে মগ্ন হইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে খাঁ সাহেব প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় আস্‌রাফ তাঁহার পেস্কারের পদ অলঙ্কৃত করিল।

এক্ষণে খাঁ সাহেবের মাসিক আয় প্রায় তিনশত টাকা দাঁড়াইল এবং আস্‌রাফ ও প্রায় শতাধিক মুদ্রা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

সন্তুষ্ট হইয়া খাঁ সাহেব বৃহৎ বাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহ হইতে বিবিকে আনাইয়া লইলেন। আস্‌রাফ ও তাঁহার বাসার নিকটেই অন্য বাসা লইয়া পরিবার বর্গ সহ বাস করিতে লাগিল।

খাঁ সাহেব এক্ষণে প্রকৃতই "রইস্" মধ্যে গণ্য হইলেন এবং নানা বিলাসোৎসবে আপনার বহুদিনের পোষিত বাসনারাজিকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

সকলে আশা করিতে লাগিল খাঁ সাহেবের পক্ষে "খাঁ সাহেব" খেতাব-প্রাপ্তির সময় নিতান্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে।

৪

এই সময়ে এক "স্বদেশীর" মোকদ্দমা আসিয়া খাঁ সাহেবের ইজ্‌লাসে উপস্থিত হইল। স্থানীয় ছাত্রবৃন্দের ব্যবহারে কর্ত্তৃপক্ষ

কিছুদিন হইতে নিতান্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের উপযুক্ত শিক্ষা না দিলে আর চলিতেছিল না।

স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সুপরামর্শে এবং পুলিশ সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা আনীত হইয়াছিল। অপরাধ :—স্থানীয় স্কুলের দ্বার ভাঙ্গিয়া বেঞ্চি লইয়া যাওয়া, পুলিশ কনষ্টেবলের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা প্রদান ইত্যাদি।

মোকদ্দমার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে একখানি গোপনীয় পত্র আসিয়া হাকিমসাহেবের হস্তে উপস্থিত হইল। পত্রে লেখা ছিল, "এখানকার হাকিমদের মধ্যে আপনাকে-ই সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়চিত্ত জানিয়া এই মোকদ্দমা আপনার নিকট পাঠাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার দ্বারা ইহার সম্পূর্ণ সুবিচার হইবে।"

পত্র পাইয়া হাকিমসাহেবের গম্ভীর মুখ গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। সেই রোষ-প্রদীপ্ত, ভ্রূকুটি-কটিল মুখের দিকে যে চাহিল সেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। ছাত্রবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত ও ধনী-পরিবার ভুক্ত। সুতরাং তাহাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না।

নানাস্থান হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উকিল ব্যারিষ্টার আসিয়া ইজলাস গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

কিন্তু হাকিমসাহেব বজ্রগর্ভ জলদের ন্যায় ভীমশোভা ধারণ করিয়া রহিলেন। কোন প্রকার কূটতর্ক, আইনের ব্যাখ্যা বা বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

সন্ধ্যার সময় রায় সাহেবের জুড়ি আসিয়া খাঁ সাহেবকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

একটী ছাত্রের পিতা বাবু বেণারসী প্রসাদ প্রসিদ্ধ ধনী ও সম্ভ্রান্ত

জমিদার। পুত্রের মুক্তির জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। খাঁ সাহেবের বিচার-সংক্রান্তকীর্ত্তি-কাহিনী কাহারও অগোচর ছিল না। বাবু বেণারসীপ্রসাদ এ পথে চেষ্টা করিয়া দেখিতেও ইতস্ততঃ করিলেন না। রাত্রির অন্ধকারে সহস্র মুদ্রার থলি লইয়া তিনি খাঁ সাহেবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসরাফ আজ এমনি একটা কাণ্ড ঘটিবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই জন্য সে খাঁ সাহেবকে অন্তঃপুরে সরাইয়া দিয়া নিজেই সাবধানে দ্বার রক্ষা করিতেছিল।

বাবু সাহেব উপস্থিত হইতেই সে তাঁহার অভিসন্ধি অনুমান করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিল।

বেণারসী অত্যন্ত বিনীত ভাবে আসরাফকে অভিবাদন করিয়া একবার খাঁ সাহেবের সঙ্গে "মোলাকাৎ" প্রার্থনা করিলেন।

কঠোর ভাবে আসরাফ বলিল "আজ তাঁহার সঙ্গে কাহারও সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি বিশেষ করিয়া সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।"

বেণারসী বিনয়ের সহিত বলিলেন যে তাঁহার কাজ অত্যন্ত গোপনীয় এবং জরুরি। একবার পাঁচমিনিটের জন্যও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

আসরাফ কঠোরতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল যে পাঁচমিনিট দূরের কথা একমিনিটের জন্যও "হুজুর" বাহিরে আসিতে অক্ষম।

নিরুপায় বেণারসীকে অগত্যা আসরাফের নিকটেই ইঙ্গিতে আপনার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইল। তিনি ধীরে ধীরে থলি বাহির করিয়া জানাইলেন যে তাহাতে এক হাজার টাকা আছে,

প্রয়োজন হইলে এ জন্য তিনি দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন। একবার খাঁ সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হউক।

শুনিয়া আস্‌রফ ঘৃণায় ও ক্রোধে হুঙ্কার করিয়া উঠিল ;—"কি এত বড় স্পর্দ্ধা! হাকিম সাহেবকে "রুসুবৎ" দিবার প্রয়াস! এ পথের ভিখারী হাকিম নয়। তিনি অমন হাজার টাকা ইচ্ছা করিলে, প্রত্যহ ভিখারীকে বিলাইয়া দিতে পারেন। বিশেষ দুনিয়ায় মানুষের "ইমানই" সর্ব্বস্ব। দশ লাখ টাকার জন্যও কেহ ইমান খোয়াইতে পারে না। যাহারা নিজে বে-ইমান তাহারাই দুনিয়াকে বে-ইমান মনে করে।"

অপমানিত বেণারসী কার্য্যোদ্ধারের জন্য বহু কষ্টে ক্রোধ সংযত করিয়া কর জোড় করিয়া বলিলেন "হাকিম সাহেবকে টাকা দি আমার এমন কি ক্ষমতা। কেবল তাঁহার উদার ও দয়ালু-হৃদয়ের পূজার উপহার স্বরূপ এই যৎসামান্য লইয়া আসিয়াছি মাত্র। তাঁহার মত মহানুভব ব্যক্তির নিকট যদি দয়া না পাই, তাহা হইলে আর কোথায় পাইব?"

কিন্তু আসরাফ আর ক্রোধ দমন করিতে পারিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল,—"যদি ভাল চাও ত এখনি পথ দেখ। নহিলে এখনি তোমায় পুলিশে চালান করাইয়া দিব। অভদ্র, ছোট লোক, বে-ইমান কোথাকার!"

অপমানে জর্জ্জরিত বেনারসী অগত্যা খাঁ সাহেবের গৃহ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "এ অপমানের যদি উপযুক্ত প্রতিশোধ না দিতে পারি তাহা হইলে আমি বাবু দামোদর লালের পুত্র নহি!"

৩

আজ সেই প্রসিদ্ধ স্বদেশী মোকদ্দমার "রায়" দিবার কথা। আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য।

সমস্ত স্কুলের ছাত্র বাহিরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। দলে দলে সশস্ত্র পুলিশ বীরদর্পে শান্তিরক্ষা করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সুগম্ভীর মুখে পেস্কার সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া "হাকিম কোথায়? হাকিম কোথায়?" বলিয়া চীকার করিয়া উঠিল। কিন্তু পেস্কার কাহারও কথার উত্তর না দিয়া তন্ময় হইয়া আপন কাজে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকে আকুল আগ্রহে পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। ক্রমে রায় সাহেবের বৃহৎ ফিটন নেত্রপথে উপস্থিত হইল। ফিটনের সম্মুখে ও পশ্চাতে চারিজন করিয়া সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারী এবং গাড়ীর মধ্যে হাকিম সাহেবের পার্শ্বে বসিয়া স্বয়ং পুলিশ সাহেব।

গাড়ী আদালতের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কর্ম্মচারীরা পথের দুই পার্শ্বে সারি দিয়া দাঁড়াইল। সেই ব্যূহের মধ্য দিয়া খাঁ সাহেব পুলিশ সাহেবের সঙ্গে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া এজলাসের উপর আপনার আসন গ্রহণ করিলেন।

আদালত সম্পূর্ণ শব্দহীন হইয়া যেন একটা আকুল ঔৎসুক্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে হাকিম জলদ-গম্ভীর স্বরে রায় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। শেষে হুকুম হইল প্রত্যেক আসামীর এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাবাসের দণ্ড হইল।

সহসা একটা করুণ হাহাকার আদালত কক্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া গেল। আসামীশ্রেণীভুক্ত সুকুমার বালকগণের মুখমণ্ডল রক্তলেশহীন পাণ্ডুবর্ণে সমাচ্ছন্ন হইল।

তখনি পুলিশ আসিয়া আসামীদের ধরিয়া জেলের গাড়ীতে উঠাইয়া দিল। হাকিম সাহেব সেদিনের মত অন্য কোন কার্য্য না করিয়া পুলিশপরিবৃত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। পেস্কার সাহেবও তাঁহার অনুগমন করিল। বাড়ী আসিয়াই খাঁ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হইতে প্রীতিসূচক পত্র পাইলেন। সাহেব খাঁ সাহেবের নৈতিক সাহস এবং সুবিচারপ্রিয়তাদর্শনে যে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন একথা পত্রে সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছিল।

পত্র পড়িয়া খাঁ সাহেবের মুখমণ্ডল ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানবিজয়ী ওয়েলিংটনের মুখভাবের অনুকরণ করিল।

৬

কিন্তু হাকিম সাহেবের "রায়" টিকিল না। আপীলে জজসাহেব সকলকেই মুক্তিপ্রদান করিলেন। বাবু বেনারসীপ্রসাদ এইবার আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য দৃঢ়-প্রযত্ন হইলেন। সাহায্যকারীর অভাব রহিল না।

তিন মাস যাইতে না যাইতে খাঁ সাহেব ঘুষ লওয়ায় গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন।

কালেক্টর সাহেব খাঁ সাহেবকে প্রচুর আশ্বাস দিলেন। এবং পুলিশ-সাহেব তাঁহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না। বাদীপক্ষ হাইকোর্টে "মোশন"

করাইয়া মোকদ্দমা অন্য জেলায় লইয়া গেল। বড় বড় উকীল কাউন্সেল খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। দলে দলে সাক্ষী আসিয়া খাঁ সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

খাঁ সাহেব শত চেষ্টা করিয়াও আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে পারিলেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খাঁ সাহেবের প্রতি এক বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। চিরানুগত আশরাফও এ সৌভাগ্যের অংশলাভে বঞ্চিত হইল না। ঘুষ লওয়ার সহায়তা করণাপরাধে তাহারও ছয় মাস কারাদণ্ড হইল।

খাঁ সাহেব হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল করিয়াও ম্যাজিষ্ট্রেটের "রায়" পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সানুচর খাঁ সাহেব স্থানায় জেলখানার পথে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্ব হইতে সন্ধান লইয়া ছাত্রেরা পতাকাহস্তে দলে দলে পথে অপেক্ষা করিতেছিল। রায় সাহেব সম্মুখীন হইবামাত্র সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "সেলাম হুজুর হাকিম সাহেব!" "সেলাম হুজুর পেশকার সাহেব!"

তাহাদের আনন্দধ্বনি শুনিয়া খাঁ সাহেব একবার কাতর দৃষ্টিতে অশ্রুগামী আসরাফের দিকে চাহিলেন। আসরাফ নতমুখে দীর্ঘশ্মশ্রু মধ্যে নীরবে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিল।

রায় সাহেব।

১

সন ১২৮৭ সালে রাজপুতানার বিকানীর অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গোধূম তণ্ডুলাভাবে লোকে কোন প্রকারে বজরা ও জোয়ারির রুটি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছিল কিন্তু অবশেষে ভীষণ জলকষ্টে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। লোকে জলের ব্যবহার যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করিল, গরু বাছুর বিলাইয়া দিল, তথাপি জলের অভাব পূরণ করিতে পারিল না। অবশেষে যখন টাকায় চার সের করিয়া জল বিক্রয় হইতে লাগিল তখন দরিদ্র নগরবাসী জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া দলে দলে সপরিবারে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

দরিদ্র হরসুখ রায় পথে পথে সামান্য সামান্য জিনিসপত্র ফেরি করিয়া বেড়াইয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এই দুর্দ্দিনে তাহার পক্ষে দেশে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেও একদিন প্রত্যূষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্ত্রী এবং একমাত্র শিশু পুত্রের হাত ধরিয়া এবং পৃষ্ঠে একটা পলির মধ্যে তাহার যথাসর্ব্বস্ব বহন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ভিক্ষা করিয়া দুই মাস পথ চলিয়া ছিন্নবস্ত্র, নগ্নপদ, অস্থিসার হরসুখপরিবার একদিন সন্ধ্যার সময় পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পাটনায় হরসুখের এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি তনসুখ রায় বস্ত্রের ব্যবসায় করিতেন। হরসুখ বহুকষ্টে তাঁহার দোকান খুঁজিয়া বাহির করিয়া সে রাত্রির মত তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিল।

তনসুখ পরদিন স্থানীয় সমস্ত মাড়োয়াড়িমণ্ডলীর সঙ্গে হরসুখের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাহার একটা উপায় করিয়া দিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন।

স্বদেশবাসীর সহায়তা ও অনুগ্রহে হরসুখ কিছু বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তনসুখের দোকানের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্র দোকান খুলিল; কিন্তু বড় দোকানের পার্শ্বে অল্প পুঁজির ছোট দোকান চলা অসম্ভব। সুতরাং হরসুখ পল্লীতে পল্লীতে হাটে মেলায় বস্ত্রের মোট ঘাড়ে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরসুখ যেমন পরিশ্রমী ছিল তেমনি তাহার মুখে মিষ্ট কথা ও হাস্য সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। কেহ কখনো তাহার মুখে ক্লান্তি বা বিরাগ দেখে নাই। অল্পদিনের মধ্যেই হরসুখ তাহার কার্য্যতৎপরতা এবং অধ্যবসায়ের গুণে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে লাগিল।

তনসুখের কাপড়ের দোকানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মহাজনি কারবারও ছিল। হরসুখ তাহার কষ্টসঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ তাহারই দোকানে জমা দিয়া কিছু কিছু টাকা সুদেও খাটাইতে লাগিল। এক বৎসর পরে হরসুখ ফেরি করিয়া বস্ত্র বিক্রয় ছাড়িয়া দিয়া দোকানেই স্থির হইয়া বসিল।

নিজের দোকানের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞ হরসুখ তনসুখের দোকানেও কিছু কিছু কাজ করিয়া দিতে লাগিল। তনসুখের দোকানের খাতা-পত্র সেই লিখিয়া দিত এবং সকল বিষয়েই তনসুখকে সাহায্য করিত।

এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। এক্ষণে হরসুখের আর কোন অভাব রহিল না। এই সময়ে হঠাৎ একদিন তনসুখ রায়ের

মৃত্যু হইল। তনসুখের পুত্রেরা দোকানের কাজকর্ম্ম কিছুই দেখিত না। হরসুখই তনসুখের দক্ষিণ হস্ত ছিল।

তনসুখের মৃত্যুর পর হরসুখ তাঁহার পুত্রদের সম্পুর্ণ আশ্বাস দিয়া বলিল যে তাহাদের কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ নাই। তনসুখ থাকিতে দোকান যেরূপ ভাবে চলিত সে ঠিক সেইরূপ ভাবেই দোকান চালাইয়া দিবে। তাহার নিজের দোকানও এইসঙ্গে মিলাইয়া এক করিয়া ফেলিবে। পুত্রেরা হরসুখের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিল।

এক বৎসর এইভাবে চলিল। হরসুখ তনসুখের পুত্রদের সমুদায় খরচ নিয়মিত ভাবে যোগাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় বৎসরে হরসুখ জানাইল যে দোকানের বিস্তর দেনা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল তাহারই টাকায় কোন প্রকারে দোকান চলিতেছে মাত্র।

শুনিয়া তনসুখের পুত্রেরা দোকানের হিসাব দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। শুনিয়া হরসুখ মিষ্টতম হাসি হাসিয়া বলিল "এই ত চাই। নিজে না দেখিলে কি কারবার চলে। আমি নিজেই এজন্য অনুরোধ করিব ভাবিতেছিলাম। তা তোমরা যখন আপনা হইতে দেখিতে চাহিয়াছ তখন ত বড়ই আনন্দের কথা।" •

সন্ধ্যা হইতে হিসাব দেখা আরম্ভ হইল। রাত্রি ১২টার সময় তনসুখের পুত্রেরা সভয়ে দেখিল যে দোকানে হরসুখের ৪০,০০০ টাকা ধার লওয়া হইয়াছে। অথচ দোকানে যে মাল মজুত আছে তাহার মুল্য ২৫,০০০ টাকার অধিক নহে।

হরসুখ মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল তনসুখ রায় আমার যে উপকার করিয়াছেন তাহাতে যতদিন পারিয়াছি তাঁহার সন্তানদের কোন অভাব

বা দুঃখের কথা জানিতে দি নাই। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমার নিজের শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিয়া তনসুখ রায়ের বড় আদরের দোকান চালাইয়া যাইব। কিন্তু তোমরা যখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিলে তখন আর তোমাদের পরামর্শ না লইয়া দোকান চালাইতে পারি না। দোকানে যেরূপ লোকসান হইতেছে তাহাতে এরূপ ভাবে আর দোকান চালান সম্ভব নহে। হয় আরও কিছু টাকা দেনা করিয়া দোকানের মূলধন বাড়ানো উচিত নতুবা দোকান উঠাইয়া দেওয়াই ভাল। এখন যাহা তোমাদের ইচ্ছা।” ব্যাপার দেখিয়া তনসুখের পুত্রেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। কিন্তু খাতাপত্র সবই বেশ পাকা। ইহার ভিতর দন্তস্ফুট করিবার উপায় নাই।

তনসুখের পুত্রেরা পরদিন পরামর্শ করিয়া জানাইল যে আর ঋণ করিয়া দোকান চালাইতে তাহারা অক্ষম। হরসুখ দোকানে যে টাকা দিয়াছেন তাহাও পরিশোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অতএব হরসুখ যদি দোকানটী লইয়াই তাহাদের অব্যাহতি দেন তাহা হইলেই তাহারা কোন প্রকারে ঋণমুক্ত হইতে পারে।

শুনিয়া হরসুখ জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন “ছি ছি একি কথা। আমার ১৫,৪০০৲ টাকা মাত্র ক্ষতি হইয়াছে। যদি আমার সমস্ত মূলধন ৪০,০০০৲ টাকাই যাইত তাহা হইলেও আমি তোমাদের কাছে টাকা চাহিতে পারিতাম না। তোমাদের বাবার খাইয়াই আমি মানুষ। তিনি সাহায্য না করিলে আজ আমি কোথায় থাকিতাম।”

অল্প দিনের মধ্যেই পাকা লেখাপড়া হইয়া তনসুখের দোকান হরসুখ রায়ের হইল। হরসুখ সকলকে বলিল “উপকারী আত্মীয়ের জন্য ১৫,০০০ টাকা ক্ষতি সহ্য করা, এটা কি আর বেশি কথা।

নিতান্ত নিরুপায় না হইলে আমি দোকান তনসুখের পুত্রদের ছাড়িয়া দিতাম। কিন্তু গোপালজি আমায় নিতান্তই গরিব করিয়া রাখিয়াছেন। দোকানটি ছাড়িয়া দিলে সমস্ত পরিবার না খাইয়া মরিবে।"

কিছুকাল বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইয়াই হরসুখ বুঝিল যে বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া ধনী হওয়া বহু সময়সাপেক্ষ। আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি করিতে হইলে মহাজনি ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

সুতরাং হরসুখ কাপড়ের ব্যবসায় ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত করিয়া দোকানের টাকা সুদে খাটাইবার সংকল্প করিল।

তনসুখের দোকানে কারবার চালাইয়া ইতিপূর্ব্বেই হরসুখ এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং কার্য্যকুশলতা এক্ষেত্রে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

অল্প দিনের মধ্যেই নানা কারণে হরসুখের দোকানে যথেষ্ট গ্রাহক জুটিতে লাগিল।

বাজারের সাধারণ সুদের হার অপেক্ষা তাহার সুদের হার অল্প, তাহার উপর তাহার শিষ্টাচার, মিষ্ট হাসি এবং সরল অমায়িকতা ধীরে ধীরে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিল। কাহারও টাকার নিতান্ত প্রয়োজন, লেখক বা ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ মজুদ নাই, সরল হরসুখ সাদা কাগজে একখানি এক আনার টিকিটের উপরে সহি বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ লইয়াই টাকা দিতে প্রস্তুত, কেহ তাড়াতাড়ি টাকা দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে হিসাবপত্র না দেখিয়া কেবল গ্রাহকের কথার উপর বিশ্বাস করিয়াই সে "বেবাক উসুল" লিখিয়া রসিদ দিতে ইচ্ছুক,

টাকা বহুদিন পড়িয়া থাকিলেও কঠোর কথা বলিতে বা তাগাদা করিতে অনিচ্ছুক—এরূপ উদার মহাজনের গ্রাহক না জুটিবে কেন ?

অল্পদিনের মধ্যেই হরসুখের দোকান খুব জাঁকিয়া উঠিল। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই হরসুখ লক্ষ মুদ্রার অধিকারী হইয়া উঠিল।

হরসুখ সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কারবারেও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। সে অল্পমূল্যে "রেভিনিউ সেলে" বিষয় খরিদ করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে লাগিল। বিলাতি চিনির সঙ্গে মাটি মিলাইয়া দেশী চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা খুলিল, পল্লীগ্রাম হইতে ঘৃত খরিদ করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার ভেজাল মিশ্রিত করিয়া চালান দিতে লাগিল, সরিষার ও রেড়ির তৈলের কল খুলিল। বাণিজ্য-লক্ষ্মী শতধারে তাহার ধনকোষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সে একজন সম্ভ্রান্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মহাজনে পরিণত হইল।

হরসুখ দেখিল তাহার যেরূপ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাতে এক্ষণে সে প্রয়োজন হইলে লোকনিন্দা বা উৎপীড়নের আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারে। সুতরাং সে এক্ষণে নিজের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আর কোন বিষয়ে সঙ্কোচের দুর্ব্বলতাকে মনে স্থান দিল না। যে গ্রাহক কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া, সাদা কাগজে সহি করিয়া টাকা লইয়া গিয়াছিল, সে একদিন সবিস্ময়ে দেখিল যে তাহার দুই হাজার টাকার ঋণ অদ্ভুত উপায়ে দশ হাজারে পরিণত হইয়াছে এবং যে সাদা কাগজে রসিদ লইয়া টাকা দিয়া গিয়াছে, তাহার উপরে সুদে আসলে বিশ হাজার টাকার নালিশ রুজু হইয়াছে !

৩

এই সময়ে একদিন একজন জমিদার হরসুখের নিকট দশ হাজার

টাকা কর্জ্জ লইতে আসিলেন। সমস্ত কাগজপত্র লেখাপড়া হইয়া যাওয়ার পর হরসুখ তাঁহাকে টাকা আনিয়া দিলেন।

টাকাকড়ি গণিয়া লইয়া জমিদার বলিলেন "যখন এখানে আসিয়াছি তখন গঙ্গাস্নানটা সারিয়া যাই। টাকাটা আপনার নিকটেই থাকুক, স্নান করিয়া আসিয়া টাকা লইয়া যাইব।"

হরসুখ দোকানে উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন "একবার সিন্দুক হইতে টাকা বাহির করিয়া আবার সে টাকা সিন্দুকে তুলিয়া রাখা আমার প্রথা-বিরুদ্ধ। তবে আপনি যদি টাকা রাখিতে চান তাহা হইলে পাশের ঘরে খালি লোহার সিন্দুক আছে, উহার মধ্যে রাখিয়া নিজে চাবি লইয়া যান। আপনার যখন ইচ্ছা আসিয়া আবার টাকা লইয়া যাইবেন।" বলিয়া হরসুখ সানন্দে সিন্দুকের চাবি জমিদারের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। জমিদার স্বয়ং সিন্দুকের মধ্যে টাকা রাখিয়া গঙ্গাস্নানের জন্য বাহিরে আসিলেন। হরসুখ তাঁহাকে ডাকিয়া আর একবার কহিলেন "সিন্দুক ভাল করিয়া লাগাইয়াছেন ত? চাবিটা সাবধানে রাখিবেন।"

হরসুখ পূজার্চ্চনার জন্য গৃহমধ্যে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে জমিদার স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সিন্দুক খুলিলেন। সিন্দুক খুলিয়াই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সিন্দুকের মধ্যে এক কপর্দ্দকও নাই! চীৎকার শুনিয়া বাহিরের লোক সকলে ছুটিয়া আসিলেন হরসুখও কপালে রক্তচন্দন এবং হস্তে হরিনামের মালা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলেন।

জমিদার চীৎকার করিয়া বলিলেন "সিন্দুকে টাকা নাই।" হরসুখ বিকটতর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ। এখানে কিরূপে

চুরি হইল? আপনার চাবি কোথায়?" জমিদার চাবি দেখাইলেন; হরসুখ বলিলেন "চাবি বরাবর আপনার সঙ্গে ছিল?" জমিদার বলিলেন "হাঁ।" হরসুখ বলিলেন "তাহা হইলে অন্য লোকে কি করিয়া টাকা লইবে? কি সর্ব্বনাশ! এক আধ টাকা নয়, দশ দশ হাজার টাকা। আমি যদি বার বার সকলের সাক্ষাতে আপনাকে সাবধান না করিয়া দিতাম তাহা হইলে আজ আমিই চোর হইয়া পড়িতাম। গোপালজির কি মর্জ্জি!"

হরসুখ উপস্থিত সকলকে আবার ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা সকলে দেখিয়াছেন, আমি চাবি উহাঁর হাতে দিয়াছি এবং উনি গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে পূজার জন্য গিয়াছি—এখনো আমার পূজা সাঙ্গ হয় নাই—গোলমাল শুনিয়া মালা হাতে করিয়াই বাহিরে আসিয়াছি।" সকলেই একবাক্যে হরসুখের উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিলেন। হরসুখ বলিল "ভাগ্যে আপনারা উপস্থিত ছিলেন। আজ রামচন্দ্রজি আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। নহিলে দেখুন দেখি আজ কি সর্ব্বনাশ!"—

হরসুখ নিতান্ত কাতর হইয়া সেখানেই একখানা কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে করিতে মালাজপে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরুপায় বাবু সাহেব অনেকক্ষণ উদ্ভ্রান্তের মত বসিয়া থাকিয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরেই আবার একটি কুরঙ্গ আসিয়া স্বেচ্ছায় হরসুখের দুর্ভেদ্য "আনায়-মাঝারে" পতিত হইল।

বাবু রামরূপলাল ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের এসেসাররূপে লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ধরা পড়িবার ভয়ে তিনি এই টাকা কোন

ব্যাঙ্কে জমা দিতে বা অন্য কোন প্রকারে খাটাইতে সাহস করেন নাই। নিজের গৃহমধ্যে লৌহসিন্দুকেই তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শত্রুপক্ষ সন্ধান পাইয়া তাঁহার নামে কালেক্টর সাহেবের নিকট ক্রমাগত বে-নামি দরখাস্ত দিতে লাগিল এবং তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইল যে "খানাতল্লাসী" করিলে তাঁহার ঘরেই এই টাকার সন্ধান পাওয়া যাইবে। সংবাদ পাইয়া কলেক্টর সাহেব তাঁহার ঘরে একবার সন্ধান লইয়া দেখিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামরূপ বন্ধুমুখে এই গুপ্ত সংবাদ পাইয়া গভীর রাত্রে হরসুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শুনিয়া হরসুখ হাসিয়া বলিলেন, "এ জন্য কোন চিন্তা নাই, স্বচ্ছন্দে টাকা তাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতে পারেন। তথা হইতে টাকার কথা প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গোলমাল মিটিয়া গেলেই তাঁহার টাকা যখন ইচ্ছা, লইয়া যাইবেন।"

পুলকিত রামরূপ পর দিন গভীর রাত্রে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব হরসুখের নিকটে রাখিয়া গেলেন। একবার হরসুখের নিকট একটা রসিদ লইবার ইচ্ছা রামরূপের মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু হরসুখের সৌজন্য ও আত্মীয়তা দেখিয়া সে কথা তিনি মুখে আনিতে পারেন নাই।

পরদিন প্রত্যূষেই পুলিশ সাহেব স্বয়ং রামরূপের গৃহে "খানাতল্লাসি" করিলেন, কিন্তু টাকার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। পুলিশ সাহেব লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বৃথা কষ্ট দেওয়ার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেলেন।

শত্রুপক্ষ সন্ধান পাইয়া আবার কালেক্টর সাহেবকে জানাইল যে

রামরূপ গোপনে সমস্ত টাকা হরসুখ মাড়োয়ারীর দোকানে রাখিয়া আসিয়াছে।

সংবাদ পাইয়া সাহেব হরসুখকে ডাকাইয়া তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হরসুখ নানা কঠোর শপথ করিয়া জানাইলেন যে রামরূপের এক কপর্দ্দকও তাঁহার নিকট নাই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দোকানের খাতাপত্র দেখাইয়াও এ কথার সমর্থন করিলেন।

কাজেই বাবু রামরূপলালের গোলমাল অল্পদিনেই মিটিয়া গেল। কেবল তাঁহার অন্যত্র বদলির হুকুম আসিল।

বদলির হুকুম পাইয়া রামরূপ গোপনে হরসুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার টাকা ফেরত চাহিলেন।

হরসুখ অনেকক্ষণ গভীর বিস্ময়ের সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন "টাকা? আমিত শপথ করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট বলিয়া আসিয়াছি যে আপনার এক কপর্দ্দকও আমার নিকট নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে সাহেবকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।"

সমস্ত পৃথিবী সহসা রামরূপের চক্ষে অন্ধকার হইয়া গেল। বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া রামরূপ কাঁপিতে কাঁপিতে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন।

অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া রামরূপ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন "বাহ্‌বা কেয়া তামাসা! কাল আমীর— আজ ফকির! বাহ্‌বা কি বাহ্‌বা! কেয়া তামাসা!" উচ্চ হাস্য করিতে করিতে রামরূপ বেগে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। হরসুখ অনেকক্ষণ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া

মনে মনে বলিয়া উঠিলেন "লোকটা সত্য সত্যই পাগল হইয়া গেল না কি!"

৮

শোণিতের স্বাদমত্ত শার্দ্দূলের মত হরসুখের অর্থলালসা বাড়িয়াই চলিল। হরসুখ আপনার অন্তঃপুরের পশ্চাতে একটি অতি নিভৃত কক্ষে স্যাকরার দোকান বসাইলেন। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া দোকানে কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু কি কাজ তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না। কু-লোকে বলিত রাত্রে চোরাইমাল সামলাইয়া ফেলাই এই দোকানের উদ্দেশ্য।

কিছু দিনের মধ্যে ইমদাদ খাঁ এবং রঘুবর দয়াল নামে দুইটী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া হরসুখের সঙ্গে মিলিত হইলেন, ইমদাদ খাঁ মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইবার ক্ষমতায় এবং রঘুবর দয়াল জালিয়াতিতে জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ইহাঁদের সহায়তা লাভ করিয়া হরসুখ রায়ের উর্ব্বর মস্তিষ্কে নানা অভিসন্ধির উদয় হইতে লাগিল।

অনেকগুলি দুষ্ক্রিয়াসক্ত জমিদার এবং জমিদার-পুত্র হরসুখের নিকটে গোপনে টাকা লইতেন। কেবল হাতচিঠার উপরে নির্ভর করিয়াই ইহাঁদের টাকা দিতে হইত। সুতরাং হরসুখ ইহাঁদের নিকট হইতে শতকরা ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ লিখাইয়া লইতেন। এই সকল দুর্ম্মতি বিলাসীবৃন্দ অধিকাংশ সময়েই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতেন না। মোসাহেবেরা তাঁহাদের মত্তাবস্থাতেই সাধারণতঃ হাতচিঠা সহি করাইয়া লইত। সুতরাং কখন কত টাকা সহি করিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রায়ই চৈতন্য থাকিত না।

হরসুখ তাঁহার নবোদ্ভাবিত সুকৌশল প্রথমতঃ ইহাঁদের উপরেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরীক্ষায় আশাতীত ফল লাভ হইল।

খাঁ সাহেব ও লালাসাহেবের কর্ম্মপটুতায় অনায়াসে এক হাজার টাকার স্থলে দশহাজার টাকার ডিক্রি হইয়া গেল। হরসুখ নিজেই জমিদারি নিলামে ডাকিয়া লইলেন।

উৎসাহিত হরসুখ ক্রমেই লাভের মাত্রা বাড়াইতে লাগিলেন। এইবার তিনি একজন প্রসিদ্ধ জমিদারের উপর তিন লক্ষ টাকার হাতচিঠার উপর নালিশ দায়ের করিলেন। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। জমিদার শিবমন্দিরে শিবের মাথায় হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি হাতচিঠালিখিত টাকার মধ্যে এক কপর্দ্দকও পান নাই!

জমিদার কৃষ্ণানন্দ সিংহের তরফ হইতে মোকদ্দমার রীতিমত তদ্বির হইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উকীল ব্যারিষ্টার তাঁহার পক্ষে নিযুক্ত হইলেন।

হরসুখ কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু খাঁসাহেব ভরসা দিলেন যে এ জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নাই। হরসুখের পক্ষ হইতেও তদ্বিরের ত্রুটি হইল না। খাঁসাহেব প্রাণপণ চেষ্টায় সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনেক ইংরাজ পর্য্যন্ত সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত হইলেন। যথাসময়ে মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। চারি দিকে লোকে লোকারণ্য হইল।

সাক্ষীর এজাহার আরম্ভ হইল। হরসুখের সাক্ষীরা প্রাণপণে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল! কিন্তু কিছুক্ষণের পরেই লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ কাউন্সেলের ক্ষুরধার জেরায় ক্রমে তাহারা বিচলিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

শেষে হরসুখের জেরা আরম্ভ হইল। হরসুখ বিপন্ন হইয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে সকলেই বুঝিল এবার হরসুখের জয়ের আশা নাই।

যথা সময়ে রায় বাহির হইল। হাকিম হাতচিঠা জাল বলিয়া ধার্য্য করিলেন।

সহরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। হরসুখ সেই রাত্রেই কলি-কাতায় প্রস্থান করিলেন।

বিবাদী পক্ষ জালিয়াতির মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হরসুখ তাড়াতাড়ি আপীল দায়ের করিয়া আদালতের অনুমতিদান স্থগিত করিয়া দিলেন। কিন্তু হরসুখ আপীল দায়ের করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার আইন সংক্রান্ত পরামর্শদাতারাও কেহই তাঁহাকে আশ্বাস দিতে পারিল না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি হরসুখ কৃষ্ণানন্দের হাতে-পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে ২০,০০০ টাকা দিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া লইলেন। আপীল ডিক্রি হইয়া গেল।

৫

এই ঘটনার পর হরসুখ মহাজনি ব্যাপারে কিছু বীতরাগ হইয়া জমিদারি খরিদে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিছুকালের মধ্যেই বাবু হরসুখ রায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

ক্রমশঃ সরকারের অনুগ্রহলাভের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

হরসুখ রায় ক্রমশঃ প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। গাড়ী ঘোড়া ও মোটর খরিদ করিলেন।

এক্ষণে শ্বেতাঙ্গসেবাই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। প্রতি রবিবারে সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া ও উপহার পাঠাইয়া তিনি সকলের প্রীতি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কালেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া হরসুখকে মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ডের মেম্বর এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিয়া সম্মানিত করিলেন। হরসুখের জমিদারি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং ব্যবসায়-দক্ষ হরসুখ যাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন তাহার চতুর্গুণ প্রজাবৃন্দের নিকট হইতে শোষণ করিতে লাগিলেন। প্রজারা হাহাকার করিয়া চারিদিকে বেনামি চিঠি ও দরখাস্ত পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু বাহিরের সৌজন্য ও উদারতার ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার সমস্ত কলঙ্ককালিমা ঢাকিয়া গেল। জলের কলে, দাতব্য হাঁসপাতালে, সাহেবদের ক্লাবঘরে হরসুখ রায় প্রচুর চাঁদা দিতে লাগিলেন এবং সাধারণের জন্য ধর্ম্মশালা জলাশয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন।

হরসুখের এই অতুলনীয় বদান্যতা পুরস্কৃত করিবার জন্য কালেক্টর সাহেব গোপনে তাঁহাকে "রায় সাহেব" উপাধি দিবার জন্য গভর্ণমেণ্টে লিখিয়া পাঠাইলেন।

কালেক্টর সাহেবের অনুরোধ নিস্ফল হইল না। নব-বর্ষের শুভ প্রভাতে বাবু হরসুখ রায় "রায় সাহেবে" পরিণত হইলেন।

দরবারের দিন খেলাত দিবার সময় কমিশনার সাহেব রায় সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনার দেশপ্রসিদ্ধ সাধুতা, বদান্যতা, রাজভক্তি ও প্রজাপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া আজ গভর্ণমেণ্ট

আপনাকে এই প্রকারে সম্মানিত করিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলেন। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস আপনি আপনার অবলম্বিত সুপথে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অবিলম্বে উচ্চতর সম্মানের অধিকারী হইবেন।"

রায় সাহেব এক দিনের জন্যও এই বহুমূল্য উপদেশ বিস্মৃত হন নাই।

তিনি আপনার অবলম্বিত সুপথে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই যুগপৎ প্রীতি ও সাধুতার সাহায্যে প্রজাবৃন্দ এবং অধমর্ণবৃন্দের সমূহ সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন।

এই অতুলনীয় প্রজাপ্রীতি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে "রায় সাহেব" কবে "রাজা সাহেবে" পরিণত হন তাহারা কেবল সাশ্রুনেত্রে তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

"গরিব-পরবর"।

১

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল কঠোর সাধনা করিয়াও যখন বেচারা সৈয়দ মহম্মদ বরকতউল্লা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাইবার অধিকার লাভে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হইল তখন ভারতবর্ষীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি আস্থা রক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিল।

বরকতউল্লার পিতা মৌলভি সোভানুল্লা স্থানীয় দেওয়ানি আদালতে পেস্কারি করিয়া চুল পাকাইয়াছিলেন। সুতরাং "পান" খাওয়াইবার শক্তি সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু জেলা স্কুলের নিতান্ত "নালায়েক" বাঙ্গালী হেড মাষ্টারটা যখন বরকতকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিবার জন্য "পান খাইতেও" অস্বীকৃত হইল তখন পিতারও শিক্ষাবিভাগের উপর পুত্রের ন্যায়ই গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গেল।

পুত্রকে হাকিমের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার আশা পেস্কার সাহেবের চিত্তে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এ আশাকে উন্মুলিত করা তাঁহার পক্ষে প্রাণান্তকর বোধ হইল।

সুবিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন যে এখানকার অঙ্গহীন শিক্ষা প্রণালীর মধ্য দিয়া হাকিমি লাভ করা বরকতের পক্ষে অসম্ভব। তাহার পরিবর্ত্তে—যদি তাহাকে ব্যারিষ্টার করাইয়া আনা যায় তাহা হইলে এই উদ্দেশ্য সহজেই সুসিদ্ধ হইতে পারে। ইহাতে দশহাজার টাকা আন্দাজ খরচ। কিন্তু দশহাজার টাকা ব্যয় করিয়া মাসিক

অন্ততঃ দুইশত মুদ্রা লাভ করা নিতান্ত মন্দ কারবার নহে। বন্ধুদের উপদেশ পেস্কার সাহেবের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। বরকতও নিতান্ত জেদ্ ধরিল। বরকৎ উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার মাতামহের কিছু বিষয় পাইয়াছিল। এই বিষয় বন্ধক দিয়া পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। অবশিষ্ট অর্থ পেস্কার সাহেব তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হইতে ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ফলে সেই বৎসর মার্চ্চ মাসের প্রথমেই বরকৎ আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের চিত্তে আশা ও আনন্দ উদ্দীপ্ত করিয়া মিঃ এস, বার্কেট নাম গ্রহণ করিয়া বীরদর্পে বিলাত যাত্রা করিল। যাইবার সময় সে তাহার উন্নতির পথের চিরবিঘ্ন হেড মাষ্টারকেও এই সুসংবাদ দিয়া যাইতে বিস্মৃত হইল না।

বরকতকে ব্যারিষ্টারি পড়াইতে বৃদ্ধ সোভানউল্লার আজন্মসঞ্চিত অর্থসমষ্টি নিঃশেষিতপ্রায় হইয়া আসিলে একদিন সংবাদ আসিল যে দীর্ঘ পাঁচবৎসরের অধ্যবসায়ের ফলে বরকৎ অবশেষে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বৃদ্ধ সোভানউল্লা হৃদয়ের গর্ব্ব ও আনন্দ গোপন করিতে পারিল না। তাঁহার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেবের শুভাগমন প্রতীক্ষায় সকলে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে সংবাদ আসিল ব্যারিষ্টার সাহেব বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। সোভানউল্লা উপযুক্ত পুত্রের অভ্যর্থনার জন্য বিব্রত হইয়া উঠিলেন।

ট্রেণ আসিবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে পেস্কার সাহেবের দোস্ত নাজির সাহেব সনাথ সমস্ত পেয়াদা প্ল্যাটফর্ম্মে সারি দিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয়বৃন্দ মাল্য ও পতাকা হস্তে বিচিত্র বেশভূষা ধারণ

করিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় ব্যাণ্ড এবং রায় সাহেবের ফিটন ষ্টেশনের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ব্যারিষ্টার সাহেবের ২।৪ জন উৎসাহশীল বন্ধু তাঁহাকে আনিবার জন্য গয়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ট্রেন ষ্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা বিচিত্র বর্ণের রুমাল উড়াইয়া এবং চীৎকার করিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল। ইহা শুনিয়া প্ল্যাটফর্ম্ম-স্থিত অভ্যর্থনাকারী-সম্প্রদায় দ্বিগুণ রবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

গাড়ী ষ্টেশনে থামিল। সকলে ছুটিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবের গাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

ক্ষণমধ্যে মিঃ বার্কেট একটা সুপুষ্ট চুরুট মুখে দিয়া অবতীর্ণ হইয়া সকলের দিকে চাহিয়া সস্মিত মুখে ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গী করিলেন এবং আনন্দবিহ্বল পিতার দিকে আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। স্নেহময় পিতা দুই হস্তে পুত্রের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। চারিদিক হইতে ব্যারিষ্টার সাহেবের প্রতি মাল্য ও পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল। বাহিরে ব্যাণ্ড ঘোর রবে গর্জ্জিয়া উঠিল।

বিজয়ী বীরের ন্যায় বার্কেট পতাকাধারী সহচরবৃন্দের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ফিটনে আরোহণ করিলেন। পেস্কার সাহেব উঠিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবের সম্মুখে বিপরীত দিকে স্থান গ্রহণ করিলেন। আত্মীয় বন্ধুগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও পেস্কার সাহেবকে ভবিষ্যৎ হাকিম পুত্র-প্রবরের সঙ্গে একাসনে বসিবার "বে-আদবি" প্রদর্শনে কিছুতেই সম্মত করাইতে পারিল না।

যথাকালে হাইকোর্টে নাম লেখাইয়া আসিয়া ব্যারিষ্টার সাহেব দয়া করিয়া স্থানীয় আদালতেই ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব পোষাক পরিচ্ছদ এবং চাল-চলনে সম্পূর্ণ সাহেব হইলেও একটী বিষয়ে তাঁহার প্রশংসনীয় বিশেষত্ব দেখা গেল। তাঁহার মাতৃ-ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিল। সাহেব বারলাইব্রেরিতে প্রাণান্তেও ইংরাজী কহিতেন না। উকীল মোক্তার-দের সঙ্গেও যতদূর সম্ভব মাতৃভাষাতেই আলাপ করিতেন। উপরন্তু কেহ তাঁহাকে ইংরাজীতে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি উর্দ্দুতেই তাহার উত্তর দিয়া তাহাকে নিতান্ত লজ্জিত করিয়া দিতেন। পেস্কার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় প্রথমে কিছু কিছু যৎসামান্য কার্য্য পাইলেও ব্যারিষ্টার সাহেবের আশানুরূপ প্রতিপত্তির কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি চুরুট সেবন করিয়া অধিকাংশ সময়ই বার-লাইব্রেরিতেই কাটাইতে লাগিলেন।

আষাঢ় মাস, বেলা তিনটা হইতে ঘোরতর বর্ষণ আরম্ভ হইল। পাঁচটার সময়েও বৃষ্টি ছাড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সুতরাং বাড়ী যাইবার কোন উপায় না দেখিয়া জুনিয়ার উকীলের দল ক্রমে ক্রমে ব্যারিষ্টার সাহেবকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহাকে বিলাতের গল্প করিবার জন্য ধরিয়া বসিল।

ব্যারিষ্টার একটি নূতন চুরুট ধরাইয়া বন্ধুবর্গের কৌতূহল-নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

নানা বিষয়ের গল্প চলিতে লাগিল। আষাঢ়ের স্নিগ্ধ বাতাসে দেখিতে দেখিতে ব্যারিষ্টার সাহেবের "মনের কবাট" খুলিয়া গেল। তিনি ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এতক্ষণ মাতৃ-

ভাষাতেই গল্প চলিতেছিল. কিন্তু আত্মবিস্মৃত ব্যারিষ্টার সাহেব ক্রমশঃ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। কথা কহিতে কহিতে ইংলণ্ডে দ্রব্যাদির দুর্মূল্যতার কথা আসিয়া পড়িল।

দাস-দাসীর দুর্মূল্যতা সম্বন্ধেও কথা উঠিল। ব্যারিষ্টার সাহেব উচ্ছ্বাসের মুখে বলিয়া ফেলিলেন ঃ—

"England is very costive, you know. Here, you can get a maid servent for Rs 2 per menses (mensem ?) or Rs. 24 per anus (annum ?) but there you can't get for ten times as much. It is an aristocratic country.

সহসা গল্পের রসভঙ্গ হইল। নবীন উকীলের দল চীৎকার করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল। ব্যারিষ্টার সাহেব অপ্রস্তুত হইয়া তখনি আপনার বক্তব্য উর্দ্দুতে অনুবাদ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। উকীলের দল দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বিকট কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিল। অগত্যা ব্যারিষ্টার সাহেবকে যষ্টি-হস্তে সেই প্রবল বর্ষার মধ্যেই দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতে হইল। অতঃপর ইংরাজী বলা সম্বন্ধে ব্যারিষ্টার সাহেব আরও সংযত হইলেন। বহুকাল আর কেহ তাঁহার মুখে একটীও পুরা ইংরাজী বাক্য শুনিল না।

কিন্তু অবশেষে আবার একদিন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ব্রত ভঙ্গ করিতে হইল!

স্থানীয় সদরালা সাহেবের বদলি উপলক্ষে বার-লাইব্রেরির পক্ষ হইতে-বিদায় উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। বিদায়সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিছু কিছু বক্তৃতা করিবার কথা উঠিল। এই প্রসঙ্গে ব্যারিষ্টার সাহেবকে কিছু বলিবার জন্য সকলেই ধরিয়া বসিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইলেন।

ক্রমে বিদায়ের দিন উপস্থিত হইল। ব্যারিষ্টার সাহেব সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তুমুল করতালির মধ্যে সদরালা সাহেব আসন গ্রহণ করিবামাত্র, বরকৎউল্লা দুই পকেটে হাত দিয়া বীরদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দাঁড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত অভ্যস্ত বিদ্যা যেন উলট পালট হইয়া গেল।

তিনি ২।৩ বার রুমালে মুখ মুছিয়া এবং কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—"In the name of my legal brethren and all the seekers-in-law I am sorrow—I am sorrow—I am sorrow" ব্যারিষ্টার সাহেব গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিয়া মুহুর্মুহু রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। তাহার স্মরণশক্তি নিতান্ত অবাধ্য স্ত্রীর মত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পশ্চাৎ হইতে জুনিয়ারের দল চীৎকার করিতে লাগিল "yes, very nice, go on go on!" বিপন্ন ব্যারিষ্টার সাহেব চারিদিক হইতে তাড়া খাইয়া অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন "I bid adieu to your departed soul."

ব্যাপারটা ক্রমেই অত্যন্ত হাস্যকর হইতেছে দেখিয়া সিনিয়ারের বিব্রত হইয়া মহাশব্দে হাততালি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবং এই গোলযোগের মধ্যে কে একজন পশ্চাৎ হইতে জামা ধরিয়া টানিয়া জোর করিয়া ব্যারিষ্টার সাহেবকে বসাইয়া দিলেন।

অপদস্থ ব্যারিষ্টার সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়াই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর কিছুকাল ধরিয়া আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

বহুদিন পরে ব্যারিষ্টার সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এবার গভীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ব্যারিষ্টার সাহেব দ্বিতীয় আলি-ইমাম বা হাসান ইমাম হইবার আশা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অতঃপর হাকিমির সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

বহু চেষ্টায় তিনি হাইকোর্টে গিয়া মুন্সেফির জন্য নাম লেখাইয়া আসিয়াছিলেন এবং একান্ত চিত্তে আপনাকে সেই পদের উপযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। আর তাঁহার গল্প করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রবৃত্তি ছিল না, এবং যে-সে জুনিয়ার উকীলের সঙ্গে মেলামেশা করাও আর তিনি পছন্দ করিতেন না।

এক্ষণে তিনি আইন-জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানের উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার পকেটে একখানি অভিধান থাকিত। এবং তিনি যাহা পাইতেন—খবরের কাগজ হইতে আইনের পুঁথি পর্য্যন্ত—সমস্তই দাগ দিয়া অর্থ করিয়া পড়িতেন। যদি কোন বিষয়ের অর্থগ্রহণ নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইত, তাহা হইলে কোন সময়ে গোপনে লাইব্রেরিয়ানের নিকট হইতে তাহার অর্থ বুঝিয়া লইতেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে অজ্ঞাতবাসের একবৎসর কাটিয়া গেল দ্বিতীয় বর্ষে ব্যারিষ্টার সাহেব স্থানীয় আদালতেই এক মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে দ্বিতীয় মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হইলেন। আদালতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

এত দিনের কঠোর সাধনা আজ সহসা ফলবতী হইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। হাকিম সাহেব এজলাসে বসিয়াই প্রাচীন রীতির আমূল পরিবর্ত্তনের আজ্ঞা প্রচার করিলেন। চাপরাসী ও

কর্ম্মচারিবৃন্দ বিব্রত হইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বৃদ্ধ সেরিস্তাদার ব্যাপার দেখিয়া একমাসের ছুটির জন্য আবেদন করিলেন।

এজলাসকে সম্পূর্ণ দুরস্ত করিয়া লইয়া হাকিম সাহেব সাধারণের উপকারের জন্য নিম্নলিখিত দশাজ্ঞা প্রচারিত করিলেন। বড় বড় অক্ষরে আদালতের ভিতরে ও বাহিরে এই আদেশ সুলিখিত হইল।

১। Do not cough (কাসিও না)।

২। Do not sneeze (হাঁচিও না)।

৩। Do not belch (ঢেকুর তুলিওনা)।

৪। Do not spit (থুতু ফেলিও না)।

৫। Do not chew betel (পান চিবাইও না)।

৬। Do not part your hair in the middle (মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটিও না)।

৭। Do not bring umbrellas (ছাতা আনিও না)।

৮। Do not wear shoes that crack (মচ মচ শব্দকারী জুতা পরিও না)।

৯। Do not twist your moustache (গোঁফে তা দিও না)।

১০। Do not disturb the dignity of the court (আদালতের গৌরব-হানি করিও না)।

দুই দিনের মধ্যেই পেয়াদা হইতে উকীল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

প্রথম দিনেই একটা মোকদ্দমার ডাক পড়িল। পেস্কার বলিল

"মোকদ্দমাটা নূতন, ইহাতে দুই পক্ষ হইতেই মুলতুবির দরখাস্ত পড়িয়াছে।"

হাকিম বলিলেন আমার নিকট নূতন পুরাতন নাই সকলেই সমান। order sheet দাও।

পেস্কার অর্ডারসিট—আগাইয়া দিলেন। হাকিম দ্রুতবেগে লিখিয়া ফেলিলেন। Petition rejected. I can not allow the sword of Sophocles to hang, for ever, on the head of the parties. Ordersheet পড়িয়া দেখিয়া বাঙালী পেস্কার একবার ভয়ে ভয়ে বলিল হুজুর কথাটা Sword of Damocles হইবে না? হাকিম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন You Bengalis are very impertinent. You teach me English? I have got superior education; বে-আদব পেস্কারের তৎক্ষণাৎ পাঁচটাকা জরিমানা হইয়া গেল। উকীলরা আদালতে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে সমস্ত মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। হাকিম বলিলেন I wait for none. I am not any body's servant!

বহুকষ্টে একমাস কাটিয়া গেল। ব্যারিষ্টার সাহেব হাকিমির সাধনায় কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছেন তাহা এই অল্প দিনের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিলেন।

বৃদ্ধ সোভানুল্লা পুত্রের অমিত বিক্রম দেখিয়া আনন্দাশ্রু গোপন করিতে পারিলেন না।

৮

দুই বৎসর কাল অস্থায়িভাবে কার্য্য করার পর হাকিম সাহেব স্বপদে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

এক্ষণে তাঁহার প্রতাপ দুঃসহ হইয়া উঠিল। মুন্সেফ সাহেব হাকিমি আরম্ভ করিয়া পর্য্যন্ত একদিনও ইংরাজী ও আইন বিদ্যার অনুশীলনে অবহেলা করেন নাই। সুতরাং এতদিনের পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে তাঁহার উভয় বিষয়েই অধিকার প্রায় অসাধারণতায় উপনীত হইয়াছিল।

আদালতের উকীল এবং মক্কেলগণ নবাগত হাকিমের এই অপ্রত্যাশিত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

প্রথমদিনেই উকীলেরা দেখিল হাকিমের জবানবন্দি লিখিবার দক্ষতা অসাধারণ। সাক্ষী এজাহারে বলিল, "আমার শ্বশুর বাড়ী হইতে ফিরিবার পথে দেখিলাম প্রচুর সার দেওয়ায় বিবাদীর জমিতে প্রচুর গোধুম জন্মিয়াছে।"

হাকিম দ্বিধামাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ লিখিয়া ফেলিলেন on my return from my home-in-law I saw by application of manœuvre (manure ?) spontaneous growth of the Gahum-tree দেখিয়া উকিলেরা নীরবে মস্তকে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

আইন-জ্ঞান সম্বন্ধেও মুন্সেফ সাহেবের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখা গেল। একদিন একটা তামাদির প্রশ্ন লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। বিবাদীর উকীল বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে তামাদি আইনের মতে Gregorian calender অনুসারেই তামাদির হিসাব করিবার নিয়ম। এবং সে হিসাবে এ মোকদ্দমা চলিতে পারে না। বাদীর উকীল একটা মলমাসের সুযোগ পাইয়া বুঝাইতেছিলেন "হুজুর আমরা সকলেই Indian, Gregorian হিসাবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি ?

হিন্দী হিসাবই আমাদের একমাত্র আলোচ্য এবং সে হিসাব অনুসারে মোকদ্দমা তামাদি হয় না।"

হাকিম ক্ষণকাল উভয়ের তর্ক বিতর্ক শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "Who is Gregorian ? I don't care a topence for your Gregorian. Keep your tricks for others who do not know. I am a hard nut to crack." হাকিম হিন্দী মতের হিসাবই গ্রাহ্য করিলেন। শুনিয়া বিবাদীর উকিল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বাদীর উকীল মৃদুস্বরে "A Daniel come to Judgment !" বলিতে বলিতে সহাস্যমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর একটা মোকদ্দমা "পেস্" হইল। বিবাদী পক্ষের উকীল উঠিয়া বলিলেন "এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার একটি Preliminary objection আছে। এই মোকদ্দমার আর্জ্জিতে বিবাদী জমির যে মূল্য দেওয়া হইয়াছে, জমির প্রকৃত মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং This court has no jurisdiction to try this suit."

শুনিয়া হাকিম সহসা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "What ! I have no jurisdiction ? I have been placed here by the Hon'ble High Court of Judicature at Fort William in Bengal. You have the audacity to question my authority ! I shall show you my jurisdiction." উকীল করুণ স্বরে বলিলেন "I meant pecuniary jurisdiction, Sir." ইহাতে আরও বিপরীত ফল হইল। হাকিম অধিকতর

উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন :—What ? Pecuniary jurisdiction ? Do you mean to say that I am a pauper ? I can purchase many pleaders like you" তৎক্ষণাৎ চাপরাসীর উপর হুকুম হইল "চাপরাশি, উকীল বাবুকো দেওয়ালকে পাশ্ খাড়া কর দেও।" চাপরাসি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল। উকীল সাহেব অধোমুখে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অবস্থা দেখিয়া অন্যান্য উকীলেরা দ্রুতপদে এজলাস পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

এক ঘণ্টা পরে হাকিম অপরাধী উকীলকে সম্মুখে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "Now, are you convinced of my jurisdiction ?" উকীল ম্লান মুখে উত্তর করিলেন "Yes, your honour." হাকিম প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "You can go Never question the authority of the court again."

৩

শুক্ল পক্ষের শশিকালার ন্যায় দিনে দিনে হাকিম সাহেবের কীর্ত্তি-কাহিনী বিস্তার লাভ করিতে লাগিল।

জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাকিম সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করিলেন।

পুরাতন মোকদ্দমা জমিয়া গেলেই তিনি সহসা এক দিন ১০টার সময়ে আদালতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত পুরাতন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিতেন। সুতরাং তাঁহার কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের যথেষ্ট বিশ্বাস জন্মিয়াছিল এবং তিনি ধীরে ধীরে ক্রমেই উন্নতির

সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন। একবার কেবল কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে কিছু বিচলিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলে সহজেই সেই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন।

একবার কিছু দিনের জন্য একজন জবরদস্ত ইংরাজ জেলার জজ হইয়া আসিলেন। একটা জটিল মোকদ্দমা কিছুদিন পূর্ব্বে মুন্সেফ সাহেবের এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিল। এই মোকদ্দমায় হাকিম সাহেব তাঁহার আইন ও ইংরাজি জ্ঞানের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমা আপীলে জজ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইল। জজ সাহেব বার বার মোকদ্দমার কাগজ পত্র পড়িয়া কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। "রায়" পড়িতে পড়িতে ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "Who is this fool of a Munsif? I can not make out head or tail of what he has written."

Appellantএর উকীল বিদ্রূপের সুরে বলিলেন "He is a Barrister Munsif, Sir."

সাহেব চটিয়া বলিলেন "Is this the English that he has learned in England! His peshkar could have written better English."

সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া হাকিমের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং হাইকোর্টে তাঁহার নামে রিপোর্ট করিলেন। হাইকোর্ট মুন্সেফ সাহেবকে রায় লেখা সম্বন্ধে অধিকতর সাবধান হইতে আদেশ করিলেন।

ইংরাজী জ্ঞান সম্বন্ধে জজ সাহেব এবং হাইকোর্টের এইরূপ

শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া হাকিম সাহেবের চিত্তে নিতান্ত বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। তিনি অতঃপর পেস্কারকে সাক্ষীর এজাহার তর্জ্জমা করিয়া বলিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং উভয় পক্ষের উকীলকে আপনাপন argument লিখিয়া দাখিল করিবার হুকুম জারি করিলেন।

অতঃপর হাকিম সাহেব যে পক্ষের argument পছন্দ করিতেন সেই পক্ষের argument রায়ে অবিকল নকল করিয়া দিতেন।

কুলোকে বলে এই সঙ্গে হাকিম সাহেব আত্মবুদ্ধির ও এক প্রকার সুকৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন: Argumentএর গুরুত্ব এই সদুপায়ে অতি সহজেই নির্দ্ধারিত হইত!

ভিখারী মণ্ডর

১

অল্প বয়সে ভিখারী মণ্ডর পিতৃহীন হইয়াছিল। তাহার পিতার কিছু জমি জমা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাহার হিতৈষী জ্ঞাতিবৃন্দ অল্প দিনের মধ্যেই ভিখারীকে সে সকল উপসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাহার জননীরও মৃত্যু হইল। সুতরাং ভিখারীর সংসারবন্ধন আর কিছুই রহিল না। এই সময়ে ভিখারীর বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র। নিরুপায় ভিখারী উদরান্নের জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্রামের জ্ঞানীবৃন্দ সকলেই তাহাকে বহুমূল্য উপদেশ দিলেন কিন্তু এককণা "দানা" দিয়া তাহাকে সাহায্য করিলেন না।

এই সময়ে গ্রামে সরকারের পক্ষ হইতে জরিপের কাজ আরম্ভ হইল। বিস্তর আমীন সাহেব এই উপলক্ষে গ্রামে আসিয়া বাসা করিলেন। ভিখারী একজনের ভৃত্যের কার্য্য গ্রহণ করিল। সেই দিন হইতে সে আমীন সাহেবের সহচর হইয়া নানা দেশ বিদেশে ঘুরিতে লাগিল। আমীন সাহেব কিছু দিন পরে তাহাকে "টিণ্ডালের" কাজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন। ভিখারী মাসে ১৪।১৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

প্রায় দশ বৎসর কাল এই প্রকারে দেশে দেশে ঘুরিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া একদিন ভিখারীর দেশে ফিরিবার ইচ্ছা হইল। ভিখারী দেশে আসিয়া দেখিল সম্পত্তির মধ্যে তাহার পৈতৃক বাস ভূমির ভগ্নস্তূপ মাত্র পড়িয়া আছে।

কিন্তু এবারে ভিখারীর আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। সকলেই শুনিয়াছিল যে ভিখারী জরিপের কাজে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী আসিয়াছে। সুতরাং সকলেই অযাচিতভাবে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাপ্রকারে উপদেশ ও উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহাদের আগ্রহ ও উৎসাহে ভিখারী স্থায়ী ভাবে গ্রামে বাস করাই সঙ্গত বলিয়া স্থির করিল। বহুদিন অস্থায়ী ভাবে জীবন যাপন করিয়া সে একটু শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প দিনের মধ্যেই পৈতৃক বাসস্থানের ভগ্নস্তুপের উপর ভিখারীর নবগৃহ নির্ম্মিত হইল। স্বজাতি ও কুটুম্ববৃন্দ দয়া করিয়া তাহার গৃহে "দহি-চুড়া" এবং "মাস-ভাত" আহার করিয়া তাহার গৃহ প্রবেশকে গৌরবান্বিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু কেবল গৃহ হইলে চলে না। অন্নসংস্থানের একটা উপায় না হইলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সামান্য পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইলে কত দিন!

ভিখারী এ বিষয়ে জ্ঞানীবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করিল। সকলে এক বাক্যে বলিলেন "উত্তিম খেতি, মধ্যিম কাম"—জীবনোপায়ের পক্ষে কৃষি কার্য্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সুতরাং জমিদারের "পাটোয়ারি" সাহেবকে ধরিয়া কিছু ভূমি সংগ্রহ করাই সুযুক্তি। একথা ভিখারীর সমীচীন বলিয়াই মনে হইল। সুতরাং শুভদিন দেখিয়া সে গ্রামের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান হোরিল সাহু, কুতুহল রায় এবং মুন্সী দামড়ি লালকে সঙ্গে লইয়া পাটোয়ারী সাহেবের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম-প্রান্ত-বর্ত্তী অর্দ্ধভগ্ন চালা-ঘরের মৃত্তিকানির্ম্মিত বারান্দায় একখানি জীর্ণ কম্বল বিছাইয়া পার্শ্বে স্তুপাকার খাতা পত্র রাখিয়া

জমিদারের প্রবীণ পাটোয়ারী মুন্সী বজরঙ্গি লাল কার্য্যারম্ভের উদ্দেশে মলিনবস্ত্রপ্রান্তসাহায্যে আপনার ভগ্নদণ্ড চশমা খানির স্বচ্ছতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ভিখারী সদলে উপস্থিত হইয়া পাটোয়ারি সাহেবকে ভক্তি ভরে অভিবাদন করিল। পাটোয়ারি সাহেব আপনার শুভ্র দন্তরাজি ঈষৎ মুক্ত করিয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন।

মুন্সী দামড়ি লালের সঙ্গে পাটোয়ারি সাহেবের পূর্ব্বপরিচয় ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া পাটোয়ারি সাহেব অধিকতর হৃষ্ট হইয়া কহিলেন "আইয়ে আইয়ে মুন্সীজি! কেয়া খবর?" দামড়ি লাল দুই হস্ত সঘনে নাড়া দিয়া এবং দন্তরাজি আমূল বিকশিত করিয়া বলিলেন "খবর আর কেয়া? আপসে জারা মুলাকাৎ!" "বহুৎ আচ্ছা বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। বৈঠিয়ে সব।"

সকলে ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। ভিখারী কিছু দূরে মৃত্তিকার উপর উপবেশন করিয়া করজোড় করিয়া রহিল। ভাণ্ডারী পুনীত মণ্ডর এতগুলি ভদ্রজনের সমাগম দেখিয়া তামাকু সাজিয়া কলিকাটি পাটায়ারি সাহেবের গড়গড়ার উপর বসাইয়া দিয়া গেল। পাটোয়ারি সাহেব পুলকিত হইয়া ধুম পানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুক্ষণ নিমীলিত নেত্রে ধুম পান করিয়া দামড়ি লালের দিকে নজরটি ফিরাইয়া দিয়া পাটোয়ারি কহিলেন "হাঁ, আব্ তো কহিয়ে মুন্সীজি।" মুন্সীজির তখন আর অবসর ছিল না। তাম্রকুটধুমের মধুর মোহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হোরিল সাহু অগ্রসর হইয়া কহিল—"হুজুরকো খেয়াল হোগা রহিমপুরমে এক পুরাণা রাইয়ত থা—জোরাবর মণ্ডর—।" পাটো-

য়ারিজি বলিলেন "হাঁ—হাঁ—জোয়াবর—বড়া সাচ্চা আদ্মি থা। বহুৎ জমানা কি—বাৎ হুয়ি।" কুতুহল রায় বলিলেন "এই ভিখারী উসিকা লড়ক।।"—পাটোয়ারি বলিলেন "বাহ্‌বা কেয়া খুসী কি বাৎ—আজ কাল কাঁহা রহতা ভিখারী?"

তখন সকলে মিলিয়া ভিখারীর সমস্ত বিবরণ পাটোয়ারি সাহেবের গোচর করিয়া তাঁহাদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। ভিখারীর পিতার জমিজমা সমস্তই নিলাম হইয়া গিয়াছে। ভিখারী আবার গ্রামে বাস করিতে চায়—সেই উদ্দেশ্যে সে একখানি বাড়ীও করিয়াছে কিন্তু কেবল হাওয়া খাইয়াত প্রাণ রক্ষা হয় না। কিছু জমি না হইলে তাহার গুজরাণ হয় কিরূপে? সুতরাং পাটোয়ারী সাহেবকে তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে হইবে।

মুন্সী দামড়ী লালের ঈশারা পাইয়া এই সময়ে ভিখারী অগ্রসর হইয়া পাটোয়ারি সাহেবের সম্মুখে দুইটি টাকা রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া করজোড় করিয়া উপবেশন করিল। পাটোয়ারি সাহেব প্রসন্ন হইয়া মুন্সী দামড়ী লালের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ভিখারী কত জমি চায়?" দামড়ি লাল বলিলেন "দশ বিঘা হইলেই তাহার চলিয়া যাইতে পারে।" "দশ বিঘা!" বলিয়া পাটোয়ারি সাহেব ক্ষণকাল গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু চতুর হাস্য করিয়া বলিলেন "এক জায়গায় আছে কিছু জমি—কিন্তু তাহাতে নগ্‌দি বন্দোবস্ত হইবে না—ভাউলি বন্দোবস্ত হইতে পারে। তবে জমি যাহার নাম—"নেহাইৎ উম্‌দা।" বিঘায় ৪০ মণ ফসল ত ধরা কথা।"

হোরিল সাহু বলিলেন "ভিখারীও ত তাহাই চায়। সে নূতন

চাষ আরম্ভ করিবে। তাহার পক্ষে "ভাউলি" বন্দোবস্তই ত ভাল।"

পাটোয়ারী বলিলেন এই জমির বিস্তর "গাহক" প্রতি দিন আসিতেছে কিন্তু আমি আজও কাহাকেও কথা দিই নাই—এ সকল জমি বুঝিতেই ত পারিতেছেন।"

মুন্সী দামড়ি লাল চক্ষু টিপিয়া বলিলেন "সে জন্য চিন্তা নাই—ভিখারী আপনার খাতির করিতে ত্রুটী করিবে না।" "আহা-হা তাহা হইলেই হইল। এই পুনীত। মুন্সাজিকো তামাকু দেও।"

অনেক কথা বার্ত্তা, হাস্য পরিহাস. তর্ক বিতর্কের পর ভিখারীর জমির বন্দোবস্ত হইয়া গেল

সে সপ্তাহান্তে আসিয়া পাটোয়ারি সাহেবকে রীতিমত সেলামি দিয়া কবুলতি লিখিয়া জমির দখল লইল। হিতৈষী বন্ধুবৃন্দের পান ভোজনেও তাহার অল্প ব্যয় হইল না।

২

জীবিকার সুব্যবস্থা করিয়া বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে ভিখারী নিকট-বর্ত্তী গ্রামের ৺রামরূপ মণ্ডরের সুন্দরী বিধবা কন্যা বুধিয়াকে বিবাহ করিল। বুধিয়া শৈশবেই বিধবা হইয়াছিল এক্ষণে তাহার বয়স পঞ্চদশের নিম্নে নহে।

পিতার মৃত্যুর পর অতিকষ্টে বুধিয়ার ও তাহার দারিদ্র্য জননীর ভরণ পোষণ চলিতেছিল। সুতরাং বিবাহের পরেই বুধিয়া স্বামী গৃহে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল।

ভিখারীর গৃহে উপযুক্ত অন্নব্যঞ্জন পাইয়া বুধিয়ার সুপ্ত যৌবন

সহসা জাগিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে বসন্তাগমে কুসুমিতা লতিকার পূর্ণ সৌন্দর্য্যে তাহাকে বিভূষিত করিয়া দিল।

ভিখারী সুন্দরী পত্নীর মুখ চাহিয়া প্রাণপণে কৃষি কার্য্যে পরিশ্রম করিতে লাগিল। ফলে তাহার ক্ষেত্রগুলি সুপুষ্ট সুদীর্ঘ শস্যগুচ্ছে অনেকেরই হিংসার স্থল হইয়া উঠিল। প্রভাতবায়ুকম্পিত এই শস্য-সম্ভার দেখিতে দেখিতে ভিখারীর চিত্তে কত যে সুখস্বপ্ন ভাসিয়া উঠিতে লাগিল কে তাহার ইয়ত্তা করিবে!

ফসল পরিপক্ক হইলে ভিখারী ও বুধিয়া দুইজনে মিলিয়া বহুযত্নে "খলিহান" প্রস্তুত করিল। তাহার পর উভয়ে মিলিয়া শস্য কাটিয়া তথায় বহন করিয়া আনিল। শস্যের পরিমাণ দেখিয়া উভয়েরই চিত্ত আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই সময়ে জমিদারের পক্ষ হইতে ফসলের ভাগ লইবার জন্য তহশিলদার সাহেব সদলে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। একে একে সকল "বাটাইদারে"র শস্যের ওজন হইতে লাগিল। "কয়াল" এবং সিপাহীরা তহশিলদার সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং রাত্রে কেহ গোপনে ফসল সরাইয়া ফেলিতে না পারে সেজন্য পাহারা নিযুক্ত হইল।

অবশেষে একদিন প্রত্যুষে সানুচর তহশিলদার সাহেব ভিখারীর "খলিহানে" পদার্পণ করিলেন। ভিখারীর শস্যস্তূপ দেখিয়া তিনি যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শস্যের ওজন হইতে লাগিল। দেখা গেল ভিখারীর ক্ষেত্রে বিঘায় ১০ মণ করিয়া ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত ফসলের ওজন ১০০ শত মণ দাঁড়াইল।

এইবার শস্য বণ্টনের পালা। জমিদারের অংশের ওজন হইতে

লাগিল। ভিখারী দেখিল কয়াল প্রতি বারেই অধিক করিয়া শস্য মাপিয়া লইতেছে। সে দুই একবার ক্ষীণ ভাবে আপত্তি জানাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পেয়াদাদের ধমকে তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। জমিদারের অংশের ওজন হইয়া গেলে তহশিলদার সাহেবের অংশ, কয়ালের অংশ এবং পেয়াদার অংশের ওজন আরম্ভ হইল। ভিখারী সভয়ে দেখিল তাহার অংশে ২৫ মণ শস্যও থাকে না। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার বুকের রক্তের মত এই ফসল গুলির অন্যায় অপহরণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে বলিল "কবুলতিতে কেবল জমিদারের অংশ দিবার কথা; অন্য কাহাকেও কিছু দিবার ত সর্ত্ত নাই।"

শুনিয়া তহশিলদার সাহেব উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। "আরে ইয়ে বিলায়েৎ সে আয়া কেয়া? কেয়া জি রঘুবীর মণ্ডল তুমতো সব সে পুরাণা রাইয়ৎ হো, কহো কেয়া দস্তুর হায়।"

রঘুবীর কর জোড়ে গদগদ ভাষায় বলিল "হুজুর যো কিয়া ওহি সব দিন সে দস্তুর চলা আতা হায়। হুজুরকা হিস্সা, কয়ালকা হিস্সা, পেয়াদাকা হিস্সা—ইয়ে তো জরুরি চাহিয়ে!" তহশিলদার ভিখারীর দিকে, সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "কেয়ারে? কেয়া বোল্‌তা?"

ভিখারী বলিল গরিবের প্রতি এ বড় অত্যাচার। সে একবার মালিকের কাছে আবেদন না করিয়া ইহাতে সম্মত হইবে না। তহশিলদার ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা। লোচন সিং, ইস্‌কো মালিককো পাশ্ ভেজ দেও।" তহশিলদার সাহেব দেওয়ান জির নামে কি লিখিয়া দিলেন। লোচন সিং জোর করিয়া ভিখারীকে মালিকের নিকট ধরিয়া লইয়া চলিল।

৩

মালিকের কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। বিবাহের আর ৭ দিন মাত্র বাকি। তাই চারিদিকে "বেগার" ধরা হইতেছিল। তহশিলদার সাহেবের প্রতি এই কার্য্যের ভার ছিল। তহশিলদার সাহেব এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন।

ভিখারী দেখিল সে মালিকের কাছে আবেদন করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই। তাহাকে বেগার ধরিয়া পাঠানো হইয়াছে।

সে একবার দেওয়ানজির নিকট করুণ ভাবে আপনার দুঃখ নিবেদন করিবার চেষ্টা করিল। দেওয়ানজি কহিলেন "উসব বাত পিছে শুনা যায় গা। আভি যাও ত আউর তিন আদমিকা সাথ হাসন পুর। উহাঁসে সামিয়ানা লে আও।" বেচারা ভিখারী শূন্যোদরে চারি ক্রোশ দূরে হাসনপুর প্রেরিত হইল। অপরাহ্নে তাহারা ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধায় তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল : কিন্তু কে কাহার সংবাদ লয়! বহু সাধাসাধনার পর কোথাও গালি কোথাও ধমক খাইয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময়ে সে এক ভাণ্ডারীর অনুগ্রহে অর্দ্ধসের "চুড়া" সংগ্রহ করিল : তাহাই চিবাইয়া এক লোটা জল খাইয়া কাছারীর সম্মুখস্থ এক বটবৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইল।

কিন্তু এ সুখও বিধাতা সহ্য করিলেন না। শেষ রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় তাহাদের কাপড় চোপড় সমস্ত ভিজিয়া গেল।

প্রাতঃকালে ভিখারী দেওয়ানজির নিকট নিবেদন করিল যে তাহাকে এক বেলার জন্য ছুটি দেওয়া হউক সে বাড়ী গিয়া বস্ত্রাদি লইয়া আসিবে। শুনিয়া দেওয়ানজি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "ইয়ে শালে তো বড়া সওখিন দেখতে হেঁ। এক হাত কাঁকড়ি, নও হাত বিয়া!"

সালে কো কাপড়া চাহিয়ে, বিছৌনা চাহিয়ে, দোশালা চাহিয়ে, পালঙ্গি চাহিয়ে।—রতন সিং! নদী কিনারে যো লকৃড়ি পড়া হায়, সালে সে ফাড়োয়া তো লেও। ফলে বেচারা স্তপাকার কাষ্ঠ ছেদনে নিযুক্ত হইল। অপরাহ্নে অর্দ্ধ সের খেসারির ছাতু তাহার পুরস্কার মিলিল।

এইরূপে সপ্তাহ কাল ভূতের মত পরিশ্রম করিয়া অবিশ্রাম গালি, লাথি ও জুতা সহ্য করিয়া মরণাপন্ন অবস্থায় সে গৃহে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই ক্রন্দনরতা বুধিয়ার মুখে শুনিল পূর্ব্বরাত্রে তহশিলদারের লোক তাহার সমস্ত ফসল লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। খলিহানে আর ২।৪ মণ ফসল মাত্র পড়িয়া আছে। ভিখারী কোন প্রকারে জঠর জ্বালা নিবারণ করিয়াই থানায় এত্তালা দিতে ছুটিল। হতভাগ্যের ধারণা ছিল যে জমিদারের নিকটে বিচার না পাইলেও "সরকার বাহাদুরের দরবারে" তাহার অভিযোগ উপেক্ষিত হইবে না।

সুতরাং সে কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে দারোগা সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার অভিযোগ নিবেদন করিতে আরম্ভ করিল।

দারোগা সাহেব তখন আলবোলা হইতে সুরভি ধুমপান করিতে করিতে দুইজন বন্ধুর সঙ্গে খোসগল্প করিতেছিলেন। বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আরে ইয়ে কোন্ বেহুদা হায় সুমরণ সিং? ইসকো জমাদার সাহেবকে পাশ লে যাও।" সুমরণ সিং কঠিন হস্তে তাহার গ্রীবাধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা পালন করিল।

জমাদার সাহেব খাতাপত্র লইয়া তাকিয়া হেলান দিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। সুমরণ সিং ভিখারীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া ধমক দিয়া বলিল "আব বোল কেয়া বোলতা।"

ভিখারী আবার নিজের অভিযোগ পুনরুক্ত করিবার চেষ্টা করিল। জমাদার সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন "কেয়া রে নালিশ করনে আয়া ? নজরানা কাঁহা ?" ভিখারী জানাইল তাহার কাছে কিছুই নাই। জমাদার হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন : "হিয়াঁ তফরি করনে আয়া সালে ? তোরা বাপকো কোঈ নোকর হায় ? ইসকো ঠাণ্ডা গারদমে লে যাও সুমরণ সিং।"

বিস্তর লাঞ্ছনা ও প্রহার পরিপাক করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী আসিয়া দারোগা সাহেব প্রভৃতিকে পান খাইতে দশটি টাকা দিয়া সে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করার গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

এ কথা তহশিলদার সাহেবের কাণে উঠিতে বাকি রহিল না। সামান্য প্রজার এত বড় বে-আদবি! ইহার উপযুক্ত শাসন না হইলে গ্রামে প্রজাদের বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তহশিলদার সাহেব এই ভীষণ কণ্টক বৃক্ষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

৪

মাসান্তে আদালতের শমন পাইয়া ভিখারী জানিল যে তাহার উপর বাকি খাজানার নালিশ হইয়াছে। নালিশে জমিদারের অংশে ১০০ মণ "গেহুম" ধরা হইয়াছে। এবং তাহার মূল্য ধরা হইয়াছে চারি শত টাকা। সমন পাইয়া ভিখারীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সে গ্রামের সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

সকলেই বলিলেন "বাস্তবিক এ বড়ই অত্যাচার!" কিন্তু কেহই প্রবল প্রতাপ তহশিলদারের শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করিলেন না।

অগত্যা ভিখারী একবার আদালতের সুবিচার পরীক্ষা করিবার দুরাশা লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু কোথায় কি করিতে হয় সে কিছুই জানে না। সে অকুল জনারণ্যে সে কোনই কুল দেখিতে পাইল না। সুতরাং অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে অবশেষে হতাশ হইয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে এক সম্ভ্রান্তমূর্ত্তি শুভ্রশ্মশ্রু মুসলমান তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন সে এখানে বসিয়া কেন? তাহার কোন মোকদ্দমা আছে কি? বনান্ধকারে ক্ষীণ আলোকরেখা দেখিয়া সে সাগ্রহে তাহার সমনখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে সমর্পণ করিল। বৃদ্ধ সমনখানি পাঠ করিয়া বলিলেন আজই ইহার তারিখ। এখনি ত কিছু উপায় করিতে হইবে। এ মোকদ্দমা যে মিথ্যা তাহা তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিতেছি। হায় হায় বড় লোকেরা এইরূপ করিয়াই গরীবের সর্ব্বনাশ করে!" বৃদ্ধের সহানুভূতি দেখিয়া ভিখারীর হৃদয় গলিয়া গেল। সে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া বলিল "হুজুর যদি রক্ষা করেন তবেই গরীব রক্ষা পায়, নইলে গরীব মারা যাইতে বসিয়াছে।" বৃদ্ধ স্নেহবাক্যে বলিলে "সে আমি তোমার মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি। যাহা হউক যখন তুমি আমার নিকট আসিয়া পড়িয়াছ তখন আর তোমার কোন চিন্তা নাই। আদালতে সকলেই আমার দোস্ত। তোমার মোকদ্দমা চুটকিতেই উড়াইয়া দিব। তবে আদালতের ব্যাপার কিছু খরচ না করিলে ত হইবে না। আমার নিকট যদি টাকা থাকিত"—

ভিখারী বাধা দিয়া বলিল "না না সেকি হয়! আপনি আমার জন্য খরচ করিবেন কেন। আপনি আমাকে সাহায্য করিতেছেন সেই

যথেষ্ট। আমার নিকট দশটি টাকা আছে ইহা লইয়া কোন প্রকারে আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" বৃদ্ধ সাগ্রহে টাকা দশটি হস্তগত করিয়া বলিলেন "তুমি বে-ফিকির বসিয়া থাক। আমি সব ঠিক করিয়া দিতেছি। এই সাদা কাগজখানায় একটা আঙ্গুলের ছাপ দিয়া দেও। বাস, আর যা করিতে হয় আমি করিতেছি।"

ভিখারী নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া রহিল। দুই ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ আসিয়া দশনরাজি আমূল বিকশিত করিয়া কহিলেন "যাও, কাম ফতে। মোকদ্দমা ডিসমিস হো গিয়া।" ভিখারী কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে বার বার সেলাম করিল। বৃদ্ধ বলিলেন এতটাকার মোকদ্দমা ৫০ টাকার কম কিছুতেই হয় না। আমাকে সকলেই একটু খাতির করে বলিয়া কোন প্রকারে অল্পে সারিয়াছি। তথাপি আমাকে পকেট হইতে ৫৲ টাকা দিতে হইয়াছে। যাই হউক সেজন্য তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই। দুনিয়ায় টাকা কাহারো সঙ্গে আসেও নাই যাইবেও না। পরের উপকারই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য।

নিঃস্বার্থ উপকারীর অযাচিত অনুগ্রহে অভিভূত ভিখারী সন্ধ্যার সময় বাটী ফিরিয়া আসিল।

ভিখারী নিশ্চিন্ত হইয়া আবার জমির চাষ আবাদে মনোনিবেশ করিল।

কিন্তু দুই মাস না যাইতেই একদিন সহসা গ্রামপ্রান্তে নিলামের ঢোলের পরিচিত নিনাদ শোনা গেল। আদালতের পেয়াদা হাঁকিয়া উঠিল "ভিখারিমণ্ডর কা জমিন পর মোতাবিক ডিক্রি জমিদার কো দখল দেলায়া যাতা হায়।" তহশিলদার সাহেব স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া

দখল লইলেন, তহশিলদারের ইঙ্গিতে পেয়াদা ভিখারীকে জমি হইতে বাহির করিয়া দিল।

৫

অর্থশূন্য এবং জমিশূন্য ভিখারী নিরুপায় হইয়া মজুরের কার্য্যে নিযুক্ত হইল। ভিখারী মাটী কাটা, কাঠ চেরা, ধান কাটা প্রভৃতি কাজ করিতে লাগিল এবং বুধিয়া, ধান ভানা, গম পেষা, "রোপ্‌নি" করা প্রভৃতি কাজ গ্রহণ করিল।

এইরূপে উভয়ের উপার্জ্জনে কোন প্রকারে সংসার চলিতে লাগিল। কিন্তু বিধাতা অভাগা ভিখারীর এটুকু সুখও বুঝি সহ্য করিলেন না।

শ্রাবণ মাস। ধানের "রোপ্‌নি" চলিতেছিল। কৃষক-যুবতীরা গান গাহিতে গাহিতে ধান্য-গুচ্ছ রোপণ করিতেছিল। বুধিয়াও ইহাদের মধ্যে ছিল। তাহার পরিপূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসের উপর অস্তগামী সূর্য্যের অরুণ কিরণ পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভার সঞ্চার হইয়াছিল। তাহার দেহের প্রত্যেক ভঙ্গী ও আন্দোলনে যেন সৌন্দর্য্যের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছিল।

এই সময়ে একজন "বাবু সাহেব" ঘোটকে আরোহণ করিয়া গ্রাম্য পথ দিয়া যাইতে যাইতে সহসা ঘোড়া থামাইয়া বুধিয়ার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিলেন।

যুবতীদের কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাহারা গানে ও হাস্য পরিহাসে মগ্ন থাকিয়া সানন্দচিত্তে আপনাদের কাজ করিতেছিল।

বাবু সাহেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যুবতীদের অত্যন্ত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। ঘোটকের পদশব্দে একজন যুবতী চকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়াই তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল।

তাহার দেখাদেখি সকলেই পশ্চাতে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দেখিল তাঁহার লালসা-প্রদীপ্ত চক্ষু বুধিয়ার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। সকলেই তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বাবু সাহেব চকিত হইয়া বেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। বাবু সাহেব গ্রামের জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোসাহেব লাল। বাবু সাহেবের কীর্ত্তিকাহিনী ইতি মধ্যেই দিগন্তবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গ্রামের অনেক সুন্দরীই তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। বাবু সাহেব চলিয়া গেলে রসিকা চমেলিয়া সস্মিত কটাক্ষ বর্ষণ করিয়া বলিল "বুধিয়াগে! এই বার তোর কপাল ফিরিল। আর তোকে জল কাদায় ধানের "রোপাই" করিতে হইবে না। এখন "লাল সাড়ী" পরিয়া হালুয়া-পুরী খাইবি!" শুনিয়া বুধিয়ার মুখমণ্ডল লজ্জায় অস্তগামী রবিকর রঞ্জিত পশ্চিমাকাশের মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা হইল। যুবতীরা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সময়ে একজন বৃদ্ধা আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইল। বৃদ্ধা কোন কথা না বলিয়া যুবতীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বুধিয়ার গৃহ কোথায় দেখিয়া চলিয়া গেল।

পর দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া বুধিয়া প্রদীপালোকে "কুর্ত্তা" সেলাই করিতেছিল। ভিখারী নিয়মিত ধূমপান ও গল্পগুজবের জন্য অন্য পাড়ায় হোরিল সাহুর বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল। ধীরে ধীরে পূর্ব্ব দিনের সেই বৃদ্ধা আসিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় বুধিয়ার পার্শ্বে বসিল।

একথা সে কথার পর বৃদ্ধা দুঃখ করিয়া বলিল "আহা এই রূপ!

একি জলে কাদায় খাটিয়া খাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? কাঁসার চুড়ী ও পিতলের নাকছাবি কি এই দেহের যোগ্য অলঙ্কার?" সমবেদনায় বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। বুধিয়া অঞ্চলপ্রান্তে মুখখানি ভাল করিয়া মুছিয়া প্রদীপের আলোটা বাড়াইয়া দিল।

বৃদ্ধার বাক্যস্রোত সোৎসাহে প্রবাহিত হইল। বুধিয়াকে যে সে নিজের কন্যার মত দেখে এবং তাহার কল্যাণকামনাই যে তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রত একথা বৃদ্ধা বুধিয়াকে সবিস্তারে বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিল না এবং তাহার উপদেশ মতে চলিলে তাহার "দুখনিশি" যে অচিরে প্রভাত হইবে একথাও সে গোপন রাখিল না।

বৃদ্ধার অপর্য্যাপ্ত ভাবোচ্ছ্বাস হইতে বুধিয়া ক্রমশঃ বুঝিতে পারিল যে দেশের "লাখ পতি" মালিক শ্রীযুক্ত বাবুয়াজি তাহার জন্য উন্মত্ত-প্রায় হইয়াছেন এবং তাঁহার ধন-জন-যৌবন তাহার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিবার জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ঈষৎ ঈঙ্গিত মাত্রে সে সহসা রাজরাণী হইতে পারে।

সুন্দরী বুধিযার অতৃপ্ত যৌবনের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই। লুব্ধচিত্ত বুধিয়ার মনোভাবের ক্ষীণ ছায়া তাহার সুবিশাল নয়নতটে ঈঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিল।

উৎসাহিতা বৃদ্ধা বাবু সাহেবের রূপগুণ বর্ণনায় শত মুখ হইয়া উঠিল: কিন্তু বুধিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সকল কথা শুনিয়াও স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিল না।

অনেক পীড়াপীড়ির পর সে সলজ্জা নতমুখে উত্তর করিল "স্বামী থাকিতে কিরূপে একাজ সম্ভব হইতে পারে?" বৃদ্ধা বুধিয়ার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া চতুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিতান্ত মৃদুস্বরে বলিল

"গ্রামে এরূপ ঘটনা কবে না ঘটিতেছে? কেহ কি কখনো টের পাইয়াছে?" কিন্তু বুধিয়ার কিছুতেই সাহস হইল না। বাহিরে ভিখারীর পদশব্দ শুনিয়া বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

পর দিন বৃদ্ধা আবার যথা সময়ে আসিয়া একখানি রেশমি সাড়ী ও দশটী টাকা বুধিয়ার হস্তে দান করিল। বুধিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া আপনার "পেটারির" মধ্যে কাপড় ও টাকা লুকাইয়া রাখিয়া আসিল। কিন্তু তথাপি সে বৃদ্ধার কথায় সম্মত হইল না।

বৃদ্ধা পর দিন আসিয়া একছাড়া সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া স্নেহভরে তাহার মুখচুম্বন করিল। আজ বুধিয়া সুস্পষ্ট ঈঙ্গিতে জানাইল যে তাহার স্বামী দেশে থাকিতে তাহার একার্য্যে কিছুতেই সাহস হইবে না!

বৃদ্ধা বাবু সাহেবকে একথা জানাইল। শুনিয়া বাবু সাহেব গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

৬

সপ্তাহান্তে ভিখারী প্রত্যূষে গৃহ হইতে বাহির হইতে গিয়া দেখিল বিস্তর পুলিশ প্রহরী তাহার গৃহ ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে ভয়ে ভয়ে "ব্যাপার কি" জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে শীঘ্রই দারোগা সাহেব আসিয়া তাহার বাড়ীর "খানাতল্লাসী" করিবেন। বাড়ী হইতে কাহারো বাহির হইবার হুকুম নাই! দরিদ্র ভিখারী এই ভীষণ উৎপাতে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

ক্ষণ কাল পরে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বিশালোদর দারোগা সাহেব দর্শন দিলেন—তাঁহার পশ্চাতে "সাঙ্গোপাঙ্গ" বাবু সাহেব।

দারোগা সাহেবকে দেখিয়া ভিখারী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিল। দারোগা তাহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লাও শালা কাঁহা রাখা হায় চোরিকা চীজ!" নির্ব্বাক বিস্ময়ে ভিখারী যন্ত্রচালিতের মত দারোগা সাহেবের আগে আগে চলিতে লাগিল। দারোগা ঘরের সমস্ত জিনিস পত্র পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিতে লাগিলেন। অবশেষে বুধিয়ার "পেটারির" উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দারেগা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "খোলো পেটারি"। ভিখারী বলিল "এ পেটারি আমার স্ত্রীর। ইহার চাবিত আমার কাছে নাই।!" দারোগা চাবির জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সবেগে পেটারির উপর পদাঘাত করিলেন। ক্ষীণপ্রাণ টিনের পেটারি দুইভাগ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

একজন কনষ্টেবল আসিয়া পেটারি অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। অন্যান্য জিনিসের মধ্য হইতে বৃদ্ধাপ্রদত্ত রেশ্‌মী সাড়ী ও সোনার হার বাহির হইয়া পড়িল। বাবু সাহেব সাগ্রহে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই সাড়ী ও হার আমার স্ত্রীর। আজ ৭ দিন হইল চুরি গিয়াছে!" বাবুর সাঙ্গোপাঙ্গ তারস্বরে বাবুর কথার সমর্থন করিল।

বিজয়গর্ব্বপ্রদীপ্ত দারোগা সাহেব কম্পমান ভিখারীর দিকে অগ্নি-বর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "কেয়ারে শালা, ইসব্‌ চীজ কাঁহা মিলা?" উদ্ভ্রান্ত ভিখারী কোন উত্তর দিতে না পারিয়া দারোগা সাহেবের মুখের দিকে মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল। দারোগা সাহেব সাক্ষী ডাকাইয়া আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির তালিকায় তাহাদের নাম সাক্ষর করাইয়া লইয়া ভিখারীর হাতে "হাতকড়ি" লাগাইয়া তাহাকে

চালান দিলেন। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে ভিখারী কাঁদিয়া ফেলিল। বুধিয়া অন্তরাল হইতে সমস্তই দেখিতেছিল। স্বামীর লাঞ্ছনা ও অপমান দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। সে কাপড় মুড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি গৃহতলে শুইয়া পড়িল। সহসা তাহার প্রতিদিনের সুস্পষ্ট সংসার অসত্য শূন্যমাত্রে পরিণত হইল!

বাবু সাহেবের এক বন্ধু "অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের" হাতে ভিখারীর বিচারের ভার পড়িল। বাবু সাহেব বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আসিলেন মেয়াদটা যেন কিছু দীর্ঘ দিনের জন্য হয়। বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "প্রেমের ব্যাপার নাকি?" বাবু সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না, না তা কেন? লোকটা ভারি বজ্জাত!" অনুমানে ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া বন্ধু হাসিয়া বলিলেন "কিন্তু ভাল জিনিষ বন্ধুবান্ধবকে বঞ্চিত করিয়া একেলা খাইলে হজম হয় না।"

নির্দ্ধারিত দিনে ভিখারী এজলাসে আনীত হইল। বাবু সাহেব ও তাঁহার দুইজন দাসী চোরাই মাল সনাক্ত করিল। হাকিম ভিখারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মাল তুমি কোথায় পাইলে?" ভিখারী বলিল সে ইহার কিছুই জানে না। হাকিম হাসিয়া বলিলেন "তাহা হইলে জিনিসগুলি কি তোমার বাড়ীতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল?" ভিখারী স্তব্ধ হইয়া রহিল। হাকিম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গে কাহারো শত্রুতা আছে?" ভিখারী বলিল "জ্ঞাতসারে আমি কখনো কাহারো সঙ্গে শত্রুতা করি নাই।"

অপরাধ প্রমাণিত হইয়া গেল। বিচারক তাহার ছয়মাস কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

দণ্ডের কথা শুনিয়া ভিখারীর চক্ষে জল আসিল। ঘরে তাহার অরক্ষিতা, নিঃসম্বলা, যুবতী স্ত্রী! কে তাহাকে দেখিবে?

* * * * *

যে দিন হইতে ভিখারীকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল সেই দিন হইতে বুধিয়ার প্রতি বৃদ্ধার আত্মীয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

যেদিন সন্ধ্যার সময়ে গ্রামে ভিখারীর কারাবাসের সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল সেই দিন গভীর রাত্রে বুধিয়া নীরবে শিবিকাসাহায্যে জমিদারের নির্জ্জন উদ্যানবাটিকায় নীত হইল। ভিখারীর সুখের প্রদীপ চির দিনের মত নিবিয়া গেল।

* * * * *

ছয় মাসের পর রাত্রির অন্ধকারে কম্পিতবক্ষে গৃহে ফিরিয়া ভিখারী দেখিল গৃহ ভগ্নপ্রায়, অঙ্গন তৃণকণ্টকাকীর্ণ, গৃহিণী নিরুদ্দিষ্ট! অনাহারে বুধিয়ার মৃত্যু হয় নাই ত? ভিখারী মাথায় হাত দিয়া সেই তৃণকণ্টকসমাচ্ছন্ন প্রাঙ্গনে বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ বসিয়া সে উঠিয়া তাহার বন্ধু সুখলালের গৃহের দিকে চলিল।

সুখলাল বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। সহসা ভিখারীকে দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিল। তাহার পর হাত ধরিয়া ভিখারীকে বসাইয়া বলিল "তোমার স্ত্রীর জন্যই তোমার এই সর্ব্বনাশ হইল!" ভিখারী বলিল "কি রকম?"

সুখলাল সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া অনুরোধ করিল "আজ এই খানেই আহারাদি করিয়া শুইয়া থাক।" ভিখারী প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল কোন কথার উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ

বসিয়া বসিয়া ভিখারী হঠাৎ উঠিয়া পথে নামিয়া পড়িল এবং সুখলাল "কোথা যাও" বলিতে বলিতে রজনীর নিবিড় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল!

*   *   *   *   *

গভীর রাত্রে ভিখারীর ভগ্নগৃহে লেলিহান বহ্নিশিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সম্পূর্ণ মুক্তবন্ধন ভিখারী চিরদিনের মত আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সংসারের উর্ম্মিমুখর আকুল সমুদ্রে উন্মত্তের মত ঝাঁপ্ দিয়া পড়িল।

মান্যবর।

১

বাবু গজেন্দ্র নারায়ণের জমিদারির বার্ষিক আয় দুই লক্ষ মুদ্রারও অধিক হইলেও ইংরাজি না জানায় তাঁহার সাহেবসুবাদের সঙ্গে মিশিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। চতুর হাস্য এবং দুই একটা ইংরাজি "বুক্‌নি"র সাহায্যে কোন প্রকারে কাজ চলিয়া গেলেও ইংরাজি না জানার বেদনা তাঁহার যশোলিপ্সু চিত্তকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিয়া রাখিত।

সেই জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণকে ইংরাজিতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্র নারায়ণেরও এ বিষয়ে উৎসাহের অভাব ছিল না। বাল্যকাল হইতেই তিনি বিশেষ ভাবে ইংরাজি ভাষার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহীন নিয়মাবলীর জন্য তাঁহার প্রগাঢ় ইংরাজি-জ্ঞান তাঁহাকে পরীক্ষাব্যাপারে সাহায্য করিল না।

কোন প্রকারে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার দ্বারে পৌঁছিয়াই তিনি বিষম বাধা প্রাপ্ত হইলেন। ইংরাজিজ্ঞানে অধ্যাপকদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াও নীরস অঙ্ক ও তর্কশাস্ত্রের জন্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। সুতরাং বিপুল অধ্যবসায়ে "রবার্ট ব্রুস্"কে পরাজিত করিয়াও পঞ্চবিংশতি

বর্ষ বয়সে তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

পাস করিতে না পারিলেও "বাবুয়াজি"র বিদ্যার খ্যাতি ইতিমধ্যেই দিগন্তবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

সুতরাং গৃহে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পর হইতেই দলে দলে লোক দরখাস্ত লিখাইবার জন্য তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইতে লাগিল।

ওয়েবষ্টার ডিক্সনারি, পিটিসনার্স গাইড, লেটার রাইটার Phrases and Idioms, English Compositon প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাবুয়াজি দরখাস্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে পাণ্ডিত্যপূর্ণ দরখাস্ত যে দেখিল সেই বিস্মিত হইয়া গেল। দিন দিন তাঁহার যশোচন্দ্র পূর্ণিমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের জমিদারের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বিধবা পত্নী স্বামীর বিষয় "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছুক হন। আবেদন পত্র জেলা আদালতের কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকীল কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবার পূর্ব্বে দেওয়ানজির মনে হইল এরূপ প্রয়োজনীয় দরখাস্তটা একবার বাবু সাহেবকে দিয়া দেখাইয়া লওয়া ভাল। তদনুসার দরখাস্ত যথা সময়ে রাজেন্দ্র নারায়ণের সম্মুখে নীত হইল। চুরুট হইতে নিবিড় ধূমরাশি উদগীর্ণ করিতে করিতে বাবু সাহেব তন্ময় হইয়া দরখাস্তখানি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দরখাস্তের শেষ ভাগে আসিতেই সহসা তাঁহার গম্ভীর মুখে তীব্র কৌতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়া দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ দরখাস্ত লিখিয়াছেন কে?" উদ্বিগ্ন হইয়া দেওয়ানজি বলিলেন, "কেন? উকীল দীনবন্ধু বাবু। দরখাস্তে কোন ভুল আছে কি?"

অতিমাত্র বিস্মিত রাজেন্দ্র নারায়ণ বলিলেন "বলেন কি? দীন-বন্ধু বাবু? তাঁহার ইংরাজি বিদ্যার খ্যাতি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি! চাঁদকে দূর হইতেই মনোরম দেখায়; নিকটে কেবল কুৎসিৎ প্রস্তর ও অন্ধকার গহ্বর!" দেওয়ানজি ভীত হইয়া বলিলেন "কোন গুরুতর ভুল হইয়াছে কি?"

উত্তেজিত স্বরে বাবু সাহেব বলিলেন "গুরুতর নয়? যে কথা 6th class-এর ছেলেতেও জানে, সে কথা একজন এম্ এ, বি এল্ পাস করা উকীলে জানে না ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? উকীল বাবু দরখাস্ত লিখিয়াছেন। অথচ দরখাস্তকারিণী যে স্ত্রীলোক সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন! বুঝুন একবার তামাসা!"

কৃতজ্ঞ দেওয়ানজি করযোড়ে বলিলেন "ভাগ্যে দরখাস্তখানি বুদ্ধি করিয়া হজুরকে দেখাইতে আসিয়াছি। নহিলে আজ কি বিভ্রাটই ঘটিত! কালেক্টর সাহেবের কাছে দরখাস্ত! যে সে কথা নয়! যাহা হউক এখন দয়া করিয়া ভুলগুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া হউক।"

আত্মপ্রসাদ-প্রফুল্লচিত্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সস্মিত মুখে বলিলেন "অন্যান্য লেখা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু শেষের একটা কথাতেই

সব মাটি হইয়া গিয়াছে। Servantএর feminine যে Maid Servant এটা উকীল বাবুর বিদ্যাতে কুলায় নাই।"

এই বলিয়া দরখাস্তের শেষে যেখানে লেখা ছিল :—

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant

সেই খানে Servant কাটিয়া খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলেন Maid Servant।

কৃতজ্ঞ দেওয়ানজি বাবুসাহেবকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়া বাঙ্গালীর বিদ্যা যে কেবল শূন্যগর্ভ আড়ম্বর মাত্র মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দরখাস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

২

যথা সময়ে দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের হাতে পড়িল। কালেক্টর সাহেব দরখাস্তের শেষ ভাগ দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিয়া দেওয়ান জিকে আপনার খাস্ কামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানজি উপস্থিত হইলে দরখাস্ত দেখাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই Maid servantটী কাহার লেখা?" দেওয়ানজি বলিলেন বাবু গজেন্দ্র নারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

নিতান্ত গম্ভীর হইয়া কালেক্টর বলিলেন, "বটে! বাবু গজেন্দ্র নারায়ণের পুত্র! বাবু সাহেবের ত অসাধারণ ব্যাকরণ জ্ঞান।"

দেওয়ানজি সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কথাটা অবিলম্বেই বাবু গজেন্দ্র নারায়ণ ও রাজেন্দ্র নারায়ণের কাণে উঠিল।

বাবু গজেন্দ্র নারায়ণ প্রকাণ্ড তাকিয়ার উপর বিপুল দেহভার রক্ষা করিয়া মুদিতচক্ষে ধূমপান করিতে করিতে ভাবিলেন যে পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তাঁহার রাশি রাশি অর্থব্যয় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। সিল্কের রুমালে সোণার চশমা সযত্নে মুছিতে মুছিতে রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রসন্নচিত্তে ভাবিলেন, গুণের আদর কখনই চাপা থাকে না এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাই গুণ-বিচারের একমাত্র "কষ্টিপাথর" নহে। বিচক্ষণ গজেন্দ্রনারায়ণ স্থির করিলেন এরূপ উপযুক্ত পুত্রকে একদিন কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শুভদিনে পিতাপুত্র সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। গজেন্দ্র আভূমি নত হইয়া বিশুদ্ধ প্রাচামতে সাহেবকে সেলাম করিলেন এবং রাজেন্দ্র "Good morning to your most honoured and respected worship" বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

কালেক্টর সাহেব পরম সমাদর করিয়া উভয়কেই সম্মুখে বসাইলেন।

কথায় কথায় বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণের বিদ্যাশিক্ষার কথা উঠিল। কালেক্টর সেদিনকার দরখাস্তের কথা উল্লেখ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "সেদিন আপনার ইংরাজি জ্ঞানের একটু পরিচয় পাইয়াছি। এরূপ অসাধারণ Grammar-জ্ঞান সচরাচর দেখা যায় না।"

স্ফীতবক্ষে রাজেন্দ্রনারায়ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন "হুজুর যথার্থ বলিয়াছেন। Grammarটাই ভাষা জ্ঞানের মূল। Grammarটা একটু ভাল জানা না থাকিলে ভাষায় অধিকার লাভ অসম্ভব। কিন্তু এ সহজ কথাটা অনেকেই ভুলিয়া যান।"

বাবু গজেন্দ্রনারায়ণ গভীর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন

"ইঁহার শিক্ষার জন্য আমাকে প্রায় দশবৎসরকাল মাসে দুইশত টাকা করিয়া খরচ করিতে হইয়াছে।" হাসিয়া কালেক্টর বলিলেন "তা আপনার টাকা খরচ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে বাবু সাহেব। এখন ইঁহাকে কোন্ কাজে নিযুক্ত করিবেন? এই রকম লোক Bar join করিলে বিশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন।" গজেন্দ্র বলিলেন "But he is not licentious—তিনি ত license পান নাই।"

সাহেব অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন "বিলাত পাঠাইয়া দিলে অনায়াসে Barrister হইয়া আসিতে পারিতেন।"

বিষাদের হাসি হাসিয়া রাজেন্দ্র বলিলেন "Insurmountable caste prejudice stands in the way,"

সাহেব বলিলেন "তাহা হইলে ইঁহাকে সাধারণের কাজে লাগাইয়া দিন। এই সকল সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত যুবাদের দ্বারাই দেশের প্রকৃত কাজ হওয়া সম্ভব।"

ভক্তি-বিহ্বল গজেন্দ্র করযোড়ে বলিলেন "আমি ইঁহাকে আপনার হাতেই সমর্পণ করিলাম। আপনি ইঁহাকে দিয়া যে কাজ ইচ্ছা করাইয়া লউন।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া রাজেন্দ্র বলিলেন "I am infernally at your honour's kind disposal."

কালেক্টর একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "What? Infernally!"

রাজেন্দ্র বিব্রত হইয়া বলিলেন "I—I—beg your honour's pardon, Sir. I mean, eternally."

সাহেব চাপা হাসির সহিত বলিলেন, "Oh, I see. All right. I shall not forget you."

উভয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৩

ছয় মাস না যাইতেই বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণ স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটির কমিশনার মনোনীত হইলেন। কমিশনার হইয়াই বাবুরাজি বিপুল উদ্যমে লোকহিতে ব্রত হইলেন; এবং গীতাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকায় "সর্ব্ব ভূতঞ্চ আত্মনি" দেখিয়া আত্মহিতকেই অচিরে পরহিত বলিয়া ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন। সুতরাং যাহাতে তাঁহার নিজের বাটীর সম্মুখে আলোকস্তম্ভ স্থাপিত হইয়া, তাঁহার গৃহসম্মুখস্থ রাজপথ জলসিঞ্চিত হইয়া এবং মিউনিসিপ্যালিটির কুলি দ্বারা নিজের গৃহ ও উদ্যানের সংস্কার সাধিত হইয়া প্রচুর লোকহিত সংসাধিত হয় সেজন্য তাঁহার যত্ন ও উৎসাহের ক্রটী রহিল না। অনেকেই স্বীকার করিল এরূপ উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ কমিশনার বহুদিন সহরে দেখা যায় নাই।

কিন্তু "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ"। কোন কোন সংকীর্ণচেতা কমি-শনার এই উদীয়মান সহযোগীর তীব্র যশোরশ্মি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ফলে প্রবলপ্রতাপান্বিত কালেক্টর-সহায় রাজেন্দ্রনারায়ণকেও একদিন কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় পড়িতে হইল। কিন্তু বিশুদ্ধ-কাঞ্চন রাজেন্দ্রনারায়ণ পরীক্ষায়

পরে দীপ্ততর মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির টেক্স বাড়াইবার জন্য নূতন করিয়া বসতবাটীর মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছিল। এজন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল রাজেন্দ্রনারায়ণ তাহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

রিপোর্ট দিবার সময় বাবুয়াজি যে যে বাটীতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু এবং অনুগত ব্যক্তিগণ বাস করিত সেই সেই বাড়ীর মূল্য সভ্য-গণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অর্দ্ধেকেরও অধিক কমাইয়া দিয়াছিলেন। ছিদ্রান্বেষী বিরুদ্ধপক্ষ কেমন করিয়া এই গূঢ়তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহারা কালেক্টর সাহেবকে ধরিয়া বসিল তাঁহাকে স্বয়ং এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিরুদ্ধপক্ষ জেদ্ ধরিল সভার আগামী অধিবেশনে এই কার্য্যের জন্য রাজেন্দ্র নারায়ণকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা (censure) করিতে হইবে।

চক্ষুলজ্জায় কালেক্টর সাহেবও ইহাতে আপত্তি করিতে পারিলেন না।

রাজেন্দ্রনারায়ণের আত্মীয় এবং বন্ধুগণ প্রমাদ গণিল। কিন্তু ধীরবুদ্ধি রাজেন্দ্র ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইল। সকলেই মনে করিয়াছিল রাজেন্দ্রনারায়ণ এ সভায় কিছুতেই উপস্থিত হইবেন না। কিন্তু সকলকে বিস্মিত করিয়া সভা বসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সুসজ্জিত রাজেন্দ্রনারায়ণ সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন! চেয়ারম্যান কালেক্টর সাহেব উপস্থিত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। মৌলভি আব্দুর মহম্মদ প্রস্তাব করিলেন যে "ইচ্ছা-

পূর্ব্বক মিউনিসিপ্যালিটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া রাজেন্দ্র নারায়ণ অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। এজন্য সভা একবাক্যে তাঁহার নিন্দা করিতেছেন।"

রাজেন্দ্রনারায়ণ আপনার পক্ষ সমর্থন করিবেন এই আশায় চেয়ারম্যান তাঁহার দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারচিত্তে অবিচলিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

মন্তব্য ভোটে ফেলা হইল। রাজেন্দ্রের দুইজন বন্ধু ব্যতীত সকলেই হাত তুলিল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণ নিজের বিরুদ্ধে হাত তুলিয়া আছেন।

একটা অস্ফুট কৌতুকধ্বনি সভার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল। বন্ধু দুইজন ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রনারায়ণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "Majority must be granted."

রাজেন্দ্রের নির্ভীক সরলতা দেখিয়া কালেক্টর সাহেব বিমুগ্ধ হইলেন। সভার শেষে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন "ভুল সবাই করিয়া থাকে। কিন্তু বীরের মত সেই ভুল স্বীকার করাতেই প্রকৃত মহত্ত্ব। আমি বাবু রাজেন্দ্র নারায়ণের মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিবার আমি আদৌ আশা করি নাই।"

রাজেন্দ্রনারায়ণ দীপ্ততর মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা ম্লানমুখে সভা হইতে বহির্গত হইল।

৪

বাবু রাজেন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। কালেক্টর সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় এবার তিনি মিউনিসিপ্যালিটির

ভাইসচেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন। বিরুদ্ধপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া এ ব্যাপারে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিল না।

সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। রাজেন্দ্র সর্ব্বদাই বলিতেন যে তিনি জীবনে দুইটীমাত্র কর্ত্তব্য স্বীকার করেন, (১) Loyalty (২) Public duty। রাজেন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন, কোন কাল্পনিক আদর্শকে তিনি মনে স্থান দিতেন না। সুতরাং রাজভক্তি বলিতে তিনি রাজপুরুষভক্তি এবং সাধারণ বলিতে নিজেকে এবং নিজের আত্মীয় বন্ধুকেই বুঝিতেন।

তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই অবিলম্বে সাহেবদের গাড়ীর ট্যাক্স উঠাইয়া দিলেন, স্বাস্থ্যপরিদর্শককে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যহ তাঁহাদের বাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের কোন কাজের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির কুলির আবশ্যক আছে কি না ওভারসিয়ারকে এ বিষয়ে সন্ধান লইতে আদেশ দিলেন। যাহাতে তাঁহারা সুলভে উৎকৃষ্ট মৎস্য মাংসাদি প্রাপ্ত হন এবং ঘৃত দুগ্ধাদির জন্য তাঁহাদের কষ্ট পাইতে না হয়, এ বিষয়েও তিনি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

সাহেব পাড়ায় আলোক স্তম্ভের সংখ্যা দ্বিগুণিত হইল, পথে দুই বেলা জল সেচনের ব্যবস্থা হইল এবং মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্যে তাঁহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র প্রস্তুত হইল।

এইরূপে Loyaltyর প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া বাবুয়াজি Public duty পালনে তৎপর হইলেন।

সাধারণের উপকারের জন্য তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে বৃহৎ ইন্দিরা

খনিত হইল এবং পাছে মূঢ় ব্যক্তিরা জল লইতে আসিয়া জল কলুষিত করিয়া দেয় সে জন্য সে ইন্দারায় তাঁহার লোক ব্যতীত অপরের জলগ্রহণ নিষিদ্ধ হইল। সাধারণের পক্ষে তাঁহার বাড়ী চিনিবার সুবিধা হইবে বলিয়া বাড়ীর চারিদিকে আলোক স্তম্ভ বসিল। ঠিকা-গাড়ী ওয়ালাদের অর্দ্ধেক ভাড়ায় তাঁহার কার্য্য করিবার ব্যবস্থা হইল। যে ব্যক্তি রাস্তা মেরামতের ঠিকা পাইল তাহার উপর বাবুয়াজির গৃহের বাৎসরিক সংস্কারের ভারও প্রদত্ত হইল। যে রাস্তায় আলোক দিবার ঠিকা পাইল, বাবুয়াজি দয়া করিয়া তাহাকে নিজব্যয়ে তাঁহার গৃহে আলোক যোগাইবার ভারও প্রদান করিলেন। এইরূপে মিত্রপক্ষকে অনুগৃহীত করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ বিদ্রোহী বিপক্ষগণের সুশাসনেরও সুব্যবস্থা করিলেন। তাহাদের বাসগৃহের অতি নিকটেই সাধারণ পাইখানা ও প্রস্রাব গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, তাহাদের কোন আবেদন আসিলে সে আবেদন যাহাতে ছয় মাসের মধ্যে গ্রাহ্য না হয় সে ব্যবস্থা করিলেন, এবং কোন ছিদ্র পাইলেই যেন তাহাদের উপর মোকদ্দমা চালান হয় সকল কর্ম্মচারীকে এ বিষয়ে কঠিন আদেশ প্রদান করিলেন।

এইরূপে অসাধারণ শাসন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ প্রায় সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। সরকারি বর্ষ-বিবরণীতে প্রতি-বৎসরই তাঁহার কার্য্যকুশলতা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল!

এইরূপে দীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষকাল অবিচ্ছেদে মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালনা করিয়া বাবুয়াজি অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন। তাঁহাকে অচিরে উপাধিদানে সম্মানিত করিবার জন্য কালেক্টর সাহেব বিশেষ করিয়া রাজসরকারে লিখিয়া পাঠাইলেন।

৫

দুর্ব্বৃদ্ধি বিরুদ্ধপক্ষ অবিরাম আন্দোলন করিয়া এইবার তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র উপস্থিত করিল।

পল্লীতে পল্লীতে সভা করিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং কমিশনারগণকে নানা উপায়ে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাহারা কার্য্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করিল। রাজেন্দ্রনারায়ণের ভক্ত ও হিতৈষিবৃন্দ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ হাসিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন।

সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল। এইবার ভাইস'চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের পালা। বাবুয়াজি গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন যে বিরুদ্ধ পক্ষের ঐকান্তিক চেষ্টায় সাতজন কমিশনার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে গিয়াছে কেবল পাঁচজন তাঁহার স্বপক্ষে আছে। রাজেন্দ্রনারায়ণ নির্ব্বিকার ভাবে নির্ব্বাচনের দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

নির্ব্বাচনের পূর্ব্বদিনে গভীর রাত্রে কমিশনারদের দ্বারে মৃদু করাঘাত শ্রুত হইল। বাবুয়াজির বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এক হাজার টাকার থলি লইয়া প্রত্যেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

চেষ্টা নিস্ফল হইল না। "অর্থ"যুক্ত প্রবল যুক্তির প্রভাবে তিন জন বাবুয়াজির দিকে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাদের নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে অবিচলিত রাখিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে এক এক খানি করিয়া হাত-চিঠা লিখাইয়া লওয়া হইল। স্থির হইল ভোট দেওয়ার পরেই এই সকল হাতচিঠা তাঁহাদেরই সম্মুখে ভস্মীভূত হইবে।

পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ প্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়োল্লাসে সভা

গৃহ প্রবেশ করিলেন। রাজেন্দ্রনারায়ণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ দেখাইতে লাগিল। বিরুদ্ধপক্ষ আনন্দে গুম্ফাগ্র মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভোটের সময় সব উল্‌টাইয়া গেল। বিরুদ্ধপক্ষের তিনজন একে একে অগ্রসর হইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে ভোট দিয়া গেলেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী বাবু বালমুকুন্দ রাম এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষোভে রোষে গর্জ্জন করিতে করিতে সভা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। নির্ব্বাচিত বাবুয়াজি বিনীত ভাবে প্রত্যেককে অভিনন্দন করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়ে বাবুয়াজির নব সংগৃহীত বন্ধুত্রয় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া এইবার হাতচিঠা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

শুনিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন "আপনারা কি পাগল হইয়াছেন? সে কাজ কি এখনো বাকি আছে? আমি আফিস হইতে আসিয়াই সে কার্য্য করিয়া তবে পোষাক ছাড়িয়াছি। আপনারা যে উপকার করিয়াছেন—!"

মিষ্টবাক্য, বিমল হাস্য, পান, আতর ও গোলাপজলে আপ্যায়িত বন্ধুবর্গ পরম উল্লাসে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল রাজেন্দ্রনারায়ণের ন্যায় গণ্ডমূর্খ জগতে বিরল। এক এক ভোটের জন্য এক এক হাজার টাকার থলি! ভাইসচেয়ারম্যান হইয়া কি স্বর্গলাভ হইবে?"

দ্বিতীয়বার কমিশনার নির্ব্বাচনের সময় রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং বিরুদ্ধপক্ষের সমবেত চেষ্টার ফলে বিশ্বাসঘাতকত্রয় আদৌ নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। সুযোগ পাইয়া বাবুয়াজি তাঁহাদের স্থানে

তিন জন আত্মীয়কে নির্ব্বাচিত করিয়া আপনার ভাইসচেয়ারম্যানের পদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। এইরূপে নিষ্কণ্টক রাজেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসঘাতকগণকে সমুচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রত্যেকের নামে সুদে আসলে দুই হাজার টাকার নালিশ হইল। "আরজি দাবি"র সঙ্গে নিজ নিজ স্বাক্ষর হাতচিঠা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সকলে ছুটিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে বাবুসাহেবকে বলিলেন "বাবুসাহেব, এ কি ব্যাপার?" সপ্রতিভ রাজেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কি করি বলুন। নাজির যে কিছুতেই ছাড়িলেন না। তাঁহাকে জানেন ত। নহিলে আপনারা যেরূপ উপকার করিয়াছেন—" বন্ধুবর্গ গর্জন করিয়া উঠিলেন "বিশ্বাসঘাতক শয়তান!"—

কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহাদের খাতির রাখিতে ত্রুটি করিলেন না। পান আতর দিয়া এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

যথাসময়ে ডিক্রি হইয়া গেল। এক হাজারের স্থলে দুই হাজার দিয়া আজ বন্ধুবর্গ বুঝিলেন প্রকৃত গণ্ডমূর্খ কে?

বিকাশ এবং অভিব্যক্তি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে রাজেন্দ্রনারায়ণের পরহিতেচ্ছাও ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিতে লাগিল। তাঁহার প্রসারিত হৃদয় একমাত্র সহরের কল্যাণ সাধনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। সমস্ত প্রদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

বেহার-চিত্র।

রাজেন্দ্রনারায়ণ বেহারের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা এ ব্যাপারেও তাঁহাকে জয় যুক্ত করিল।

স্থানীয় সাহেবদের অনুরোধ-পত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি প্রথমে সকল মিউনিসিপ্যালিটির সাহেবসভ্যগণকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে কতক কতক দেশীয় সভ্যও তাঁহার পক্ষে আসিল। যাহারা বাকি রহিল তাহাদের কেহবা বক্তৃতায় কেহবা অন্য কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে অধিকক্ষণ স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পারিল না।

সমুদায় সাধারণ প্রতিষ্ঠান গুলিতে অযাচিত ভাবে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

বিরুদ্ধ পক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। ডেলিগেটগণ সকলেই রাজেন্দ্রনারায়ণকে ভোট দিয়া চলিয়া গেল।

রাজেন্দ্রের স্বপক্ষীয়েরা বলিল "বাবু সাহেবের অসাধারণ ইংরাজী জ্ঞান এবং বক্তৃতা শক্তিই এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে।"

বিরুদ্ধ পক্ষ বলিল "বাক্য অপেক্ষা "অর্থ"ই বলবান্। ভোট দিবার দিনে ডেলিগেটগণের পকেটে হাত দিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইত।"

যথা সময়ে বাবু সাহেব "মান্তবর" উপাধিতে বিভূষিত হইলেন; সাহেবদের ক্লাবঘরে পাণ ভোজনের উৎসব পড়িয়া গেল। মেম সাহেবেরা নব নব সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া নৃত্যোৎসবে নিরত হইলেন।

সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিলেন "এতদিনে প্রকৃত যোগ্যতা সম্মানিত হইল।"

ভূভিখন সিং।

১

দুর্ব্বৃত্ত মহাজন রাম প্রতাপ মাড়োয়াড়ি জাল তমসুকের ডিক্রিতে যখন "বাভন" জমিদার বাবু কুলদীপ সিংহের সমস্ত জমিদারি নিলাম করিয়া লয়, তখন কুলদীপের পুত্র ভভিখন বালক মাত্র। সেই বালক বয়সেই সে প্রতিজ্ঞা করে যে সে বড় হইয়া যদি পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার সাধন না করিতে পারে, তাহা হইলে সে পিতার পুত্র নহে। এই বিপদপাতের তিনবৎসরের মধ্যেই ভগ্নহৃদয় কুলদীপের মৃত্যু হয়। পুত্র ভভিখনের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শ বৎসর মাত্র। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই পাঠশালার বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ভভিখন শত্রু বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। পিতার মৃত্যুর পর স্বাধীন হইয়া এই কার্য্যে ঐকান্তিকভাবে আত্মসমর্পণ করিল।

কুলদীপের বৃহৎ কাছারি বাড়ীতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তুলসী দাসের রামায়ণ এবং পুরাণাদির পাঠ হইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঢোল ও করতালি সংযোগে তারস্বরে কীর্ত্তন-গান চলিত।

ভভিখন এই নিষ্ফল পুরাণচর্চ্চা উঠাইয়া দিয়া প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আইনের আলোচনায় মনোনিবেশ করিল।

ভভিখনের গ্রাম বহুকাল হইতে মামলা মোকদ্দমার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং গ্রামে আইন এবং আদালতের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকের অভাব ছিল না। ভভিখন এই সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের শরণ লইল।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সিং বহুদিন হইতে গ্রামের লোকের মামলা মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন। কূটবুদ্ধি, প্রমাণসংগ্রহ এবং সাক্ষী সাজাইবার ক্ষমতায় সমস্ত জেলার মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। জেলা আদালতের অনেক উকীল শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন। গ্রামের লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল "বারিষ্টার সাহেব।"

রাজকুমার প্রত্যহ সন্ধার পর ভভিখনের আইন অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্য্যবিধি, দণ্ডবিধি, খাজনার আইন, সাক্ষ্যের আইন সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা চলিতে লাগিল।

এক বৎসরে মধ্যে এই সকল ব্যাপারে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য সে রাজকুমারের শরণ লইল। রাজকুমার আদালতে যাইবার সময়ে তাহাকে সঙ্গে লইতে আরম্ভ করিলেন। আদালতে ঘুরিয়া, দরখাস্ত লিখিয়া, মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়া, উকিল মোক্তাদের "বাহাস" শুনিয়া ক্রমশঃ ভভিখন আপনার বিদ্যাটাকে পাকা করিয়া লইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে এক বৎসরের মধ্যে সে রাজকুমারের প্রধান সহকারীতে পরিণত হইল।

এইরূপ শিক্ষা সমাপ্ত-করিয়া সে আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল।

এতদিন আদালতে ঘুরিয়া ভভিখন স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে লোকবল ও অর্থবল ব্যতীত মোকদ্দমায় জয়লাভের কিছুমাত্র আশা নাই।

সুতরাং প্রথমেই সে এই দুইটী উপায় সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। গ্রামের যে সকল নিষ্কর্ম্মা এবং দুরন্ত "বাভন" যুবক কেবল গাঁজা ও ভাঙ খাইয়া এবং ঝগড়া বিবাদ করিয়া গ্রামের শান্তি নষ্ট করিয়া

ফিরিত, ভভিখন তাহাদের সমবেত করিয়া একটী দল গঠন করিল। দেখিতে দেখিতে দলে পঞ্চাশ জন যুবা মিলিত হইল। ভভিখন নিজের বহির্ব্বাটীতে তাহাদের জন্য কুস্তি ও লাঠিখেলার আখড়া করিয়া দিল এবং নিজব্যয়ে তাহাদের ভাঙ্ ও গাঁজা খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

অল্পদিনের মধ্যে এই দুর্দ্দান্ত যুবক-সম্প্রদায় সে অঞ্চলে সকলের ভীতির কারণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে লোকবলের ব্যবস্থা করিয়া ভভিখন অর্থবলের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

২

রামপ্রতাপ কুলদীপ সিংহের যে জমি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, তাহা প্রজার সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া নিজের "খাসে"ই রাখিয়াছিল। এবার এই তিনশত বিঘা জমিতে আশাতীত ফসল উৎপন্ন হইয়াছিল। ভভিখনের লুব্ধদৃষ্টি এই ফসলের উপর পতিত হইল। সে অনুচরগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ইহার সুব্যবস্থার জন্য গোপনে যথাসম্ভব আয়োজন করিতে লাগিল।

ফসল পাকিয়া গিয়াছে। ২।১ দিনের মধ্যেই "কাট্‌নি" আরম্ভ হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা চলে না। রামপ্রতাপের পক্ষ হইতে একজন গোমস্তা এবং একজন আগলদার মাত্র জমির তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত ছিল। গোমস্তা জমি হইতে এক ক্রোশ দূরে রামপ্রতাপের তৃণাচ্ছাদিত ভগ্ন মৃৎকুটীররূপ কাছারি বাড়ীতে অবস্থান করিতেন। আগলদার ক্ষেত্রমধ্যে উচ্চ বংশমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া শীতল সমীরে প্রগাঢ় নিদ্রাসুখ অনুভব করিত।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের লোকজন নিদ্রিত হইলে ভভিখনের

অনুচরগণ একশত মজুর লইয়া নিঃশব্দে ক্ষেত্রের চারিপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজন ধীরে ধীরে মাচায় উঠিয়া নিদ্রিত আগলদারের হস্তপদ এবং মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।

তাহার পরেই শস্য কাটা আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব হইতে নিকটবর্ত্তী নদীতীরে একখানি সুবৃহৎ নৌকা অপেক্ষা করিতেছিল। কাটার সঙ্গে সঙ্গে শস্য সম্ভার নৌকামধ্যে নীত হইতে লাগিল।

প্রত্যূষ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রের সমুদায় ফসল নৌকাযোগে আড়তদারের গোলায় উপস্থিত হইল।

গ্রামবাসিগণ দেখিল ভভিখন প্রাতঃস্নান করিয়া ললাটফলক বিচিত্র তিলকে চিত্রিত করিয়া বারান্দায় বসিয়া একাগ্রচিত্তে রামায়ণ গানে নিযুক্ত আছে।

বেলা এক প্রহরের সময়ে বন্ধনমুক্ত আগলদার গোমস্তাজিকে সংবাদ দিল যে জমির সমস্ত ফসল লুঠ হইয়া গিয়াছে।

অজ্ঞাত নামা চোরের বিরুদ্ধে প্রচুর গালিবর্ষণ করিতে করিতে মসীমলিন বস্ত্রের উপর শুভ্র উত্তরীয় এবং টুপি পরিধান করিয়া মুন্সীজি মালিককে সংবাদ দিবার জন্য হরিহরপুর রওনা হইলেন।

মধ্যাহ্নে মালিক-গৃহে উপস্থিত হইয়া উভয়ে দেওয়ানজি দুমরাজ মাড়োয়াড়িকে ঘটনার সবিস্তার বিবরণ জানাইলেন। সংবাদ পাইয়া দুমরাজ ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে সঙ্গে লইয়া থানায় "এত্তালা" দিবার জন্য ছুটিলেন।

রামপ্রতাপ কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে জেলায় গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "এ নিশ্চয় শালা ভভিখনের কাজ! শালা "বদমাসি"তে তাহার বাপকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে!"

যথাসময়ে রামচন্দরপুরে দারোগা সাহেবের শিবির-সন্নিবেশ হইল। মহা সোরগোলে তদন্ত আরম্ভ হইল। দারোগা সাহেব সমস্ত দিনে প্রায় তিনশত এজাহার লিখিয়া ফেলিলেন।

রাত্রি ৯টার পর এক ব্যক্তি গোপনে আসিয়া ভভিখনের পক্ষ হইতে একটা পাঁচশত টাকার থলি দারোগা সাহেবকে সেলামি দিয়া গেল।

দারোগা সাহেব সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও তদন্তসমুদ্রের কোন কুল দেখিতেছিলেন না। এতক্ষণে গভীর অন্ধকারে তীব্র আলোকচ্ছটা দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

৩

যথাসময়ে রামপ্রতাপের নামে আদালত হইতে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৪৪ ধারার নোটিস্ আসিল। দারোগা রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে ডাকাতির কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। জমি বরাবর ভভিখনের দখলেই ছিল তাহাকে জোর করিয়া বেদখল করিবার জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমা আনীত হইয়াছে। রামপ্রতাপ নোটিস্ পাইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল।

যথাসময়ে মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষ হইতেই বড় বড় উকীল কাউন্সেল নিযুক্ত হইলেন। সাক্ষীর প্রাচুর্য্যে আদালত ভরিয়া গেল।

একমাস ধরিয়া মোকদ্দমার বিচারের পর "রায়" বাহির হইল।

স্বয়ং ভভিখন এবং রাজকুমার সাক্ষীগণকে "তালিম" দিয়াছিলেন। ইংরাজ কাউন্সিলের হুঙ্কার এবং ভ্রূকুটিভঙ্গীতেও তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না।

বিচারক পুলিশ রিপোর্ট সত্য বলিয়া স্থির করিয়া হুকুম দিলেন যতদিন না দেওয়ানি আদালত হইতে ডিক্রি হয় ততদিন এ জমি ভভিখনের দখলে থাকিবে। রামপ্রতাপ তাহাকে বেদখল করিতে পারিবেন না।

ভভিখন বাড়ী ফিরিয়া পরম উল্লাসে জমির চাষ আরম্ভ করিয়া দিল। রামপ্রতাপ বিষন্নমুখে দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য উকীল ব্যারিষ্টারের পরামর্শ সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিল।

যথাসময়ে দেওয়ানি মোকদ্দমা "দায়ের" হইল। এখানে পরাজয় জানিয়া ভভিখন যৎসামান্য খরচ করিয়া কেবল সময় লইতে লাগিল। দুই বৎসর পরে মায় খরচ মোকদ্দমা ডিক্রি হইল।

কিন্তু তথাপি ভভিখন জমির দখল ছাড়িল না।

আদালতের পেয়াদা দখল দিয়া চলিয়া যাইবামাত্র সে রামপ্রতাপের লোকজনকে দূর করিয়া দিল।

ক্রুদ্ধ রামপ্রতাপও এবার লাঠিয়াল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই দাঙ্গা আরম্ভ হইল। ভভিখনের দল রাম-প্রতাপের দুইজন লোকের হাত-পা ভাঙিয়া দিল। অবশিষ্ট লোকজন ভয় পাইয়া বেগে পলায়ন করিল, দেওয়ানজি দুমরাজ এবং গোমস্তাজি দামড়িলাল শীর্ণ ও বৃদ্ধ ঘোটকের মায়া পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজেই সকলকে পথ-প্রদর্শন করিলেন।

আবার তদন্ত আরম্ভ হইল। এবার রামপ্রতাপ দারোগা সাহেবের খাতির রক্ষা করিতে ত্রুটি করিল না।

ফলে ভভিখন ও তাহার চারিজন সঙ্গীর এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইল। আপীলেও কোন ফল হইল না।

রামপ্রতাপ অন্যায়রূপে জমি হইতে বেদখল করার জন্য ভভিখনের নামে "ওয়াসিলাত" দাবি করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিল। ওয়াসি-লাতের পরিমাণ দশ হাজার টাকা নির্দ্ধারিত হইল। এবং যেদিন ভভিখন কারাবাসের পর গৃহে ফিরিয়া আসিল তাহার পরদিনই ওয়াসিলাতের দায়ে তাহার ভদ্রাসন পর্য্যন্ত নিলাম হইয়া গেল।

ভভিখন স্ত্রী পুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইল।

৪

এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য ভভিখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সাক্ষ্য-সাবুদ সংগ্রহ করিয়া সে দারোগা সাহেবকে সংবাদ দিল যে রামপ্রতাপ নিয়মিতভাবে চোরাই মালের কারবার করিতেছে। ধনবান মাড়োয়াড়ির জঘন্য কৃপণতায় দারোগা সাহেব তাহার প্রতি আন্তরিক বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা পাইয়া তিনি সোৎসাহে তদন্তকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ভভিখনের সাক্ষীর অভাব হইল না। গ্রামের অধিকাংশ "বাভন"ই তাহার সাহায্য করিতে লাগিল।

উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া দারোগা সাহেব রামপ্রতাপের বিরুদ্ধে "বদমাসির" (Bad livelihood) মোকদ্দমা চালাইয়া দিলেন।

দশহাজার টাকা ব্যয় করিয়াও রামপ্রতাপ আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে পারিল না। হাকিম বিশ হাজার টাকার জামিনে তাহার নিকট হইতে দুই বৎসরের জন্য "মুচলেকা" লিখাইয়া লইবার আদেশ দিলেন। অপমানিত রামপ্রতাপ ভভিখনকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।

কিছুকাল পরেই Small Cause Courtএ ভভিখনের নামে পাঁচটী মোকদ্দমা দায়ের হইল। মোকদ্দমার টাকার পরিমাণ দুই হাজার টাকা। রামপ্রতাপের পাঁচ জন স্বজাতীয় বন্ধু এই সকল নালিশে বাদী হইয়াছিল। শমন পাইয়া ভভিক্ষণ নিতান্ত বিস্মিত হইল। আদালতে ছুটাছুটি ও অর্থ ব্যয় করিয়া ভভিখন বিস্তর তদ্বির করিল। কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

মাড়োয়াড়িদের বিশাল দেহ "বহি খাতা"র চাপে তাহার স্বপক্ষীয় সমুদয় মৌখিক প্রমাণ নিষ্পেষিত হইয়া গেল।

ডিক্রি পাইয়া মহাজনেরা ডিক্রি জারি করিলেন। ডিক্রির দায়ে ভভিখনের গরু বাছুর, মহিষ, ঘোটক তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব নিলাম হইয়া গেল। তথাপি ঋণ শোধ হইল না।

একজন ডিক্রিদার ঋণের টাকা না পাইয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়া দিল।

ছয় মাস পরে জেল হইতে বাহির হইয়া ভভিখন দেখিল অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাহার স্ত্রী পুত্র অস্থিসার হইয়া পড়িয়াছে এবং পত্রেরকুঠির নির্ম্মাণ করিয়া ভিখারীর মত গ্রাম প্রান্তে বাস করিতেছে।

ক্রোধে ভভিখনের মাথার মধ্যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল। সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া "চিলিমের" পর "চিলিম" গাঁজা খাইতে লাগিল।

প্রত্যুষে রক্তবর্ণ চক্ষে দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া সে উন্মত্তের মত বলিল "তবে তাহাই হউক। শত্রুর শেষ রাখিতে নাই।"

তিন দিন ভভিখনকে গ্রামে দেখা গেল না। চতুর্থ দিনে সে গৃহে ফিরিয়া পুত্র বধুকে আনিবার জন্য বৈবাহিক গৃহে লোক পাঠাইল।

গৃহিণী বলিলেন "নিজেরাই খাইতে পাই না। এ সময় বধূ আসিয়া কি খাইবে?" ভভিখন চীৎকার করিয়া উঠিল "চুপ রও।" তাহার চক্ষে উন্মাদের তীব্র জ্যোতি দেখিয়া গৃহিণী সভয়ে সরিয়া গেলেন। তিন দিন পরে বধূ আসিয়া উপস্থিত হইল।

চতুর্থ দিনে ভভিখন গৃহিণীর নিকট অতি গোপনে কি এক প্রস্তাব করিল। প্রস্তাব শুনিয়া গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন ঃ—তাঁহার মুখ-মণ্ডল সহসা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে ভভিখন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরেই শ্বাশুড়ী যত্ন করিয়া বালিকা-বধুকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সকাল সকাল শুইতে পাঠাইলেন। ছোট ছোট পুত্র কন্যারাও ঘুমাইয়া পড়িল।

ভভিখন বাড়ী ছিল না। গৃহিণীও অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িলেন।

গভীর নিশীথে সহসা অঙ্গন মধ্যে বিকট হুহুঙ্কার শুনিয়া সকলে চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। বধূ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দ্বার খুলিয়া বাহির হইতেই একজন ভীষণ মূর্ত্তি দস্যু তাহার হাত ধরিয়া এক টানে তাহাকে উঠানের মধ্যস্থলে লইয়া আসিল। নিমিষ মধ্যে অপরের লাঠি সবেগে তাহার মস্তকের উপর পড়িল। "মাইয়া গে!" বলিয়াই বালিকা ভূতলে পতিত হইল। আর এক লাঠি! বালিকার প্রাণপক্ষী দেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া শূন্যে মিলাইল। গৃহিণী চীৎকার করিয়া পুত্র বধুর মৃতদেহের উপর আছাড়িয়া পড়িলেন। মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া ছোট ছোট পুত্র কন্যারাও তুমুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল:

রোদন-ধ্বনি শুনিয়া গ্রামের লোক ক্রমে ক্রমে ভভিখনের অঙ্গনে

আসিয়া সমবেত হইল। ডাকাইতেরা তখন গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

গ্রামবাসীরা আসিয়া সভয়ে দেখিল এক পার্শ্বে বধূর মৃত দেহ এবং অপর পার্শ্বে আবদ্ধ-হস্তপদ ভভিখন ও তাহার পুত্র রীতবরণ পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে দগ্ধ মশাল ও রক্তের চিহ্ন এবং চারিদিকে শস্য কণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত! প্রতিবেশীগণকে সমাগত দেখিয়া ভভিখনের গৃহিণী ও কন্যা ক্রন্দনের মাত্রা আরও চড়াইয়া দিল এবং উত্থান শক্তি হীন ভভিখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া "হায়! হায়!" করিতে লাগিল।

৫

প্রত্যূষে দারোগা সাহেব সদলে তদন্ত করিতে আসিলেন। তখনও সমস্ত যথাস্থানে পতিত ছিল।

দারোগা ক্ষিপ্রহস্তে "অকু"স্থলের নক্সা আঁকিয়া ফেলিলেন। কোথায় বধূর মৃতদেহ পাওয়া গেল, কোথায় ভভিখন ও রীতবরণ পড়িয়াছিল, কোথায় মশাল এবং শস্য কণা বিক্ষিপ্ত ছিল দক্ষ হস্তে তিনি সমস্তই নক্সায় বসাইয়া দিলেন। বন্ধন মুক্ত ভভিক্ষণ উঠিয়া বসিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এবং রাম প্রতাপ ও ডুমরাজ যে উপস্থিত থাকিয়া তাহার পুত্রবধূকে খুন করাইয়াছে এবং তাহার শস্য এবং বধূর অলঙ্কার লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে একথা বারবার দারোগা সাহেবকে জানাইল। রীতবরণও পিতার কথা সমর্থন করিল। গৃহিণী তাহাদের নাম করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাদের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন তাহা হইতে বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয় রাম প্রতাপ ও তাহার দেওয়ান ভিন্ন আর কেহই নহে একথা কাহারো বুঝিতে বাকি রহিল না।

রাম প্রতাপের দলে আরও ৭।৮ জন লোক ছিল। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় বলিয়া কেহই তাহাদের চিনিতে পারে নাই। দারোগা সাহেব সাক্ষীদিগের এজাহার এবং অলঙ্কারাদির বর্ণনা তন্ন তন্ন করিয়া লিখিয়া লইয়া তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। সতর্কভাবে বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে গৃহের পশ্চাৎভাগে রক্ষিত এক খড়ের গাদার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দারোগা দ্রুতপদে সেই দিকে অগ্রসর হইয়া একজন কনষ্টেবলকে তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। খড়ের মধ্য হইতে দুই জোড়া জুতা এবং একটা পাগড়ী বাহির হইয়া পড়িল। দারোগা সাহেব তাড়াতাড়ি সেগুলির পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ভভিখন বলিল "এই পাগড়ী ও জুতা রাম প্রতাপের এবং অপর জুতা ছুম রাজের।" আরও কয়েকজন তাহার কথার সমর্থন করিল। হৃষ্টচিত্তে দারোগা কনষ্টেবলকে এই সকল জিনিব যত্ন করিয়া বাঁধিয়া লইতে আদেশ দিলেন।

তদন্ত চলিতে লাগিল। একস্থানে কিছু স্খলিত ধান্য দেখিয়া দারোগা সাহেব স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। বিশেষ মনোযোগ করিয়া দেখিতে দেখিতে দেখা গেল স্খলিত ধানের একটী ক্ষীণ রেখা বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

দারোগা সাবধানে চিহ্নের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ এই চিহ্ন তাঁহাকে রামপ্রতাপের গৃহপশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত করিল। উদ্যানের যে স্থানে গিয়া চিহ্ন লুপ্ত হইয়াছিল সেখানে স্তূপাকার জঞ্জালরাশি।

দারোগা জঞ্জাল সরাইতে আদেশ দিলেন। সরাইতে সরাইতে

ধান্যের বস্তা, সাড়ী ও অলঙ্কার বাহির হইয়া পড়িল। ভভিখন সাগ্রহে বলিল "এই সাড়ী আমার স্ত্রীর এবং এই অলঙ্কার আমার পুত্রবধূর!"

দারোগা তৎক্ষণাৎ কনষ্টেবলদের বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন।

রামপ্রতাপ সবেমাত্র মুখ হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া খাতায় শ্রীশ্রীরামজীর নাম ফাঁদিবার চেষ্টা করিতেছিল এবং ভুমরাজ স্তূপাকার খাতা পত্র সম্মুখে রাখিয়া লেখনী-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সহসা স-কনষ্টেবল দারোগা সাহেবের আবির্ভাবে উভয়েই চকিত হইয়া উঠিল।

দারোগা কনষ্টেবলকে জুতা ও পাগড়ী বাহির করিতে বলিলেন। তাহা বাহির হইলে দারোগা বলিলেন "এ পাগড়ী এ জুতা কাহার?" রামপ্রতাপ বিস্মিত হইয়া বলিল" এ পাগড়ী ও জুতা কোথায় পাইলেন? আজ তিন দিন হইল গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া উঠিয়া আর পাগড়ী ও জুতা দেখিতে পাই নাই।"

অপর জুতা জোড়াটি বাহির করিয়া দারোগা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আর এ জোড়াটি?" ভুমরাজ বলিল "এ জুতা আমার। আজ দুদিন হইল বারান্দায় জুতা রাখিয়া আহার করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া আর দেখিতে পাই নাই।"

দারোগা হাসিয়া বলিলেন "বেশ—বেশ! এ জবাব মন্দ তৈয়ার করেন নাই। কিন্তু ব্যাপার গুরুতর। অত সহজে কাজ উদ্ধার হইবে না।

দারোগা অন্য কনষ্টেবলকে সাড়ী ও অলঙ্কার বাহির করিতে বলিলেন। রামপ্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এগুলি চিনিতে পারেন কি?

বিস্ময় বিমূঢ় রাম প্রতাপ বলিল "এ সব আমি কি করিয়া চিনিব ? এ'ত আমার জিনিস নয়!"

হাসিয়া দারোগা বালিলেন "আপনার ত নয়-ই। আপনার হইলে আর কষ্ট করিয়া অন্য গ্রামে ডাকাতি করিতে যাইবেন কেন ?" "ডাকাতি !" রাম প্রতাপ চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার পদতলে ধরণী সবেগে ঘুর্ণিত হইতে লাগিল। দারোগা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "দুই জনের হাতে হাতকড়ি লাগাও !"

৬

যথাকালে মোকদ্দমা "দাওরা"য় উঠিল। জামিন মঞ্জুর না হওয়ায় রাম প্রতাপ মোকাদ্দমার তদ্বির কিছুই করিতে পারিলেন না।

সাক্ষীরা তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত ব্যাপারের বর্ণনা করিল। ব্যারিস্টার সাহেবের রুদ্রমূর্ত্তি, হুঙ্কার ও আস্ফালনে তাহাদের কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিলেন না। খুন ও ডাকাতির অভিযোগে রাম প্রতাপ এবং ভুমরাজ উভয়েরই যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আদেশ হইল। দারোগা সাহেব আপনার অলৌকিক রহস্যোদ্ভেদিনী শক্তি এবং মোকদ্দমা সাজাইবার ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া, গভীর আত্মপ্রসাদ জনিত আনন্দে মুহুর্মুহু আপনার গুম্ফাগ্র পাকাইতে লাগিলেন। ভভিখনের চক্ষে প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তিজনিত উল্লাসের তীব্রজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। রামপ্রতাপ হাইকোর্টে আপীল করিল। হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের "রায়"ই বাহাল রাখিলেন।

রাম প্রতাপের স্ত্রী পুত্র কেহই ছিল না। সুতরাং ভভিখন অনায়াসে তাহার সম্পত্তি দখল করিয়া লইল। ভভিখনের ভীষণ চরিত্র দেখিয়া

সকলেই ভীত হইয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে কেহই "উচ্চবাচ্য" করিতে সাহস করিল না।

এক বৎসর পরে ভভিখণ খুব সমারোহ করিয়া আবার পুত্রের বিবাহ দিল। পুত্রবধুর প্রাণ বিনিময়ে নষ্ট সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইয়াছিল বলিয়া এবার বধূর আদর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

সিদ্ধার্থ।

১

বার বার তিনবার প্লীডারশিপ পরীক্ষায় বিফল হইয়া শ্রীযুক্ত রীতলাল চৌধুরী যখন স্থানীয় স্কুলে মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী গ্রহণ করিল তখন রীতোর আত্মীয় বন্ধুরা সকলেই একান্ত হতাশ ও দুঃখিত হইয়া পড়িল।

আইন-পড়া আরম্ভ করিয়া অবধি রীতলাল তাহার স্বগ্রাম ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিকাংশ মোকদ্দমারই তদ্বিরের ভার গ্রহণ করিয়াছিল; এবং তাহার কূটবুদ্ধি এবং কর্ম্মঠতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সকলেরই ধারণা জন্মিয়াছিল যে রীতলাল উকীল হইয়া বসিলে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে।

সুতরাং তাহার মাষ্টারী গ্রহণে সকলেরই আশাতরু উন্মূলিত হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু Things are not what they seem। রীত-লাল উকীল হইবার আশা আদৌ পরিত্যাগ করে নাই। তাহার মাষ্টারী গ্রহণের গভীর অভিসন্ধি ছিল।

এবারে পরীক্ষা দিতে যাইবার সময় রীতলাল পরীক্ষার ব্যয় ছাড়া আরও দুইশত টাকা হাতে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। পরীক্ষা হইয়া গেলেও এবার আর সে বাড়ী ফিরিল না। বাড়ীর লোকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া উত্তর পাইল যে, সে পাশের সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় "কারোয়াই"য়ে ব্যাপৃত আছে! পরীক্ষার ফল বাহির হইবার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রীতলাল বাড়ী ফিরিয়া আত্মীয়

বন্ধুদের জানাইল, তাহার "কারোয়াই" সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে ; এবার সে নিশ্চয়ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।

বন্ধুবান্ধবেরা "কারোয়াই"য়ের রহস্য শুনিবার জন্য রীতোকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিয়া বসিল। কিন্তু উত্তরে রীতো একটু চতুর হাস্য করিল মাত্র।

রীতোর ভবিষ্যৎ-বাণী সফল হইল। সত্য সত্যই রীতলাল এবারে প্লীডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল।

২

সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করিয়া শুভদিনে ললাটদেশ দধি ও হরিদ্রায় রঞ্জিত করিয়া, বাসন্তী বর্ণের বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া "বাবু রীতলাল চৌধুরী "সাইন্ বোর্ড" দেওয়া প্রকাণ্ড বাটীতে "গৃহপ্রবেশ" করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই পুরোহিতেরা হোমকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রীতলাল উপস্থিত হইবামাত্র "স্বস্তি" "স্বস্তি" বলিয়া সকলে তাঁহার ললাটে ভস্মলেপন করিয়া দিলেন। রীতলাল কলিকাতায় থাকিতেই বিস্তর মোটা মোটা বাঁধান কেতাব স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অবশ্য এই সকল পুস্তক যে সমস্তই আইন সংক্রান্ত এমন কথা বলাযায় না। বাইবেল হইতে আরম্ভ করিয়া Asiatic Society-র পুরাতন Journal পর্য্যন্ত সমস্তই তাহার মধ্যে ছিল।

রীতলাল গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার "আফিস ঘর" সাজাইয়া ফেলিলেন। মেঝের উপর ফরাস বিছাইয়া মোটা মোটা তাকিয়া দিয়া নিজের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলেন। বাঁধানো

পুস্তকগুলি তাঁহার আসনের দুই পার্শ্বে স্তূপাকারে সজ্জিত হইল এবং দক্ষিণ দিকে কিছু দূরেই রজত-শুভ্র আলবোলা ও "ওগলদান" স্থাপিত হইল।

আফিসের সুব্যবস্থা করিয়াই রীতলাল মোকদ্দমার দালালগণকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন, এবং চারিদিকে সংবাদ পাঠাইলেন যে বাবু রীতলাল মক্কেলগণের প্রবাস দুঃখ দূর করিবার জন্য সহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড বাসা লইয়াছেন—অতি অল্পব্যয়েই মক্কেলেরা তথায় বাস করিতে পারিবে এবং বিনামূল্যে উকীলের পরামর্শ পাইবে। দেখিতে দেখিতে বাবু রীতলালের বাসা কাক সমাকুল বটবৃক্ষের মত মক্কেল-সমাকুল হইয়া উঠিল।

সদাশয় রীতলাল মক্কেলদিগের সুবিধার জন্য বাসের ব্যয় দৈনিক ।৴৫ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—ইহার মধ্যে আহার্য্যের ব্যয় ।০, বাড়ীভাড়া ৴১০, মুন্সীজির লেখাই খরচ ৴৫ এবং পাচক ও ভৃত্যের বেতন ৴১০। মক্কেলদিগের আহার্য্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য "ওকাল সাহেব" বাহিরের একটি কক্ষে একটি মুদির দোকানও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়েরই অসুবিধা ছিল না।

রীতলালের আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে ৪০৲ টাকা ভাড়ায় প্রকাণ্ড বাসা লইতে দেখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু মাসান্তে রীতলাল যখন দেখাইয়া দিলেন যে মক্কেলদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থে কেবল যে বাড়ী-ভাড়া ও পাচকাদির বেতন উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে, ইহা হইতে ওকীল সাহেব এবং মুন্সীজির বাসা খরচও নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, তখন কেহই রীতলালের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

৩

বাসাখরচ সম্বন্ধে স্বপ্রতিষ্ঠ (self-supporting) হইয়া রীতলাল ব্যবসায়ের উন্নতিতে মন দিলেন।

প্রত্যূষে স্নান করিয়া বাহিরের বারান্দায় বসিয়া রীতলাল পুষ্পপত্র এবং শঙ্খ ঘণ্টা সাহায্যে এক ঘণ্টা ধরিয়া মহাসমারোহে পূজা করিতে লাগিলেন এবং পূজান্তে ললাট-দেশ চন্দন ও তিলকে যথাসাধ্য সুচিত্রিত করিয়া আফিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোটা মোটা পুস্তক লইয়া তন্ময় হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

বাসায় সমাগত মক্কেলেরা একাধারে প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং নিবিড় আইন চর্চ্চার পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃ ওকীল সাহেবের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

প্রথম প্রথম মক্কেলেরা একেবারে রীতলালকে মোকদ্দমা না দিয়া তাঁহার পরামর্শ মাত্র লইতে আরম্ভ করিল। তাহারা তাহাদের উকীলদের মুসাবিদা তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল এবং মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত লইতে লগিল। রীতলাল অতিশয় নিবিষ্টচিত্তে সমস্ত কাগজপত্র এবং পার্শ্বরক্ষিত ১০।১২ খানি পুস্তক নাড়াচাড়া করিয়া বিনীত ভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রীতো অত্যন্ত বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন, "আমরা অতি সামান্য ব্যক্তি, বড় বড় উকীলেরা যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কথা কওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কখনও কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ওকালতী করিতে বসিয়াছি বলিয়াই দু এক কথা বলিতে লয়—ইহাতে তোমরা যাহাই মনে কর—"

এইরূপে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া বিনয়ের আবরণে বাবু রীতলাল অন্যান্য উকীলগণের যথাসাধ্য কুৎসা করিয়া সমস্ত মুসাবিদা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে এবং তাঁহাদের মতের ভ্রম বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

কোন বড় বি-এল পাশ করা উকীলের ভ্রম প্রদর্শন কালে কোন মক্কেল আপত্তি করিলে রীতলাল চতুর হাস্য করিয়া বলিতেন, "যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর মাত্র পাইয়া পরীক্ষা পাস করিয়াছে তাহাদের বিদ্যা, যাহারা শতকরা ৬৬ নম্বর পাইয়া পাস করিয়াছে তাহাদের অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক!" এইরূপে রীতলালের বিদ্যা বুদ্ধির খ্যাতি ক্রমশই প্রচারিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে একটী ঘটনায় এই খ্যাতি সহসা আরও প্রবল হইয়া উঠিল।

৪

একদিন একজন মক্কেল একটী নিতান্ত "অচল" গোছের মোকদ্দমা লইয়া সদরে উপস্থিত হইল। খ্যাত অখ্যাত কোন উকীলই তাহার কাগজপত্র দেখিয়া তাহাকে আশ্বাস দিতে পারিলেন না। মক্কেল হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে বাবু রীত লালের নিয়োজিত এক দালালের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। দালাল তাহাকে বিস্তর আশা দিয়া রীতলালের নিকট লইয়া আসিল। বাবু রীতলাল তখন জলযোগান্তে আপনার পারিষদবর্গের নিকট আদালতে নিজের সেদিনকার কীর্ত্তিকাহিনী মহাসমারোহে বিবৃত করিতেছিলেন। কিরূপে তিনি তীক্ষ্ণধার জেরার সাহায্যে বিপক্ষ পক্ষীয় সাক্ষীকে ছিন্ন

ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, বিদ্রূপ বাণে অপর পক্ষের উকীলকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং প্রগাঢ় আইন জ্ঞানের "জ্ঞানাঞ্জনশলাকা" সাহায্যে কেমন করিয়া অন্ধ হাকিমের জ্ঞানচক্ষু "উন্মীলিত" করিয়া দিয়াছিলেন, উপযুক্ত অলঙ্কার সহযোগে তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছিল। শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময়ে, কৌতূহলে, শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

নবাগত মক্কেলও একান্তে বসিয়া এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী নীরবে শ্রবণ করিতেছিল। শুনিতে শুনিতে তাহার "নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ" আশা প্রদীপ ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গল্প শেষ হইবামাত্র সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া ওকীল সাহেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ওকীল সাহেব সহাস্য মুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মুখে বসিতে বলিলেন। মক্কেল সংক্ষেপে তাহার মোকদ্দমার বিবরণ দিয়া মোকদ্দমা সম্বন্ধে অন্যান্য উকীলের মতামতও তাঁহার গোচর করিল।

সমস্ত শুনিয়া ওকীল সাহেব তাহার কাগজপত্র চাহিয়া লইয়া নিবিষ্টচিত্তে তাহার আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কাগজপত্র এবং রাশি রাশি বড় বড় কেতাব নাড়াচাড়া করিয়া রীতলাল উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "এই মোকদ্দমা চলিবে না বলিয়াছে! এমন মোকদ্দমা যদি না চলে তাহা হইলে কোন্ মোকদ্দমা চলিবে তাহা ত জানি না!" ওকীল সাহেব বিজয়ী বীরের ন্যায় সকলের দিকে চাহিলেন। দালাল চতুর হাস্য করিয়া মক্কেলকে ইঙ্গিতে জানাইল, "কেমন? যাহা বলিয়াছি তাহা ঠিক কি না?

বর্দ্ধিত কৌতূহল মক্কেল জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্বপক্ষে কোন

নজির আছে কি ?" হাসিয়া রীতলাল বলিলেন, "নজির ? কত চাও ? কেন ? তোমার উকীলেরা কি বলিয়াছেন ?" মক্কেল বলিল, "তাঁহারা বলেন যে সমস্ত নজিরই আমার বিপক্ষে।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া রীতলাল বলিলেন, "বড় বড় উকীলদের ব্যাপারই এই ! কোন প্রকার পরিশ্রম করিবেন না, কেবল মক্কেলকে ঠকাইয়া টাকা লইবার চেষ্টা। ছি, ছি, কি অন্যায় ! ইহাঁদের জন্য ওকালতীর সম্মান মাটি হইতে বসিয়াছে। তোমার উকীলকে বলিও যত নজিরের আবশ্যক হয় আমি দেখাইয়া দিব।"—মক্কেল বলিল, "আমি আর কাহাকেও রাখিব না। আপনিই আমার মোকদ্দমা গ্রহণ করুণ।"

রীতলাল স্বর খুব নীচু করিয়া চক্ষু টিপিয়া মক্কেলকে বলিলেন, "আজ কালকার হাকিমদের ধরণ দেখিতেছ ত ! বড় উকীল দেখিলেই তাঁরা অভিভূত হইয়া যান। বিদ্যাবুদ্ধির দিকে লক্ষ্য করেন না। যে কথা আমরা বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাই আবার বড় উকীলের নিকট ঘাড় হেঁট করিয়া শুনেন। আমি ভিতর হইতে সব ঠিক করিয়া দিব, কিন্তু একজন বড় উকীল উপলক্ষ থাকা চাই।"

তাহাই স্থির হইল। মক্কেল ভক্তি গদগদচিত্তে দুইটী টাকা বায়না দিয়া উকীল সাহেবের পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল।

যথাকালে মোকদ্দমা "পেশ" হইল। বড় উকীল রীতলালকে বলিলেন, "কই রীতো বাবু, তোমার নজির কই ?" চতুর হাস্য করিয়া রীতো বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই।" বড় উকীল বলিলেন, "তাহা হইলে 'বাহাস' (বক্তৃতা) তুমিই করিও, আমি সাক্ষীদের এজাহার করাইয়াই ছাড়িয়া দিব।" রীতো নীরবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

মোকদ্দমা শেষ হইল। বড় উকীল বলিলেন "রীতো বাবু, তাহা হইলে 'বাহাস্' আরম্ভ করুন।"

রীতো করযোড়ে বলিলেন, "হুজুর থাকিতে কি আমার "বাহাস্" করা শোভা পায়? আপনি বাহাস করুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব।"

বড় উকীল বলিলেন, "তোমার নজির?"

রীতো কাণে কাণে বলিলেন, "হুজুর ত সবই জানেন। নজির কোথায় পাইব? শালা মক্কেল কোন প্রকারেই ছাড়ে না, কি করি বলুন!"

অগত্যা বড় উকীল বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিলেন। রীতো মধ্যে মধ্যে এক একখানি বই খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিতে লাগিলেন। এই সকল পুস্তকের সঙ্গে মোকদ্দমার কোন সংস্রবই ছিল না। সুতরাং দুই চারি লাইন দেখিয়াই তাঁহাকে হাসিয়া পুস্তক সরাইয়া রাখিতে হইল। এইরূপে রীতো ক্রমাগত পুস্তক খুলিয়া দিতে লাগিলেন এবং বড় উকীল তাহা দেখিয়া সরাইয়া রাখিতে লাগিলেন। পশ্চাতে অবস্থিত মক্কেল প্রশংসমান দৃষ্টিতে রীতোর কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে লাগিল। রীতোও মধ্যে মধ্যে তাহার কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন, "দেখিতেছ ত, নজির আছে কি না?"

"বাহাস্" শেষ হইল। রীতো বাহিরে আসিয়া মক্কেলকে ধরিয়া একান্তে লইয়া গিয়া বিষণ্ণ মুখে বলিল, "হায় হায়, এমন মোকদ্দমাটা কেবল বলিবার দোষে একেবারে মাটি হইল! আজ হইতে কাণ মলিলাম, আর কখনো যদি কোন বড় উকীলকে সঙ্গে লই! আমাকেও বলিতে দিলেন না নিজেও বলিতে পারিলেন না। ছি! ছি! ছি!"

মক্কেল বলিল, "আমি ত কেবল আপনাকেই রাখিতে চাহিয়াছিলাম।"
অশ্রু পূর্ণ চক্ষে রীতো বলিলেন, "আমারই কুবুদ্ধি।"

যথাকালে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে রীত-লালের খ্যাতি বৃদ্ধিই পাইল, তাহার হ্রাস হইল না!

৫

উদ্যোগীর সুযোগের অভাব হয় না। রীতলালের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির অন্য সুযোগ সত্বরেই উপস্থিত হইল।

সম্প্রতি আদালতে একটা মোকদ্দমা লইয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়া-ছিল। মোকদ্দমার ভিত্তি একখানি হাজার টাকার হাতচিঠা। বিবাদী নিরক্ষর। সুতরাং হাতচিঠায় তাহার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ ছিল। তাহার সহি অন্য লোকে করিয়া দিয়াছিল।

বিবাদী বলিতেছিল, অঙ্গুষ্ঠের ছাপ তাহার নয়, হাতচিঠা জাল।

বাধ্য হইয়া বাদীকে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া অঙ্গুষ্ঠের ছাপ পরীক্ষা করিবার জন্য অভিজ্ঞ-সাক্ষী তলব করিতে হইয়াছিল। বিবাদী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল; কারণ ছাপ প্রকৃতই তাহারই।

তাহার উকীলেরা মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিতে-ছিলেন। বিবাদীও তাহাতেই সম্মত হইবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় সে একদিন দালাল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বাবু রীতলালের নিকট নীত হইল।

মন দিয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া রীতলাল বলিলেন, "যদি মোক-দ্দমায় আপনাকে জিতাইয়া দিতে পারি তাহা হইলে কি দিবেন?"

উচ্ছ্বাসে বিবাদী বলিল "পাঁচ শত টাকা।"

রীতলাল মক্কেলের কাণে কাণে অনেকক্ষণ ধরিয়া উপদেশ দিলেন। শুনিতে শুনিতে আনন্দে তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পরামর্শ শেষ করিয়া রীতলাল হাসিয়া বলিলেন, "এখন নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া থাকুন। মোকদ্দমায় আপনার জয় অবধারিত!"

মক্কেল হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল।

৬

আজ মোকদ্দমার তারিখ। কিন্তু আজ মোকদ্দমা হইবে না। অভিজ্ঞ-সাক্ষী আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

এই মোকদ্দমা লইয়া কিছু আন্দোলন হওয়ায় হাকিম সেরেস্তার সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেরেস্তা হইতে নথি পাইবার উপায় ছিলনা। তাই আজ আদালতে বসিয়া বাবু রীতলাল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া মোকদ্দমার নথি দেখিতেছিলেন।

মক্কেল কাতরভাবে উকীল সাহেবের পশ্চাতে মেঝের উপর বসিয়া ছিল। অন্য মোকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছিল। আদালত গৃহ জনতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেস্কার তন্ময় হইয়া নথি সাজাইতে-ছিল রীতলালের প্রতি কাহারও লক্ষ্য ছিল না।

দেখিতে দেখিতে রীতলালের অজ্ঞাতসারে হাতচিঠা খানি টেবিলের পাশে মেঝের উপর খসিয়া পড়িল সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে উপবিষ্ট মক্কেল চিঠার ছাপের উপর আপনার কালিমাখা বামাঙ্গুষ্ঠের আর একটি ছাপ বসাইয়া দিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

রীতলাল অনাসক্ত ভাবে ধীরে ধীরে চিঠা খানি তুলিয়া লইয়া

যথাস্থানে রাখিয়া আরও কিছুক্ষণ নথিটি নাড়াচাড়া করিলেন। অবশেষে পেস্কারের নিকট নথি ফিরাইয়া দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বাহির হইতেই মক্কেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। উভয়েরই চক্ষু পরস্পরের দিকে চাহিয়া নীরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যথাকালে অভিজ্ঞ আসিয়া উপস্থিত হইল। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল।

আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য। প্রথমেই অভিজ্ঞ সাক্ষীর তলব হইল। তাঁহার হাতে হাতচিঠা প্রদত্ত হইল। যন্ত্রাদি লইয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠের ছাপের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

উভয়পক্ষের উকীল সাক্ষীর অভিমত জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অনেক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া অভিজ্ঞ বলিলেন, এ ছাপ হইতে কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই। একবারের ছাপের উপর আবার কে ছাপ দিয়াছে।" সমবেত জনতা বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বাদী ও তাহার উকীলেরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। বিবাদীর উকীলেরা সকৌতুকে হাকিমের দিকে চাহিল। বাবু রীতলাল নিবিষ্ট চিত্তে আইনগ্রন্থের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

মোকদ্দমায় বাদীর পরাজয় হইল।

বাবু রীতলাল এসম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেও তাঁহার এই কীর্ত্তি কাহিনী অধিক দিন চাপা রহিল না। অল্পদিনের মধ্যেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল যে বাবু রীতলালের আইনজ্ঞান যেরূপ প্রগাঢ়—তাঁহার "কারোয়াই"য়ের ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ। দেখিতে দেখিতে রীতলালের প্রতিপত্তি অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

৭

অল্পদিনের মধ্যে রীতলালের অসাধারণ প্রতিভার গুণে হাকিম এবং আদলতের মুহুরিগণ সকলেই তাহার অত্যন্ত বশীভূত হইয়া পড়িলেন। পেয়াদা হইতে সেরিস্তাদার পর্য্যন্ত সকলেই রীতলালের নিকট প্রচুর "তহরির" পাইতে লাগিলেন এবং দেশীয় হাকিমদের যাঁহার যাহা অভাব, রীতলাল তাহারই যথাসাধ্য মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে হাকিম নৃত্যগীতে অনুরক্ত, রীতলাল প্রতি শনিবারে তাঁহার জন্য নিজগৃহে "মোফিলের" বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; যিনি দধি ও মৎস্য প্রিয়, মক্কেলের দ্বারায় তাঁহাকে দধি ও মৎস্য আনাইয়া দিতে লাগিলেন; যাঁহার গাড়ীর অভাব, তাঁহাকে নিজে সঙ্গে করিয়া বাড়ী পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন।

হাকিমদের সঙ্গে এই প্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মক্কেলেরা আরও নিবিড়ভাবে ওকীল সাহেবকে বেষ্টন করিতে লাগিল। দিনে দিনে তাঁহার পশার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কিছু দিনের মধ্যেই রীতলাল নিজের বাড়ী করিয়া ফেলিলেন। গাড়ী ঘোড়াও হইল।

এক্ষণে মক্কেল ভুলাইবার জন্য রীতলালকে আর কেতাব হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। এক্ষণে রীতলাল কাগজপত্র কিছু মাত্র না দেখিয়াই মোকদ্দমা চালাইতে পারেন। কেবল তিনি কোন্ পক্ষে আছেন ইহাই পেস্কার সাহেবকে সময়ে সময়ে মনে করাইয়া দিতে হয় মাত্র।

এক্ষণে আর রীতলালের কোন প্রকার নজিরের প্রয়োজন হয় না। রীতলাল বলেন, "Law is nothing but codified common

sense"—সুতরাং তাঁহার নিজের বিবেচনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নজির। এক-বার রীতলালের একজন মূর্খ মক্কেল অপর পক্ষের উকীলকে বিস্তর নজির দেখাইতে এবং নিজের উকীলকে কেবল হাস্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আপনি কোন নজির দেখাইতেছেন না কেন?" রীতো হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "উকীল যতদিন নূতন থাকে, ততদিনই তাহার নজির দেখাইবার প্রয়োজন হয়। সে যাহাই বলে তাহাতেই আদালত অবিশ্বাস করিয়া বলেন, 'নজির দেখাও'। কাজেই বেচারাকে নজির খুঁজিয়া খুঁজিয়া বিব্রত হইতে হয়। আমাদের উপর আদালতের অগাধ বিশ্বাস। আমরা যাহা বলি তাহাই আদালত গ্রাহ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের নজিরের আবশ্যক হয় না।" —ওকীল সাহেবের নিকট এই নজির-রহস্য শুনিয়া পর্য্যন্ত আর কেহ কখনো তাঁহাকে নজির না দেখানোর জন্য অনুযোগ করে নাই।

এক্ষণে রীতলাল আদালতের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। হাকিমেরা তাঁহার নাম রাখিয়াছেন, 'রীতো the Ever Ready'. উকীলেরা নাম রাখিয়াছেন, 'রীতো the Successful.'

"সৃষ্টিধর।"

১

পিতা মুন্সী বুলাকিলাল কোন এষ্টেটের পক্ষ হইতে আদালতে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেন। এতদুপলক্ষে তাঁহাকে সহরেই বাসা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। পুত্র ঘমণ্ডিলালের বয়স তখন ১৬ বৎসর মাত্র। দেশের পাঠশালার বিদ্যা শেষ হওয়ায় বুলাকি পুত্রকে সহরের ইংরাজি স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। পুত্রের বিষয় বুদ্ধি যেরূপ প্রবল তাহার বিদ্যানুরাগ তদনুরূপ না হওয়ায় স্কুলে তাহার বিশেষ সুবিধা হইতে ছিল না। অবশেষে একবিংশতি বর্ষ বয়সে তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছিয়া তাহার বিদ্যার রথ একেবারে অচল হইয়া দাঁড়াইল।

অবস্থা দেখিয়া বুলাকি পুত্রকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আদালতের কাজ শিখাইবার জন্য তাহাকে আপনার সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

অল্পদিন কাজ করিতেই ঘমণ্ডি দেখিল যে প্রকৃতই "অর্থের খনি" যদি কোথাও থাকে ত সে আদালতে। দেখিয়া তাহার সমস্ত মন-প্রাণ এই দিকে একান্তভাবে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে এই রত্নখনির চক্রব্যূহ মধ্যে দ্বার খুঁজিয়া পাইল না। বুলাকিও এজন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু "আম্‌লা"বৃন্দের নিকট প্রচুর মৌখিক সহানুভূতির অধিক আর কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া বুলাকি বলিলেন "আপাততঃ একজন উকীলের মুহুরি হইয়া কাজ আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ কিছু সুবিধা

হইতে পারে।" সুতরাং আপাততঃ এই চেষ্টাই আরম্ভ হইল। প্রসিদ্ধ উকীলদের সেরেস্তায় প্রবেশ করা দুর্ঘট। বুলাকি বিশুদ্ধ পার্শি ভাষায় তাঁহাদের নিকট বিস্তর "আরজ" করিলেন এবং দরবারের বিস্তর মোকদ্দমা যে তাঁহার পুত্রের সাহায্যে তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিবে এ বিষয়েও যথেষ্ট আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজের কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে এরূপ বাক্য বিস্তর শুনিয়াছিলেন। সুতরাং মুন্সীজির বাক্য ছটা শ্রবণে ঈষৎ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে বলিলেন "মাফ্ কিয়া যায় মুন্সাজি, হামারা তাইদ্‌কি কোই জরুরত নেহি হায়!"

অবশেষে এক নূতন বাঙ্গালী উকীল তাঁহার বাক্যের ফাঁদে পতিত হইল। স্থির হইল "ওকীল সাহেব" তাঁহাকে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া বেতন দিবেন এবং ঘমণ্ডি যে সকল কাজ লইয়া আসিবে তাহার জন্য তাহাকে আপনার পারিশ্রমিকের চতুর্থাংশ পুরস্কার দিবেন।" ঘমণ্ডি ওকীল সাহেবের আশ্রয় পাইয়া আদালতের আফিসে ভাল করিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পাইল। এবং ক্রমশঃ নিজের পথ প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

ওকীল সাহেবকে অনুগৃহীত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মাসিক পাঁচটী করিয়া টাকা হস্তগত করিয়াই সে তাহার ঋণ শোধ করিতে লাগিল। এবং অযাচিত ভাবে আম্‌লাবৃন্দের নানা প্রকারের কাজ করিয়া দিয়া তাহাদের চিত্ত হরণ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ঘমণ্ডি সকলের প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল এবং সকলেই তাহাকে কিছু কিছু কৃপা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ওকীল

সাহেব তাহার কার্য্যে একান্ত প্রীত হইয়া বেহারে ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন।

২

এই সময়ে সবজজ আদালতের একজন সেরিস্তাদার "অজগর বৃত্তি" অবলম্বন করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্য এবং উদর প্রদেশের অতিরিক্ত স্থূলতা বশতঃ তাঁহার আর ছুটাছুটি করিয়া শিকার সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না। যে সকল নিয়তন কর্ম্মচারীর প্রতি এজন্য তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইত তাহারা প্রায় "সর্ব্বগ্রাস" করিয়া ফেলিত। এজন্য সেরিস্তাদার সাহেব নিতান্ত ক্ষুন্নচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকালের অবসান হইয়া আসিতেছিল। Extensionএর ও আর এক বৎসর মাত্র বাকি ছিল। যাইবার সময় দুই পয়সা বিশেষভাবে সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে চলিতেছিল ! এই সময়ে সহসা একদিন তাঁহার ঘমণ্ডিলালের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ঘমণ্ডির বিনীত ব্যবহার, অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিমত্তা তিনি কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে সে যদি এই সকল কার্য্যে তাঁহার সাহায্য করে তাহা হইলে তিনি তাহাকে কিছু কিছু কাজ দেওয়াইয়া তাহার বাসা খরচাটা চালাইয়া দেওয়াইতে পারেন এবং সুযোগ পাইলে তাহার একটা কর্ম্মেরও যোগাড় করাইয়া দিতে পারেন।

শুনিয়া ঘমণ্ডি ভক্তি-গদ্গদ চিত্তে সেরিস্তাদার সাহেবের চরণধুলি গ্রহণ করিল।

সেই দিন হইতে সে কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় রত হইল। সেরিস্তাদার সাহেব দেখিলেন ঘমণ্ডির প্রযত্নে তাঁহার মাসিক একশত টাকা আয়বৃদ্ধি হইয়াছে। সন্তুষ্ট হইয়া সেরিস্তাদার সাহেব তাহাকে মাসান্তে ২০টা টাকা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন।

ঘমণ্ডি জিহ্বাদংশন করিয়া দুই হাত পিছাইয়া গিয়া যুক্তকরে বলিল "হুজুরের "হক্" আমার পক্ষে "হারাম"! আমি আপনার "হকে"র অংশ লইব!"

তাহার এই নির্লোভ ব্যবহারে সেরিস্তাদার সাহেব অধিকতর প্রীতিলাভ করিলেন। পর মাস হইতে কিছু কিছু কাজ দেওয়াইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

ঘমণ্ডি একান্ত অবহিতচিত্তে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল।

তাহার অকপট শ্রদ্ধা এবং প্রশংসনীয় অলুব্ধতা নিষ্ফল হইল না। সেরিস্তাদার সাহেব অবসর গ্রহণ করিবার সময় বিশেষ চেষ্টা করিয়া তাহাকে "মুহুরি"র কার্য্যে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন। ঘমণ্ডি তাহার চির প্রার্থিত উন্নতি সোপানের প্রথম সোপানে আরোহণ করিল।

৩

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ঘমণ্ডি নকল-নবিসের পদ পাইল। তাহার সুপ্ত প্রতিভার এখান হইতেই প্রথম উন্মেষ দেখা গেল। সে নকল করিয়া আদালত হইতে যে পারিশ্রমিক পাইতে লাগিল, পক্ষগণকে সাদা নকল দিয়া, শীঘ্র নকল করিয়া দিবার আশ্বাস দিয়া এবং অন্য উপায়ে তদপেক্ষা অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে ঘুরিতে ঘুরিতে সে মুন্সেফের সেরেস্তায় পাকা মুহুরি হইল। এখন হইতে তাহার উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ততর হইল। গোপনে কাগজ পত্রের নকল দিয়া, প্রার্থীর ইচ্ছামত মোকদ্দমার তারিখ বাড়াইয়া দিয়া, বিপক্ষপক্ষকে গোপনীয় কাগজপত্র দেখাইয়া, হাতচিঠা বা তমসুকের পশ্চাদ্‌ভাগে উস্থুলি লিখিয়া দিবার সুযোগ দিয়া—নানা উপায়ে সে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার প্রতিভা দেখিয়া তাহার সহযোগীবৃন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ সে আর এক সোপান অতিক্রম করিয়া ডিক্রিজারির মুহুরী হইল। ঘমণ্ডিলাল আংশিক উন্নতির পক্ষপাতী ছিল না। সে পদোন্নতির সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারেও সমভাবে উন্নতি করিতে লাগিল।

এতদিন মস্তকে স্থূল দীর্ঘ শিখামাত্র তাহার ধর্ম্মানুরাগ ঘোষিত করিতেছিল। এক্ষণে রক্তচন্দনের সুচিত্রিত তিলক তাহার ললাটদেশ সুশোভিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তাম্রকুটের সোপান অতিক্রম করিয়া গঞ্জিকার সোপানে আরোহণ করিল।

এই পদপ্রাপ্ত হইয়া ঘমণ্ডির প্রতিভা বিকাশের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল।

সে সাধারণভাবে প্রত্যেক ডিক্রি প্রস্তুত করিবার জন্য ডিক্রির টাকার উপর শতকরা ১৲ টাকা এবং ডিক্রি জারির জন্য শতকরা আরও ১৲ টাকা "তহরিরের" ব্যবস্থা করিল।

কোন কোন ডিক্রিদার প্রথম প্রথম এ ব্যবস্থায় কিছু আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে ইহার ফলে ছয় মাসের মধ্যেও ডিক্রি প্রস্তুত হইল না, ডিক্রিজারির দরখাস্ত নানা কল্পিত কারণে খারিজ হইয়া যাইতে লাগিল এবং দরখাস্ত, নিলামের

ইস্তাহার, তলবানা প্রভৃতি অসম্ভব উপায়ে অদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন তাহাদের আপত্তি ক্রমেই ক্ষীণতর হইতে লাগিল। এবং অবশেষে একটী ঘটনায় তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়ার পর এই আপত্তির শেষ রেখাটুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া গেল।

একবার এক মাড়োয়াড়ির কোন মোকদ্দমায় ৫০০০৲ টাকার ডিক্রি হইল। ঘর্মাণ্ড বলিল ডিক্রি তৈয়ার করিতে ৫০৲ টাকা লাগিবে। মাড়োয়াড়ি অত টাকা দিতে অস্বীকৃত হইল। ফলে তিনমাসের মধ্যে ডিক্রি প্রস্তুত হইল না। মাড়োয়াড়ি উকীলকে দিয়া একথা আদালতকে জানাইল। সদরালা সাহেব ঘর্মাণ্ডকে ডাকিয়া ধমকাইয়া দিলেন। তিন দিনের মধ্যেই ডিক্রি প্রস্তুত হইয়া গেল। গর্ব্বোৎফুল্ল মাড়োয়াড়ি বুক ফুলাইয়া তাহাকে দুইকথা শুনাইয়া দিল। মর্ম্মাহত ঘর্মাণ্ড তাহার কোন উত্তর দিল না। ম্লানমুখে আপনার কাজ করিতে লাগিল। মাড়োয়াড়ি ডিক্রি জারির দরখাস্ত করিল। যথাসম্ভব সত্বর ঘর্মাণ্ড তাহার সমস্ত কাজ করিয়া দিল।

মাড়োয়াড়ি সহাস্যমুখে ভাবিল রোগের উপযুক্ত ঔষধ পড়িয়াছে! ডিক্রিজারি হইয়া দেনদারের জমি ক্রোক হইল। মাড়োয়াড়ি সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ী চলিয়া গেল।

তাহার পর, কিছুকাল পরে মারোয়াড়ি একদিন সবিস্ময়ে দেখিল যে নাজির সাহেব লোকজন লইয়া তাহারই জমির চারিদিকে খোঁটা গাড়িয়া খরিদ্দারকে জমি দখল দেওয়াইতেছেন।

মাড়োয়াড়ি ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল "একি ব্যাপার? এযে আমার জমি? আমার জমিত নিলাম হয় নাই!" নাজির সাহেব নিলামের ইস্তাহার বাহির করিয়া জমির বর্ণনা পড়িয়া শুনাইয়া

দিলেন সে বর্ণনা তাহারই জমির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল! বিপন্ন মাড়োয়াড়ি আদালতে ছুটিল।

বহুকষ্টে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া প্রায় ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া মাড়োয়াড়ি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইল।

মাড়োয়াড়িকে দেখিতে পাইয়া প্রচুর শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিয়া ঘমণ্ডি বলিল "কোন্‌টা অধিক লাভজনক হইল শেঠ্‌জি?" শেঠ্‌জি ম্লানমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এই সকল সাধারণ বিধির প্রবর্ত্তনের পর প্রতিভাশালী ঘমণ্ডি বিশেষ বিশেষ বিধির অবধারণে যত্নবান হইল এ সকলের জন্য বিশেষ-রূপ পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হইল।

ডিক্রিদারের অজ্ঞাতসারে দেন্দারের নিকট হইতে উশুলির দরখাস্ত লইয়া "রেজিষ্টারে" উশুলি লিখিয়া দেওয়া, কাহারও কোন পূর্ব্বতন ডিক্রির টাকা মহাজনের ডিক্রিতে ক্রোক হইবার সম্ভবনা হইলে তাহাকে গোপনে সংবাদ দিয়া টাকা বাহির করিয়া লইবার সুবুদ্ধি প্রদান করা, নিলামের ইস্তাহার গোপন করিয়া ডিক্রিদারকে অর্দ্ধমূল্যে দেন্দারের সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইবার সুযোগ করিয়া দেওয়া, ডিক্রি তৈয়ারী করিবার সময়ে খরচ ও সুদের টাকার হিসাবে প্রয়োজন মত হ্রাস বৃদ্ধি করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র লুকাইয়া ফেলিয়া ডিক্রি খারিজ করাইয়া দেওয়া—প্রভৃতি বিশেষ বিধির অন্তর্গত হইল এবং এ সকল কাজের জন্য পারিশ্রমিকেরও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সাত বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মুন্সীজি বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার উন্নতি দেখা

গেল। ললাটস্থ তিলক স্থূলতর হইল, শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত হইল। বৃদ্ধ পিতা মাতা গৃহ হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং অতঃপর গঞ্জিকার সঙ্গে সঙ্গে সায়ংকালে "সিদ্ধি"র সরবৎ পান করিবার ব্যবস্থা হইল।

৮

উন্নতির সোপানে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া ঘমণ্ডিলাল পেস্কারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এবার তিনি কণ্ঠদেশে মাল্য ধারণ করিলেন এবং সর্ব্বদা "হরি হরি" "রাম রাম" "শিব শিব" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পেস্কার সাহেব পারিশ্রমিক সম্বন্ধে নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিলেন।

যে তারিখে যতগুলি মোকদ্দমা থাকিবে তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমায় প্রত্যেক পক্ষের নিকট হইতে এক টাকা করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া হইবে, এইরূপ সাধারণ ব্যবস্থা হইল। তদ্ভিন্ন কোন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া, কোন মোকদ্দমায় প্রার্থনানুরূপ তারিখ দেওয়াইয়া দেওয়া, কোন মোকদ্দমার শীঘ্র শীঘ্র নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া, কোন মোকদ্দমার মুলতুবির খরচ দেওয়াইয়া দেওয়া বা মাফ করাইয়া দেওয়া, কোন দরখাস্তে ইচ্ছানুরূপ হুকুম লেখাইয়া দেওয়া—প্রভৃতির জন্য বিশেষ বিধির ব্যবস্থা হইল।

কোন কোন দুর্ব্বুদ্ধি প্রথম প্রথম এ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই পেস্কার সাহেবের অমোঘ প্রতাপ দেখিয়া তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল।

একবার একজন মাড়োয়াড়ি মক্কেলের নিকট পেস্কার সাহেব ৫৲

টাকা পারিশ্রমিক প্রার্থনা করায় মাড়োয়াড়ি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অসঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। মাড়োয়াড়ি বলিল "আমি সমস্তদিন এইখানে বসিয়া থাকিয়া ও উকীলকে বসাইয়া রাখিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিব সেও স্বীকার, তথাপি তোমাকে এক পয়সা দেব না।"

নির্ব্বিকার পেস্কার বলিলেন "যেরূপ আপনার অভিরুচি! শ্রীহরি—শ্রীহরি—শ্রীহরি!" মাড়োয়াড় কম্বল বিছাইয়া আদালত গৃহে বসিয়া রহিল। মাড়োয়াড়ির নাম যোধমল। কিছুক্ষণ পরে আদালতের পেয়াদা হাঁকিতে আরম্ভ করিল ঃ—"রুরমল মাড়োয়াড়ি হাজির হো!"—অন্যের মোকদ্দমা ভাবিয়া যোধমল কোন উত্তর দিল না।

পেস্কার সাহেব হাকিমের নিকট Ordersheet পেশ করিয়া বলিলেন "এই লোকটা ক্রমাগত বিবাদীপক্ষকে কষ্ট দিতেছে এবং কোন তারিখেই হাজির হইতেছে না।" ক্রুদ্ধ হাকিম তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিলেন।

যোধমল সন্ধ্যাপর্য্যন্ত বসিয়াও যখন দেখিল যে তাহার মোকদ্দমা উঠিল না, তখন সে উকীলকে ডাকিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে বলিল।

উকীল Ordersheet পড়িয়া দেখিলেন যে তাহার মক্কেলের মোকদ্দমা বিনা তদ্বিরে খারিজ হইয়া গিয়াছে।

যোধমল গর্জ্জিয়া উঠিল। "সে সারাদিন আদালতের ঘরে বসিয়া আছে একবারও তাহার ডাক হইল না অথচ মোকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল।"

"আমি Affidavit করিব" ইত্যাদি বলিয়া আস্ফালন করিতে করিতে সে বাহির হইয়া গেল।

পরম ভক্ত পেস্কার সাহেব আপনার মনে বলিলেন "কেহ দু পয়সা বাঁচাইতে গিয়া দশ টাকা খরচ করিয়া বসে! সকলই রামজির ইচ্ছা। শ্রীহরি, শ্রীহরি—শ্রীহরি।"

যোধমলের এই ঘটনার পর আর কেহ পেস্কার সাহেবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিল না।

৮

কিছুদিন নাজিরের কাজ করিয়া, গ্রামের জমির উপর শ্যামকে দখল দেওয়াইয়া, ক্রোক করা শস্যাদির সিংহাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, "তহকিকাৎ" করিতে গিয়া পারিশ্রমিকের পরিমাণের অনুপাতে স্বপক্ষে বা বিপক্ষে রিপোর্ট দিয়া, টাকা লইয়া ক্রোক করিবার পরোয়ানা অনুসারে দেনদারের গো মহিষের পরিবর্তে তাহার শত্রুর গো মহিষ ক্রোক করিয়া অবশেষে নন্দা পদাগুলাল কর্ম্মজীবনের সর্ব্বোচ্চ সোপান সেরিস্তাদারের পদে আরোহণ করিলেন।

এইবার ধনাগুর প্রতিভাবিকাশের ক্ষেত্র সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত হইল। নবীন সেরেস্তাদার সাহেব আফিসে আসিয়াই "তহরিরের" তালিকা সম্পূর্ণ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিলেন। আরজি রেজিষ্টারি, এভিডেভিট প্রভৃতির পারিশ্রমিক দ্বিগুণিত হইল। অধস্তন কর্ম্মচারীগণের প্রত্যেককে ডাকাইয়া বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে তিনি বলিয়া দিলেন যে "আপনাদের এখন নবীন বয়স। আপনারা এখনো অনেক উপার্জ্জন করিবেন। আমার কর্ম্মকাল অবসিত-প্রায়। অতএব যাহাতে শেষ জীবনে "শ্রীশ্রীরাধাকিষুণজি"র পবিত্র লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে পারি—তাহার ভার আপনাদেরই উপর।"

অতএব এখন হইতে প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে সেরিস্তাদার সাহেবের শ্রীবৃন্দাবনবাসের খরচ বাবদ নিজের দৈনিক উপার্জ্জনের এক চতুর্থাংশ করিয়া যে দিতে হইবে তাহা স্থির হইয়া গেল।

মুণ্ডিত-মস্তক পরম বৈষ্ণব সেরিস্তাদার সাহেব চেয়ারের পশ্চাৎ হইতে মখমল নির্ম্মিত হরিনামের ঝুলিটি টানিয়া লইয়া উচ্চরবে হরিনাম জপে প্রবৃত্ত হইলেন।

আফিস-সংক্রান্ত আয়ের সুব্যবস্থা করিয়া সেরিস্তাদার সাহেব জুনিয়ার উকীলদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি সঞ্চালিত করিলেন। এক এক জনকে গোপনে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে তিনি সম্প্রতি গৃহে শ্রীশ্রীমদনগোপালজির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রভুর দৈনিক সেবা এবং 'হোলি'র বিশেষ উৎসবে প্রচুর ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে। অতএব এই গুরুভার তাঁহাদের কৃপাব্যতীত একাকী তাঁহার পক্ষে বহন করা অসম্ভব। অতএব তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া Commission fee এবং Guardianship feeর এক চতুর্থাংশ শ্রীশ্রীমদনগোপালজির সেবায় উৎসর্গ করেন তাহা হইলে তাঁহারও ভার লাঘব হয় এবং তাঁহাদেরও গোলক প্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া উঠে।

সেরিস্তাদার সাহেবের কূটনীতি এবং দুষ্ট-প্রতিভার কথা কাহারো অবিদিত ছিল না। সুতরাং অনেকেই ক্ষুণ্ণচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কেবল কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। আপত্তিকারীগণের নেতা শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী হুঙ্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি এ কথা হাকিমদের কর্ণগোচর করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে জজসাহেবের কাছে অভিযোগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ভক্তির অবতার সেরিস্তাদার সাহেব বিনীত ভাবে কহিলেন

"আপনাদের নিকট আমার কোন দাবি নাই। কেবল দরিদ্রতার জন্য আমার এই ভিক্ষা। সৎকার্য্যে দান আপনাদের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরই উপযুক্ত। এখন আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা! জয় লালা বৃন্দাবন-বিহারী-লাল কি জয়!" সেরিস্তাদার সাহেব ভক্তিভরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া পুনরায় মাল্য জপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকৃষ্ণ বাবু ক্রোধে গর্জ্জন করিতে করিতে বারলাইব্রেরীতে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে হাকিমের বাসায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সেরিস্তাদার সাহেব জানাইলেন যে উকীল কমিশনারগণের দৌরাত্ম্যে পক্ষগণ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যে কার্য্যে ছয় মাস লাগাইয়া দিতেছেন, আদালতের অতি সামান্য মুহুরি অনায়াসে তাহা এক মাসে সম্পন্ন করিতে পারে। হাকিম সাহেব superior education এর লোক। সেরিস্তাদারের কথা শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন:— "They are all dishonest fellows! Check their bills strictly and mercilessly cut them down!" সেরিস্তাদার সাহেব করজোড়ে বলিলেন "আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি। এরূপ করিলে উকীলেরা আমার নামে নানাপ্রকার 'সেকায়েৎ' করিবে। আমি গরিব মারা পড়িব—" হাকিম বলিলেন "Never mind I shall help you." সেরিস্তাদার ভক্তিভবে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দিনই রাধাকৃষ্ণ বাবুর এক হাজার টাকার Bill ৩০০৲ টাকায় "পাস" হইয়া গেল।

রাধাকৃষ্ণ বাবু গর্জ্জন করিয়া হাকিমের নিকট ছুটিলেন। হাকিম আরক্তচক্ষে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "The Commissioners are

all dishonest. It is fortunate that you have got Rs. 300 My Ghasiara could have done the work in 10 days." রাধাকৃষ্ণ বাবু নিষ্ফল রোষে গর্জ্জন করিতে করিতে লাইব্রেরিতে ফিরিয়া গেলেন। সেরিস্তাদার সাহেব ভক্তিগদ্গদচিত্তে বলিলেন "সব রামজিকা ইচ্ছা। জয় মহারাজ বাঁকে বিহারীলাল কা জয়!"

৬

ক্রমে সেরিস্তাদার সাহেব সদরালার আফিস হইতে জজের আফিসে উন্নীত হইলেন।

তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতিও এইবার সম্পূর্ণতা লাভ করিল। অতঃপর তিনি গৃহে গৌরিক এবং নামাবলী ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া কৃষ্ণপ্রেমশিক্ষার জন্য "পরকীয়া" রস সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং হরিনাম রসের স্বাদবৃদ্ধি জন্য তাহাতে কিঞ্চিৎ সুরা রসও মিশাইয়া লইলেন। অতঃপর জন্মাষ্টমী ও হোলির উৎসবের পর সপ্তাহকাল আর তাঁহার দর্শন পাওয়া যাইত না। তিনি প্রেম-ভক্তি-রসে বিহ্বল হইয়া এ কয়দিন "সখী-সাধনা"তেই নিরত থাকিতেন।

জজসাহেবের সেরিস্তাদার হওয়ায় আমলাবর্গের স্থানান্তরিত করার এবং তাহাদের উন্নতি ও অবনতি সাধনের ভার তাঁহারই উপর পড়িল। সেরিস্তাদার আয়ের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক পদের এক একটী মূল্যতালিকা নির্দ্ধারিত করিলেন এবং মূল্যপ্রাপ্তি অনুসারে আমলাবর্গের ইচ্ছামত স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন।

সেরিস্তাদার সাহেবের অমোঘ প্রতাপ দেখিয়া বাঙ্গালী আমলারা

তাহার নাম রাখিল "সৃষ্টিধর"; বেহারী আমলারা নাম রাখিল "ক্রোটা জজবাহাদুর"।

আম্‌লাদের নিকট হইতে ব্যতীত, Receiver নিযুক্ত করা Guardian নিযুক্ত করা, Insolvencyর দরখাস্ত মঞ্জুর করা ইত্যাদি ব্যাপারেও সেরিস্তাদার সাহেবের প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

এইরূপ প্রবল পরাক্রমে "রাজত্ব" করিতে করিতে অবশেষে "সৃষ্টিধরে"র কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিল। এক বৎসরের extension পাইয়া সেরিস্তাদার সাহেব আর একটী "ফণ্ড" খুলিলেন। ইহার নাম হইল "Pilgrimage Fund." প্রত্যেক মক্কেলকে এই ফণ্ডে পাঁচসিকা করিয়া জমা দিবার হুকুম হইল। এই টাকা সেরিস্তাদার সাহেবের হরিনামের ঝুলিতে সঞ্চিত হইত এবং তিনি বাড়ী যাইবার সময় ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ঝুলিটী গলায় ঝুলাইয়া অশ্বারোহণে বাড়ী ফিরিতেন।

অবশেষে সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের পর সেরিস্তাদার সাহেবের অবসর গ্রহণের শুভদিন আসিল।

যথাসময়ে ভক্তপ্রবর "সৃষ্টিধর" শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। পণ্ডিতজি আসিয়া কপালে হরিদ্রা ও দধির তিলক অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে "ভাগবত-রত্ন" উপাধিদানে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। একজন ভক্ত তাঁহার মাথার উপর রজতদণ্ডযুক্ত রেশমের ছত্র ধারণ করিলেন। আম্‌লাবৃন্দ পথের দুইধারে হরি-নামাঙ্কিত পতাকা হস্তে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাতে "রামশিঙা" মুখর কীর্ত্তনের দল হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ভক্তি বিহ্বল সেরিস্তাদার সাহেব সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম

অঙ্কিত করিয়া গৈরিক বস্ত্র এবং নামাবলী ধারণ করিয়া দুই পার্শ্বে অবস্থিতা দুই সখীর কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। একত্রিংশ বৎসরের সুদীর্ঘ কার্য্যকালের পর লীলাময় "সৃষ্টিধরে"র সংসার লীলার অবসান হইল!

"বেহার পরদীপ"।

১

জাতকের জন্মকুণ্ডলী দেখিয়াই প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত রামফল দুবে মহারাজ জাতকের পিতা মুন্সী জগ্দম্বা সহায়কে গোপনে বলিয়াছিলেন যে জাতকের "কুল-পাবন"-যোগ আছে। পুত্র যে দেশ প্রসিদ্ধ জন-নায়ক হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জগ্দম্বা পণ্ডিতজির গণনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়াও পুত্রের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ফলে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সেই পরদীপ নারায়ণ জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ণ করিতেছিল। অতি অল্পবয়স হইতেই পরদীপ ভাবুক ও গভীর চিন্তাশীল ছিল এবং কিরূপে জন্মভূমির কল্যাণসাধিত হইতে পারে সর্ব্বদাই সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত। চিন্তার সাহায্যের জন্য সে বাল্যকাল হইতে সিগারেট সেবন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল; এবং যখন তাহার লঘুপ্রকৃতি বন্ধু ও সহপাঠিবৃন্দ "ফুটবল" খেলিয়া বা ঘুড়ি উড়াইয়া সময়ের অপব্যয় করিত, তখন সে নির্জ্জন ভাগীরথীতীরে শস্প শয্যায় শয়ান হইয়া সিগারেটের ধূমাকর্ষণ করিতে করিতে গভীর চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তদগতচিত্তে কাটাইয়া দিত।

অষ্টাদশবর্ষে "সাবালক" হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুপ্ত প্রতিভা সহসা জাগরিত হইয়া উঠিল এবং সে নবোদ্যমে দেশের কল্যাণ সাধনের রহস্যভেদে একাগ্রচিত্তে আত্মসমর্পণ করিল।

একদিন জ্যোৎস্না-খচিত ভাগীরথী তরঙ্গের দিকে চাহিতে চাহিতে

তাহার মনে হইল যে বেহারে বাঙ্গালীর আধিপত্য অত্যন্ত অধিক। অধিকাংশ হাকিম এবং উচ্চ কর্ম্মচারীই বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর এই অস্বাভাবিক উন্নতির গূঢ় রহস্য কি? বাঙ্গালী কি বলে তাহার স্বদেশ-বাসীঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? কখনই না। বুদ্ধিতে? তাহাও নহে। চরিত্র বলে? অসম্ভব। তবে তাহার উন্নতির হেতু কি? ভাবিতে ভাবিতে পরদীপের মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার ধমনীমধ্যে রক্তস্রোত খরতর বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। সে তাড়াতাড়ি মাথার টুপি খুলিয়া ধরাতলে শয়ন করিয়া একবার উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিল। সহসা প্রার্থিত তথ্য অনল অক্ষরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল:—"বাঙ্গালীর উন্নতির মুল তাহার ইংরাজি ভাষায় অধিকার।" "Eureka! Eureka!"—চীৎকার করিয়া পরদীপ লাফাইয়া উঠিল।

পর দিনই সে Dicks Edition রোনেল্ড্স্এর নভেল এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বক্তার বক্তৃতাবলী আনাইয়া লইবার জন্য "অর্ডার" দিল।

অতঃপর স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া সে নিশীথ রাত্রি পর্যান্ত নভেল পাঠ ও বক্তৃতা, মুখস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এবং সন্ধ্যার সময়ে নির্জ্জন গঙ্গাতীরে . রাত্রির পঠিত বক্তৃতারাজির আবৃত্তি করিয়া আপনার নবার্জ্জিত জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে লাগিল।

কিছুকাল এইরূপে গোপনে উন্নতি সাধন করিয়া সে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় হরকিষণ ও বলদেও পেসাদের নিকট একদিন তাহার জীবনব্রতের উল্লেখ করিল। শুনিয়া বন্ধুদ্বয় ভক্তিবিহ্বল দৃষ্টিতে বহুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

এক বৎসরের মধ্যে পরদীপ কি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার পরীক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইল। বার্ষিক পরীক্ষায়

India সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার প্রশ্ন পড়িয়াছিল। পরীক্ষক স্বয়ং হেড্ মাষ্টার। পরদীপ সমস্ত প্রশ্ন ছাড়িয়া কেবল এই প্রবন্ধ লইয়া পড়িল। সে উদ্বেলিত হৃদয়ে আবেগ কম্পিত হস্তে আরম্ভ করিল ঃ—

"From the snow-shivering solemnity of the highest hoary Himalaya to the curious cornerity of the Cape Comorin, lies in luxurious lumination of the golden grandour of a glorious sun shine, the "gorgeous Granery of the East"! No croaking crow can cross its corpse—no surging shower of a shrieking sea can swallow its sovereignty!"

স্কুল হইতে বাহির হইয়াই সে শ্রদ্ধাশীল বন্ধুবর্গকে সমবেত করিয়া আপনার অদ্ভুত রচনা শুনাইয়া দিল। শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। হরকিষণ বলিল "You are the Damosthenes of Behar" বলদেও বলিল "You are the Edmund Burke!" কেবল একজন বন্ধু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে corpse লেখাটা ঠিক হইয়াছে কি?"

ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিয়া পরদীপ বলিল "Inanimate object can have no life; so its body must be corpse!" সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। প্রশ্নকারী লজ্জায় মরিয়া গেল।

কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" ঈর্ষাপরবশ বাঙ্গালা হেড্ মাষ্টার তাহার এই অসাধারণ অধিকার স্বীকার করিলেন না। তিনি তাহাকে আফিস ঘরে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে "কতকগুলা bombastic কথা ব্যবহার করিলেই ভাল ইংরাজি হয় না: এবং অল্প শিক্ষিতের পক্ষে এরূপ ভাষা ব্যবহার নিতান্ত মারাত্মক!"

সদাশয় পরদীপ মৃদু হাস্য সহকারে শিক্ষকের ঈর্ষ্যা-জনিত এই অমার্জ্জনীয় দুর্ব্বলতা অবহেলায় ক্ষমা করিল ; এবং আপনার আবিষ্কৃত সমুন্নত রচনা প্রণালীকে দৃঢ়তর আগ্রহে বরণ করিয়া লইল। যথা-কালে পরদীপ তৃতীয় বিভাগে কোন প্রকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বুঝিল যে জগতে গুণের আদর একান্ত দুর্লভ! F. A. পাস করিতে তাহার ৫ বৎসর লাগিয়া গেল।

সুতরাং সে উচ্চ শিক্ষায় আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক না হইয়া সত্বর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে "প্লীডারশিপ" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

দুই বার "ফেল" হইয়া তৃতীয় বারেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরদীপ শুভদিনে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল।

২

স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করায় পরদীপের দেশহিতৈষিতাবৃত্তির চরিতার্থতার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বক্তৃতাশক্তি ও কার্য্য পটুতায় বাঙ্গালীকে অতিক্রম করা তাহার জীবনের প্রধান ব্রত হইল। সে নানা প্রকার সভাসমিতি স্থাপন করিয়া, তর্ক করিয়া বক্তৃতা করিয়া দল "পাকাইয়া" আপনার উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইল।

সুতরাং যখন রাজার আদেশে ১৯১২ সালে বেহার প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তখন সে উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দোচ্ছ্বাস গোপন করিতে পারিল না। সে বেহারী ছাত্র মণ্ডলীর একটি বৃহৎ দল গঠন

করিয়া সমস্ত দিন বৃহৎ পতাকা হস্তে কালেক্টর সাহেব ও পুলিশ সাহেবের বাটীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। পতাকায় বড় বড় অক্ষরে লিখিত হইল "Majority of Behar"। অর্থ ঃ—এত দিনে বাঙ্গালী অভিভাবকের হাত এড়াইয়া বেহার "সাবালক" হইবার অবকাশ পাইল!

সেই দিন সন্ধ্যার পর স্বপ্রতিষ্ঠিত—"Society for the Salvation of Behar"—সভায় সে যে স্মরণীয় বক্তৃতা পাঠ করিল, তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য! পাঠকবর্গের কল্যাণের জন্য আমরা তাহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"It is not a jumping judgment of a jaundiced jealousy that actuates us to cut off our connection with the beastly burden of bragging Bengal; it is a question of consummate cleverness of the International law—the delightful doctorine of the brilliant Balance of Power. If India is a corporate corporeity, and Bengal its head, the head must not be allowed to grow hydrocephalatic; the sturdy arms of Behar must press it into its proportionate position."

ঘন ঘন করতালিতে সভাতল বিকম্পিত হইল। "Three cheers for S. B.—the Saviour of Behar"! "জয় 'বেহার-পরদীপ' বাবু পরদীপ নারায়ণ কা জয়"—রবে নৈশ আকাশ নিনাদিত হইল। বন্ধুরা অগ্রসর হইয়া পরদীপের গলায় "S. B." লেখা সোনার মেডেল পরাইয়া দিলেন। পরদীপ-প্রতিষ্ঠিত হিন্দী পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লীলাধর ঝা এক বৃহৎ পিত্তল-পাত্রে কর্পূর জ্বালিয়া তাঁহার

"আরতি" করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পশ্চাৎ হইতে সমবেত ছাত্র-কণ্ঠে পণ্ডিতজির রচিত "চৌপাই" সুরসংযোগে মধুর রাগিণীতে উথলিয়া উঠিল ঃ—

"জিও 'পরদীপ' মেরা অাঁধিয়ালা বেহার কো।
উজ্‌লা জহরৎ মেরা বেহার সোনাকা হার কো॥
খুস্‌বু গুলাব্ হামারা বেহার গুলাব্‌কে ঠার কো
বৈশাখী "তাড়ী" হামারা বেহার-বালা তাড়্ কো॥

বাহিরে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। তুমুল কলরবে সভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইল।

বাটী আসিয়াই দেশব্রত পরদীপ বাঙালিয়া নামধারী বৃদ্ধ ভৃত্যকে অকারণে বিদায় দান করিলেন, বাংলা পান খাইবার ভয়ে চিরপ্রিয় তাম্বুলচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিলেন এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত মখলাল মিসির তাঁহার কোন রোগের জন্য "বৃহদ্বঙ্গেশ্বর রস" ব্যবস্থা করায় মিসিরজির সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিলেন।

৩

এইরূপে দেশের কল্যাণসাধনে দৃঢ়ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরদীপ নেতার উপযোগী গুণাবলী অধিকৃত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

পরদীপ দেখিয়াছিলেন যে Barএ যাহারা উন্নতি করিতে পারে তাহারা অতি সহজেই নেতার আসন অধিকার করিবার শক্তিলাভ করে। সুতরাং পরদীপের প্রথম দৃষ্টি এই দিকেই পড়িল। পরদীপ প্রত্যেক মোকদ্দমাতেই রাশি রাশি নজির উপস্থিত করিতে লাগিলেন;

এবং তাহাদের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাখ্যাদ্বারা যুগপৎ হাকিমের বিস্ময় এবং প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গের ঈর্ষা উদ্রিক্ত করিতে লাগিলেন।

একবার একজন বন্ধু পরদীপকে জিজ্ঞাসা করেন যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনি এত নজির কোথায় পান? হাসিয়া পরদীপ বলিয়াছিলেন "They find who know how to see"

নজিরের ভারের পরও যাহা অবশিষ্ট থাকিত অসাধারণ বক্তৃতা শক্তির দ্বারা তিনি তাহা পূরণ করিয়া লইতেন। বিপক্ষপক্ষে বাঙ্গালী উকীল থাকিলে তাহার বক্তৃতাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইত। তিনি সাক্ষ্যবিচার করিতে করিতে সময়ে সময়ে উত্তেজিত স্বরে বলিতেন:—

"These witness were afterwards born with double energy, though there was no conception of them before. They were the posthumous issues of our foreign friend's frantic fancy!"

অল্পদিনের মধ্যেই পরদীপ গভীর আইনজ্ঞান সম্পন্ন উকীল বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। ক্রমশঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অন্যতম নেতা বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি ঘটিল।

এই সময়ে Home Rule লইয়া দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। শুনিয়া পরদীপ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "This is Suicidal. Home rule means rule by the advanced which is unbearable!"

সেই দিনই মহাসমারোহে "S. B.' সভার বিশেষ অধিবেশন হইল। স্বয়ং কালেক্টর সাহেব সভাপতি আসন গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হইলেন। পরদীপ তুমুল করতালিধ্বনির মধ্যে গাত্রোত্থান করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সে অলৌকিক বক্তৃতার ভাষা ও

ভাবৈশ্বর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারি আমাদের এমন শক্তির একান্ত অভাব। সুতরাং অতি সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ভাবানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিয়াই আমাদের ক্ষুণ্ণচিত্তে ক্ষান্ত থাকিতে হইল।

পরদীপ বলিলেন, "আমরা হিন্দু। আমরা সাকার ঈশ্বর মানি। নিরাকার মানি না। রাজা এবং রাজপুরুষ আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহাদের শ্রীচরণে অর্ঘ্যদান করিয়া আমাদের ভক্তি বিহ্বল হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে। Home rule হইলে আমরা কাহার পূজা করিব? abstract idealর? কখনই নহে। তাহা হইলে আর্য্যসমাজীর সঙ্গে হিন্দুর কি পার্থক্য থাকিবে? ভদ্রগণ, শেষে কি আমরা ঘৃণিত আর্য্য-সমাজীতে পরিণত হইব? কখনই নহে। আমি লক্ষবার বলিব—কখনই নহে।

তার পর দেশের সেবা? এই অনন্ত প্রসারিত নদীমুখর, পর্ব্বত খচিত, অরণ্যসমাকীর্ণ দেশের কে সীমা করিতে পারে? সুতরাং এই অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় দেশের সেবা কিরূপে সম্ভব? বর্ত্তমান কালে রাজপুরুষগণের শাসনকালে দেশের পরিচয় লাভের সহজ উপায় রহিয়াছে। দেশ যেখানেই থাক, তাহা যে তাহাদেরই চরণতলে অবস্থিত, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের সেবাতেই দেশের সেবা, তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতেই দেশের প্রতি ভক্তি। এ শাসন যদি অদৃশ্য হয় তাহা হইলে দেশ সেবা মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইবে। দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।"—শুনিতে শুনিতে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কেবল লজ্জিত সভাপতি আরক্তমুখে মুহুর্মুহু রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন।

এই সময়ে প্রাচীন সরকারী উকীল অবসর গ্রহণ করায় সরকারি

উকীলের পদ শূন্য হইল। পরদীপ ভাবিলেন এ পদ নিশ্চয়ই তাঁহারই প্রাপ্য। যোগ্যতা এবং রাজভক্তি উভয় দিক্ দিয়াই জেলার মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। সুতরাং পরদীপের পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা চলিতে লাগিল।

কিন্তু আশানুরূপ ফল ফলিল না। কালেক্টর সাহেব একার্য্যের জন্য একজন সুযোগ্য বাঙ্গালী উকীলকে নিযুক্ত করিলেন। পরদীপ গর্জ্জিয়া উঠিলেন। "There is no justice under the heavens!" তাঁহার উদ্বেলিত রোষ সংবাদ পত্রে correspondent এর পত্রে ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। কিন্তু সরকার বাহাদুর ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

সরকারের অনুগ্রহবঞ্চিত হতাশ পরদীপ হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। "There shall be no Alps! I shall make my own way!" অতঃপর পরদীপ ওকালতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

পরদীপ শুনিয়াছিলেন সকলদেশের প্রসিদ্ধ উকীলেরা তাহাদের নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্য বিখ্যাত। সার রাসবিহারী, সার তারকনাথ প্রভৃতিও আমাদের দেশে এই জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

সুতরাং অতঃপর পরদীপ তাঁহার তেজস্বীতার ও নির্ভীকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বেহারবাসীকে স্তম্ভিত করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শীঘ্রই সুযোগ উপস্থিত হইল। রাইয়তদের সঙ্গে নীলকুঠির এক সাহেবের মোকদ্দমা উপস্থিত হইল।

সাহেব প্রজাদের নামে বাকি খাজনার নালিস করিয়াছিলেন।

প্রজারা জবাব দিয়াছিল যে সাহেব জোর করিয়া কবুলতিতে বর্দ্ধিত হারে খাজনা লিখাইয়া লইয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী সমস্ত জমির খাজনা ইহা অপেক্ষা অনেক কম।

পরদীপ চেষ্টা করিয়া রাইয়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরদীপ জেরার উপর জেরা করিয়া সাহেবকে অস্থির করিয়া তুলিতে ছিলেন এবং আদালত কর্ত্তৃক তাঁহার প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া নির্দ্দেশিত হইলেও কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হইতেছিলেন না।

অবশেষে বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইল। পরদীপ বীরদর্পে গর্জ্জিয়া উঠিলেন ঃ—"The cowardly atrocity of these blood sucking vampires is unparallelled in the annals of the terrestrial empire. The insolent iniquity of the morbid morality is a matter of psycholvgical investigation and Ethical research—in the matter of monstrous mentality and abominable aberration!" ক্রমেই পরদীপের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদীপ যাহা মুখে আসিল নিজের অনন্যকরণীয় ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অপর পক্ষের উকীল বার বার সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন "You transgress all limits and make yourself liable to be prosecuted for defamation!"

পরদীপ গর্জ্জিয়া উঠিলেন "Don't try to intimidate me. I am a hard not to crack!"

যথাসময়ে "রায়" বাহির হইল। সাহেব ডিক্রি পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরদীপের নামে মানহানির নালিশ দায়ের হইল। পরদীপ বন্ধুবান্ধবের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু কোথাও বিশেষ উৎসাহ পাইলেন না।

বুদ্ধিমান্ উকীল দামোদর লাল বলিলেন "It was very foolish on your part to have acted thus !"

প্রবীণ উকীল বাবু সিংহেশ্বর চৌধুরী বলিলেন "I have every sympathy with you. You know, I am not afraid of any body—not even your L. G.—but I hate these criminal courts ! All the same, you have my good wishes ! অন্যান্য উকীলেরা "বন্ধু যে যত, স্বপ্নের মত দল ছেড়ে দিল ভঙ্গ !" বিপন্ন পরদীপ অবশেষে নিরুপায় হইয়া চির ঘৃণিত বাঙ্গালী উকীল বীরেন্দ্র বাবুর শরণ লইলেন। বীরেন্দ্র বাবু চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু পরদীপ নিষ্কৃতি পাইলেন না। তাঁহার এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল। ম্লানমুখে অর্থদণ্ড দিয়া পরদীপ অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন "ungrateful country !"

অতঃপর পরদীপ সমুদয় সাধারণ কার্য্যের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার "S B" উৎসাহের অভাবে উঠিয়া গেল।

পরদীপ দুঃখ করিয়া বলিলেন "Divorced alike by official favour and public sympathy, one can not spend his days between the Devil and the Deep Sea. Good bye to my ungrateful country !"

পণ্ডিতজি আর একবার ভাল করিয়া পরদীপের কোষ্ঠীবিচার করিয়া বলিলেন যে অতি অল্পের জন্য তাঁহার "প্রবল রাজযোগ" খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে।

রেলপথে।

অপরাহ্ন হইয়া আসিয়াছে। জামালপুর হইতে গয়ার গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। 'পুরী-মিঠাই,' 'পান-বিড়ি-সিগারেট.' 'রোটি-গোস্ত,' 'খীরা-কাকুড়ি-খরবুজা,' 'কেলা-নারাঙ্গি-নাশ্‌পাতি,'— প্রভৃতি রব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। গার্ডসাহেব সবুজ-নিশান হস্তে ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে পদচারণা করিতেছেন। একজন বিশালোদর মাড়োয়াড়ি গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মধ্যশ্রেণীর এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে এক কুলি এক বিশাল মোট, লোটা এবং বিছানা লইয়া উপস্থিত হইল। বহুকষ্টে মোটটীকে প্রবেশ করাইয়া শেঠজি তাহাকে নিম্নের বেঞ্চের উপর সযত্নে রক্ষা করিলেন।

তাহার পর কুলিকে উপরের 'বাঙ্কে' ভাল করিয়া শয্যা রচনা করিয়া দিতে আদেশ দিলেন। শয্যা রচিত হইলে শেঠজি অনেকগুলি জটিল গ্রন্থি মোচন করিয়া নিতান্ত প্রসন্নভাবে কুলির হস্তে দুইটী পয়সা দিয়া বলিলেন "লেও তুম্‌হারা বখসিস্।" কুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল "কেয়া দেতা হায়-শেঠজি ? দোঠো পয়সা। এক আনা তো মামুলি হায়। উস্‌পর এত্তা বড়া বোঝা!" উভয়ে ঘোরতর তর্ক আরম্ভ হইল। অবশেষে শেঠজি দুনিয়ার নানাবিধ জুলুম ও অত্যাচারের করুণ আবৃত্তি করিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে জটিলতর বস্ত্র-গ্রন্থি উন্মোচন করিয়া হতাশভাবে আর একটী পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন

"লেও তুমারাই বাত্ রহা। রাস্তামে যব্ নিকলা তব্ খর্চা করনাই হায়।" কুলি গালি দিতে দিতে চলিয়া গেল।

শেঠজি পায়ের জুতাজোড়টা খুলিয়া উত্তমরূপে গামছায় মুছিয়া দ্বারের সম্মুখে রাখিয়া শ্রীচরণ দুইখানি বেঞ্চের উপর তুলিয়া দিয়া হাই তুলিয়া আরামের স্বরে বলিলেন "জয় গোপাল জি!"

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। গার্ডসাহেব বাঁশি বাজাইয়া নিশান নাড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

এই সময়ে কোট প্যাণ্ট পরিহিত এক বেহারবাসী ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া গাড়ীতে উঠিতে প্রবৃত্ত হইল। শেঠজি হাঁ হাঁ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "ইয়া গাড্ডীমে জাগা নেহি হায়, দোস্‌রি গাড্ডীমে যাও।" উত্তেজিত বেহারী বলিল "চোপ্ রও শালা। তুম্‌হারা বাপকা গাড়ী হায়।" "কেয়া?" বলিয়া শেঠজি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে ধাক্কা দিলেন। ধাক্কাধাক্কিতে বেহারবাসীর পদাঘাতে শেঠজির একপাটি জুতা লাইনে পড়িয়া গেল।

শেঠজি বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন "গার্ডসাহেব! হামারা জুতি গিরা দিয়া। দোহাই হুজুরকে! হামারা সাঢ়ে সাত রৌপেয়াকে নয়া জুতি!"—

গার্ডসাহেব চলন্ত গাড়ীর 'পাদানে' লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেয়া হুয়া?" শেঠজি বলিলেন "হুজুর, এই সালা হামারা জুতি গিরা দিয়া!"

বেহারী গর্জ্জিয়া উঠিল "Sir, the fellow push me. I about to be thrown on the line ; the rascal !

গার্ডসাহেব মাড়োয়াড়িকে বলিলেন "কেঁও ধাক্কা মারা?"

মাড়োয়াড়ি করুণ স্বরে বলিল "ধাক্কা নেহি মারা সাহেব।" সাহেব "চোপ রও শূয়ারকে বাচ্চা!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। শেঠজি প্লাট ফর্ম্মের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "জুতা উঠা দেও ভাই। চার আনা বখ্‌সিস্ দেউঙ্গা।" শেঠজির কুলিটী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল "চার আনাকে ওয়াস্তে আদ্‌মি জান্ দেগা! বড়া দেনেবালা—শালা চোট্টা।"

পার্শ্বের কক্ষ হইতে এক সুরসিক বাঙ্গালী যুবা বলিয়া উঠিল "উপাটিটো ভি বিগ্ দিজিয়ে শেঠ জি! যিস্‌কো মিলেগা সো খুশী হোকে পেন্‌হে গা। আউর আশীর্ব্বাদ করে গা" বাঙ্গালীর উদ্দেশে অস্ফুট স্বরে কিঞ্চিৎ সুকথার উল্লেখ করিয়া মর্ম্মাহত শেঠজি জুতার অপর পাটিটী গামছায় বাঁধিয়া হতাশভাবে বেঞ্চের উপর আপনার দেহভার বিন্যস্ত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

শেঠজি শয়ন করিলে ইংরাজি পরিচ্ছদ-শোভিত ভদ্রলোকটী মাথার টুপিটী খুলিয়া রাখিয়া আরাম করিয়া উপবেশন করিলেন। নেকটাই শোভিত সাহেবি পোষাকের উপর তাঁহার দোদুল্যমান স্থূল শিখাটী পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ভারতীয় ধর্ম্মের বিজয়-ঘোষণা করিতে লাগিল। রঙিন রুমালে মুখ মুছিয়া যত্নপূর্ব্বক একটী 'কলম্বিয়া' সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ধূমোদ্গার করিতে করিতে বাবু সাহেব বলিলেন "হাম্‌কো সাড়ে সাত রোপেয়াকে জুতি দেখ্‌লাতা। লছ্‌মি চৌধুরী সাতলাখ রোপেয়া পানিমে ডাল্‌দে সক্‌তা—সাড়ে সাত রোপেয়া!— পরসাল 'কিউল ব্রিজ্'মেএক রাত্‌মে পানি আকে দেড় লাখ রোপেয়াকে চীজ্ ভাঁসা দিয়া। চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার আকে বহুত্ আফশোষ কর্‌কে কহা "বাবু সাহেব আপকো বহুৎ লোক্‌সান হুয়া। হাম এজেন্টকো

লিখকে আপাকো কুছ দেলা দেঙ্গে। হাম হাঁসকে কহা হামারা ওয়াস্তে তকলিফ নেহি করনা সাহেব। যো নসিব মে থা হো গিয়া। উস্‌কো লিয়ে ফিকির কেয়া। উস্ রোজ সে সাহেব হামারা নাম দিয়া King Contractor!" জামালপুর সে দিল্লীতক্ যেৎনা কাম দেখিয়ে গা সব হামারা কেৎনা দশ বিশ লাখ আতা হায় যাতা হায়— কোন্ উস্‌কা হিসাব রাখ্‌তা।"

প্রসন্নভাবে মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের দিকে চাহিয়া চৌধুরী সাহেব সিগারেটের ধূম্রাকর্ষণ করিতে লাগিলেন। একটী বাবু সাহেব চক্ষে সুর্ম্মা দিয়া গোলাপি মিজ্জাইয়ের উপর ফুলদার টুপি চড়াইয়া এক পার্শ্বে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। তিনি একটু সরিয়া বসিয়া চৌধুরী সাহেবকে বলিলেন "হামারা বে-ওকুফ নোকরনে এক বড়া ভারি গল্‌তি কিয়া। উস্‌কো লানে বোলা ডেওঢ়াকে টিকট, উলায়া থার্ডকিলাস—" হাসিয়া চৌধুরি বলিলেন "কোইপরোয়া নেহি। আপকো কাঁহা যান হায়? যাঁহা যাইয়ে লছ্‌মি চৌধুরিকে নাম লিজিয়ে—বাস! হামরা নামসে ট্রাফিক ম্যানেজারতক্ থরথরাতা হ্যায়!" "ওঃ হো! তব কেয়া পরোয়া!" বলিয়া বাবু সাহেব স্থূল গুম্ফরাজি ভাল করিয়া চুমরাইয়া লইয়া মুখে আর একখিলি পান নিক্ষেপ করিলেন। চৌধুরি সাহেব আর একটী সিগারেট ধরাইয়া গবাক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

ট্রেণ ধারারায় আসিয়া পৌঁছিল। তিন জন মুসলমান আরোহী বিছানা, বাক্স, পানদান, ওগলদান, গড়গড়া প্রভৃতি লইয়া মহা সমারোহে গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গাড়ীতে উপবেশন করার কিয়ৎকাল পরে জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে হাজি সাহেব চীৎকার

করিয়া উঠিলেন। "আরে তোবা! মেরা খানা কাঁহা?" কি সর্ব্বনাশ! হাজিসাহেবের "কমবখ্‌ত" চাকরটা তাঁহাকে কি বিপদেই ফেলিয়াছে। উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ভিন্ন অন্য কোন স্নেহ পদার্থই হাজি সাহেবের সহ্য হয় না। তাহার উপর একটু বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাঁহার রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। হাজি সাহেবের বিবি সাহেবা সেই জন্য প্রত্যহ স্বহস্তে তাঁহার জন্য রন্ধন করিয়া থাকেন। অন্য কাহারো রন্ধন তাঁহার রুচিকর হয় না। একটী সুপুষ্ট মোরগ, এক ডজন খাস্তা পারেটা, অর্দ্ধসের রাবড়ি এবং অর্দ্ধসের উৎকৃষ্ট সিরণি (মিষ্টান্ন) ইহাই হাজি সাহেবের রাত্রের নিয়মিত আহার।

প্রত্যূষে উঠিয়াই মোরগটীকে জবাই করিয়া চালে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। সন্ধ্যার সময়ে সেইটীকে ছাড়াইয়া একসের গব্য ঘৃত সংযোগে রন্ধন করা হয়। সমস্ত রন্ধন কেবল ঘৃত সাহায্যে হইয়া থাকে—তাহাতে বিন্দু মাত্র জল পড়িবার যো নাই! অন্যান্য মশলার সঙ্গে তাহাতে জাফ্‌রাণ, গরম মসলা, কিছু মেওয়া এবং কিছু উৎকৃষ্ট দধি সংযোগ করিয়া—পাত্রের মুখ সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করিয়া এই রন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার একটু এদিক ওদিক হইলেই সর্ব্বনাশ!—হায় হায়! মূর্খ চাকরটা আসল জিনিসটাই দিতে ভুল করিল! আজ রাত্রে হাজি সাহেবের উপবাস ভিন্ন উপায়ান্তর নাই!

হাজি সাহেব যখন "খানা"-বিভ্রাটে বিপন্ন ছিলেন, তাঁহার সহযাত্রী খাঁ সাহেব সেই অবসরে আলবোলা হইতে তাম্রকূট-ধূমাকর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। এক্ষণে হাজি সাহেবকে কিছু প্রকৃতিস্থ দেখিয়া তাঁহার দিকে নলটা ফিরাইয়া দিয়া করুণস্বরে বলিলেন "বাস্তবিক চাকর বাকরদের উপর বিশ্বাস করিলেই বিপদ।

এ অঞ্চলে ভাল তামাক পাওয়া যায় না বলিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে এক একবারে ৮০৲ টাকা দিয়া একমণ করিয়া তামাক আনাইয়া লই। শেষ চালান গতকল্যমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘরে অত উৎকৃষ্ট তামাক থাকিতে "বে-অকুফ" খানসামাটা ভুলক্রমে কৌটায় নিজেদের খাইবার "কড়ুয়া" তামাকটা ভরিয়া দিয়াছে! এখন দেখুন দেখি সারারাত কি "তকলিফ্!"

পার্শ্বের তৃতীয় শ্রেণীর কক্ষ হইতে গঞ্জিকা ধূমের সুরভির সঙ্গে সঙ্গীত-লহরী উথলিয়া উঠিল:—

"আরে পিছে চলত ভাই লছমন
আগে চলত রঘুবীর!"

গাড়ী কাজরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা ১০।১২ জন স্ত্রী-পুরুষ লাঠি, বস্তা, ঝুড়ি, এবং হাঁড়ি-কুড়ি লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। চৌধুরি সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আরে ইয়ে ডেঢ়া গাড়ী হায়। আগে যাও। আগে যাও।"

কিন্তু পশ্চাৎ হইতে তাহাদের অগ্রণী বলিল "আরে চল্‌রে শুকুরা! ডেঢ়া আর আঢ়াইয়া!" হুড়মুড় করিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল। "আরে ই কেয়া—ই কেয়া!" বলিতে বলিতে হাজিজি ও হাকিম সাহেব নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিলেন। কেবল শেঠজি সমস্ত বেঞ্চখানি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া উদরদেশ কম্পিত করিতে করিতে নাসিকা গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত চৌধুরী সাহেব ছুটিয়া গিয়া গার্ডকে ডাকিয়া আনিলেন। গার্ড বহুকষ্টে নিশানের দণ্ডপ্রয়োগে আগন্তুক দিগকে নামাইয়া দিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করিলেন।

হাজি সাহেবের আর একটী যুবা সহযাত্রী এতক্ষণ মনঃসংযোগ

করিয়া তাম্বুল-রচনা করিতেছিলেন। এক্ষণে দুইটী খিলি জর্দ্দা সহযোগে নিজের মুখবিবরে নিক্ষেপ করিয়া হাজি সাহেব ও হাকিম সাহেবকে আপ্যায়িত করিয়া চৌধুরি সাহেবের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

"খাজা ওস্‌মান্ আলির" নাম মুঙ্গের ও গয়া জেলায় শোনে নাই এমন কে আছে? খাজা সাহেবদের পূর্ব্বনিবাস দীল্লিতে ছিল। যখন খাঁ বাহাদুর সাম্‌সুদ্দান এক বিপুল সেনা লইয়া বেহার জয় করিবার জন্য পাটনায় আসেন সেই সময়ে খাজা গওহর আলি সাহেব বাদশাহের হুকুমে এই অভিযানের ধনরক্ষক হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসেন। সেই সময়ে শেখপুরার প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করে। বেহার বিজয়ের পর বাদশাহ তাহাকে 'ইনাম' দিতে চাহিলে তিনি পরগণা গয়েশপুর 'ইনাম' চাহিয়া লইয়া সেখপুরায় বাস করেন। তখনকার দিনে সেই পরগণার আয় ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা। তাহার পর এক ঘটনায় খাজা পরিবারের অর্থগৌরব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়।

চৌধুরি বলিলেন "সে কি রকম?"

পকেট হইতে একটী আতরের শিশি বাহির করিয়া মোচে কিছু আতর লাগাইয়া খাজা সাহেব ওস্‌মান আলি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "মেরা দাদাকে খেয়াল!" ওসমান সাহেবের পিতা তাঁহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার একবার বড় কঠিন পীড়া হয়। দীল্লি, কলিকাতা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ—সকল মুলুকের, ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম দেখাইয়া কিছুতেই তাঁহার রোগ আরোগ্য হয় না। মনঃক্ষুন্ন পিতামহ বাড়া ফিরিয়া পুত্রের নিশ্চিত মৃত্যু ভাবিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিবার সংকল্প করেন। একদিন মনের এইরূপ অবস্থায় এক পাহাড়ের উপর ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে এক

ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ফকির খাজা সাহেবের বিষন্নতার কারণ অবগত হইয়া একটু চূর্ণ তাঁহার হাতে দিয়া বলেন "বাচ্চা এই দাবা লেড়কাকে খিলা দেও।" তিনদিনের মধ্যে শিশু সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইল। কিন্তু ফকিরের আর দর্শন পাওয়া গেল না।

ঠিক এক বৎসর পরে ফকির "ইনাম" লইতে আসিলেন। খাজা সাহেব তাঁহার সমুদয় জায়গীর ফকির সাহেবকে ইনাম দিয়া ফেলিলেন। দুই এক জন বন্ধুবান্ধব বলিলেন "ইনামটা বড় বেশী হইয়া গেল। পিতা হাসিয়া বলিলেন "কুছ্ ভি নেহি। জানকে দাম হাজার লাখ্ সে ভি জেয়াদা হায়!" সেই দিন হইতে খাজা পরিবারের পার্থিব অবস্থা কিছু মান হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি কাহিনী দিগন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খাজা ওসমান আলি সাহেব পিতামহের কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বেলিত-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ মোচে তা দিতে লাগিলেন।

গাড়ী কিউলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভৃত্যের দোষে সন্ধ্যা আহারে বঞ্চিত হাজি সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন "মেওয়া-বালে! মেওয়া-বালে!" ফল বিক্রেতা কদলী, আপেল, নাশপাতি, ক্ষীরা, কাঁকড়ি, আমরুদ লইয়া উপস্থিত হইল।

হাজি সাহেব জিনিসের দর করিতে গিয়া দেখিলেন যে সমস্ত দুনিয়া বেগে জাহান্নামের দিকে চলিয়া গিয়াছে! ধর্ম্মজ্ঞান মনুষ্যচিত্ত হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় হাজি সাহেবকে অগত্যা মেওয়ার আশা ত্যাগ করিয়া এক পয়সার কাঁকড়িতেই তৃপ্ত হইতে হইল। তিনি সহযাত্রীগণের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কেয়া কিয়া যায়। জারা নাশতাই না করনা।" "মোরগ মসল্লম" এবং

রাবড়ি মেওয়া সেবী হাজি সাহেবের এই দুর্দ্দশা দর্শনে সকলেই মনঃক্ষুন্ন হইলেন।

ইতিমধ্যে প্লাটফর্ম্মে এক মহা গোলোযোগ উপস্থিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল লক্ষপতি চৌধুরি সাহেবের সঙ্গে টিকিট কলেক্টরের বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। টিকিট কলেক্টর বলিতেছিল "তুমি without ticket travel করিতেছ। যদি এখনি টিকিটের মূল্য ও Penalty না দাও তাহা হইলে আমি তোমাকে পুলিসের হাতে hand over করিব।" চৌধুরি বলিতেছিলেন "I am pass holder. I forgot to bring pass. Your Traffic Manager and Agent know me. I report against you." জোর করিয়া হাত ধরিয়া ticket collector বলিল "Do what you like. I wont let you go." চৌধুরি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন "কেয়া! হামারা হাত পকড়তা? লছমি চৌধুরিকে নেহি জানতা?"

কিন্তু চৌধুরি সাহেবের তর্জ্জনে বিশেষ কোন ফল হইল না। রেল পুলিশের জমাদার আসিয়া চৌধুরি সাহেবের ভার গ্রহণ করিল। গোলোযোগে শেঠজির নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শেঠজি উঠিয়া বসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন "শালা চোট্টা! টিকস্ খরিদ্‌নে কো পয়সা নেহি হায় বিশ্‌ লাখকে গপ্‌ উড়াতা থা! হামারে সাড়ে সাত রোপেয়াকে নয়া জুতি নাশ কর দিয়া—শালা!"

মুরুব্বির এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া "থার্ডক্লাস টিকিট"-ধারী বাবু সাহেব তাড়াতাড়ি কানে পৈতা জড়াইয়া লোটা হস্তে পাইখানায় প্রবেশ করিল।

গাড়ী সেখপুরা ষ্টেশনে পৌঁছিল। খাজা সাহেবের "হাবেলি"

এই গাড়ীতে স্বদেশে যাইতেছিলেন। সুতরাং গাড়ী ষ্টেশনে থামিবা মাত্র খাজা ওসমান সাহেব গলায় ফুলের মালা এবং কাণে "ইত্তর" সিক্ত তুলা গুঁজিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "পাল্কী! পাল্কী!"

কিন্তু পাল্কীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। খাজা সাহেব ব্যাকুল হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। কিন্তু "পরদা" রক্ষা করিয়া বিবি সাহেবাকে গাড়ী হইতে নামাইবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। অবশেষ দুইজন কুলিকে ডাকিয়া "পর্দ্দা বানাও" বলিয়া নিজের চাদরখানি ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু একখানি চাদরে পরদা হয় না। খাজা সাহেব সহযাত্রীগণের দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "চাদ্দর! চাদ্দর!"—"হাঁ হাঁ জরুর জরুর!"—বলিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কাহারও নিকট রুমাল ও তোয়ালিয়া ভিন্ন আর কোন বস্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেল না।

এই সময়ে শেঠজি একখানি স্থূল চাদরে দেহের ঊর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া ঘৃতের দর মণকরা কত করিয়া চড়াইয়া দিলে এক মাসের মধ্যে তাঁহার সাড়ে সাত টাকার জুতার মূল্য উঠিয়া যাইতে পারে—সম্ভবতঃ এই কঠিন সমস্যার সমাধানে নিমগ্ন ছিলেন।

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হতাশা-তাড়িত খাজা সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া একটানে শেঠজির চাদর টানিয়া লইয়া স্ত্রীলোকের গাড়ীর দিকে ধাবমান হইলেন। রূঢ় আঘাতে চেতনাপ্রাপ্ত শেঠজি সবেগে লম্ফ দিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। খাজা সাহেব কুলির হাতে চাদর দিয়া বলিলেন "জলদি করো। পরদা বানাও।" কিন্তু পর্দ্দা রচনার পূর্ব্বেই শেঠজি ব্যাঘ্রবিক্রমে খাজা সাহেবের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। শেঠজির

গুরুভার দেহের চাপে খাজা সাহেব অচিরে ধারাশায়ী হইলেন। শেঠজি তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন "ইয়ে কেয়া লুঠ্‌কে মুল্লুক হো গিয়া? এক শালা জুতি নাশ্‌ কর দিয়া, দুস্‌রা চাদ্দর লেকে ভাগ তা—?" কাতর কণ্ঠে খাজা সাহেব বলিলেন "আরে ছোড়ো ছোড়ো; গাড়া খুলেগী!" শেঠজি গর্জ্জিয়া উঠিলেন "কেয়া? ছোড়েগা? শালা চোট্টা! তুম্‌কো জেহল্‌মে দেউঙ্গা তব ছোড়ুঙ্গা! শালা বদমাস্‌!" খাজা সাহেব শেঠজির কবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই গাড়া ছাড়িয়া দিল। তখন উভয়েই ধাবমান হইয়া গাড়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গাড়ী প্লাটফর্ম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল!

কাঁকড়ি-ভোজন-পরিতৃপ্ত হাজি সাহেব হাকিম সাহেব প্রদত্ত গড়ুয়া তামাকুর ধূম্রাকর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "ইজ্জতের খেয়াল" রাখিতে গেলে পয়সার মায়া করিলে চলে না। এরূপে "আওরথ'"দের লইয়া যাওয়ায় পর্দ্দাও রক্ষা হয় না। তাছাড়া নানা প্রকারের অসুবিধায় পাড়তে হয়। আমার "হাবেলি"কে কোথাও লইয়া যাইতে হইলে আমি একখানা করিয়া op n truck ভাড়া লই। একেবারে ঘেরাটোপ দেওয়া পাল্কী সমেত সওয়ারিকে গাড়ীর উপর উঠাইয়া দি। কাহারেরা সঙ্গে সঙ্গে থাকে যেখানে নামিবার প্রয়োজন হয় তাহারা পাল্কী সমেত নামাইয়া লয়।" হাকিম সাহেব শ্মশ্রু চুমরাইয়া বলিলেন "ইয়ে নেহাইৎ উম্‌দা তারিকা।"

আত্মপ্রসাদ-পুলকিত হাজি সাহেব চক্ষু মুদিয়া পুনশ্চ তাম্রকূট রসাস্বাদে নিমগ্ন হইলেন।

গাড়ী নওয়াদা পৌছিল। রায় বদ্রিদাস গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। হাকিম সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া "আঃ হা। আদাব-আরজ রায় সাহেব"—বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর রায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি নবাব সাহেবের চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলেন—না? নবাব সাহেব কেমন আছেন? হাকিম সাহেব বিস্তর শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন নবাব সাহেব শেষটা কুচিকিৎসায় মারা গেলেন। আমি একমাস চিকিৎসা করিয়া নবাব সাহেবকে প্রায় আরাম করিয়া আনিয়াছিলাম। কেবল জ্বর এবং "ছাতির ধড় ধাড়"টা ছিল। গয়া হইতে বাঙ্গালী ডাক্তার আসিয়া সব "বরবাদ" করিয়া দিল। হাত ফুঁড়িয়া কি ঔষধ দিল তাহাতেই নবাব সাহেব "কজ্জা" করিলেন!" রায় সাহেব বলিলেন "এবার প্লেগে ত দেশ উৎসন্ন গেল। ইউনানী মতে প্লেগের কোন চিকিৎসা আছে!" "আলবৎ নেহাইত উমদা। আমি হাজার হাজার প্লেগ রোগীকে আরাম করিয়াছি। ঔষধ আর কিছুই নয়। কেবল আফিমের সরবৎ আর মিস্‌রির সরবৎ। পালা করিয়া এই দুই প্রকারের সরবৎ—এক ঘণ্টা অন্তর ২৪ ঘণ্টা খাওয়াইতে পারিলেই—বাস্!" রায় সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বটে?" আমূল কৃষ্ণকান্তি দন্তরাজি বিকশিত করিয়া হাকিম সাহেব বলিলেন "দাওয়াই যদি কিছু থাকে ত ইউনানী!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "এবার আপনাদের electionএর কি হইল?" রায় সাহেবের সমভিব্যহারী মোক্তার সাহেব বলিলেন "এবারেও রায় সাহেবেরই জিত্ হইয়াছে। বাঙ্গালীরা এবার বড় গোল করিয়াছিল, কিন্তু

আমরা সব ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি!" মোক্তার রায় সাহেবের দিকে চাহিয়া একটু চতুর হাস্য করিলেন। রায় সাহেবও চক্ষু টিপিয়া তাহার উত্তর দিলেন।

মোক্তার সাহেব বলিতে লাগিলেন "বাঙ্গালীরা রায় সাহেবের নামে "লেকায়েৎ" আরম্ভ করিয়াছিল যে রায় সাহেব কাউন্সিলে তিন বৎসরের মধ্যে একটা বারও মুখ খুলেন নাই! বাঙ্গালীরা সরকার বাহাদুরের policy কিছুই জানে না তাই একথা বলে। বকাবকি, তর্ক, জবাব—এসব সরকার আদৌ পছন্দ করেন না। দেখিলেন না, ওই বকাবকির দোষেই বাঙ্গালীরা সব খোয়াইল! আর চুপ চাপ থাকিয়া বেহারী—নিজের গবর্ণমেণ্ট, নিজের হাইকোর্ট, নিজের University সবই পাইয়া গেল।" "সব্‌সে ভালা চুপ্‌!"

গঞ্জিকা-ধুম সংস্কৃত কণ্ঠ একজন বাভন যাত্রী গাহিয়া উঠিল :—

"আরে বেরি ডুবল, চল পানিয়া—
যমুনামে চল ভরে পানিয়া—!"

জয় "গদাধরজি কা জয়! জয় কিষণজি মহারাজ কি জয়! জয় ফল্গু মহারাণী কি জয়—" ইত্যাদি তুমুল কোলাহল মধ্যে ট্রেণ গয়ায় পৌঁছিল।

সমাপ্ত